শরীয়ত ও তরীকত

Sunni Defender
PDF CREATED BY
মুহাম্মদ তাহমিদ রায়হান

মূল ঃ আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেজা খান বেরেলভী (রহঃ)

অনুবাদকঃ মাওলানা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর

PDF CREATED BY
মুহাম্মদ তাহমিদ রায়হান
TO GET MORE BOOKS
www.facebook.com/sunnibookstore

+88016-13131193

info.tahmeed@gmail.com

মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রজা খাঁন ফাযেলে বেরলভী (রঃ) এর রওজা মোবারক

স্থাপিত-২০১৪ইং

শরীয়ত ও ত্বরীকত

মূল

আ'লা হযরত মোজাদ্দেদে দ্বীনো মিল্লাত

ইমাম শাহ আহমদ রজা খান বেরেলভী (রহ.)

অনুবাদক

মাওলানা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর

অধ্যাপক- হাদিস বিভাগ, চট্টগ্রাম নেছারিয়া কামিল (এম. এ) মাদ্‌রাসা, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম

খতিব, সি. ডি. এ. আ/এ, জামে মসজিদ, ১নং রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

ফোন : ০৩১-৭১৩৪১৭, ০১৫৫৪-৩১৬০৪৩

প্রকাশনায়

ছিরাতুল মুস্তাকীম প্রকাশনী

৪৫৮, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন : ৬৩৭৭৮৫

'SHARIYATH & TARIQUEAT'

Written by: A'la Hazrat Imam Shah Ahmed Reza Khan Barelovi (Rh.) ○ Translated by : Moulana Muhammad Jainul Abedin Jubair, Proffecer-Hadith department, Chittagong Nesaria Kamil (M.A.) Madrasha, ○ Pablication 3rd edition in march 2008 ○ Published by : Siratul Mustakim Prokashany, 458, Anderkilla Circle, Chittagong, Bangladesh. Phone : 880-31-637785

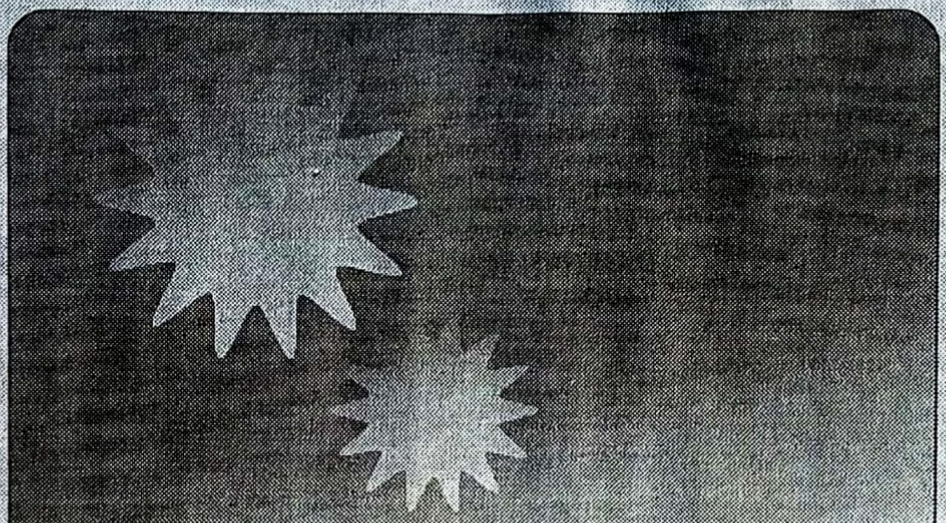

উৎসর্গ

- ইউসুফ-এ ছানি, হযরত শাহ্ সুফী মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান আল হাসানী ওয়াল হোসাইনী আল-মাইজভান্ডারী (রাঃ)

- গাউসে জামান রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রাঃ) এর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

শরীয়ত ও ত্বরীকত

▲ মূল	আ'লা হযরত মোজাদ্দেদে দ্বীনো মিল্লাত ইমাম শাহ্ আহমদ রজা খান বেরেলভী (রহ.)
▲ অনুবাদক	মাওলানা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর
▲ প্রকাশকাল	প্রথম প্রকাশ ঃ মে ২০০০ ইংরেজী দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ মার্চ ২০০৪ ইংরেজী তৃতীয় প্রকাশ ঃ মার্চ ২০০৮ ইংরেজী
▲ সার্বিক সহযোগিতায়	মাওলানা আবুল কালাম আজাদ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ নূর হোছাইন মাওলানা রিয়াজ মাহমুদ মাওলানা মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন আনোয়ারী
▲ সহযোগিতায়	আলহাজ্ব মুহাম্মদ আক্কাস উদ্দীন খোন্দকার মুহাম্মদ কাশেম শাহ এম মাসুদ করিম চৌধুরী এ. এম. নিজাম উদ্দীন চৌধুরী মাসুম
▲ প্রচ্ছদ	এস. এম. রাশেদ
▲ মুদ্রণে	**জিলান গ্রাফিকস** ৪৫৮, আন্দরকিল্লা মোড়, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৭৮৫
▲ পরিবেশনায়	**মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা** আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৬১৮৮৭৪
▲ শুভেচ্ছা বিনিময়	৯৫/- (পঁচানব্বই) টাকা মাত্র ❍ US $ 5.00
▲ প্রকাশনায়	**ছিরাতুল মুস্তাকীম প্রকাশনী** ৪৫৮, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৭৮৫

প্রকাশকের বক্তব্য

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুছাল্লী আলা রাসুলিহিল করীম।

আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীনের দরবারে শত সহস্রাধিক শোকরিয়া যিনি শরীয়ত ও তরীকত নামক গুরুত্বপূর্ণ কিতাবখানা প্রকাশের সুযোগ দান করেছেন। অসংখ্য দরুদ ও সালাম প্রিয় নবীর (দ.) পাক চরণে- যাঁর আদর্শ প্রচারে ছিরাতুল মুস্তাকীম প্রকাশনীর সৃষ্টি। এই প্রকাশনা সংস্থা ধর্মীয় ও আক্বীদা ভিত্তিক কিতাব ও অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশের মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। মূলতঃ শরীয়ত ও তরীকত পরস্পর পরিপুরক। ধর্মীয় অনুশাসনে যেমনি অবজ্ঞা চলে না তেমনি তাতে অতিরঞ্জিত করারও অবকাশ নেই। ধর্মীয় নির্দেশিকায় নির্দিষ্ট একটি মাপকাটি রয়েছে যা শরীয়ত। আবার ধর্মীয় অনুশাসনে সমৃদ্ধতা আনে তরীকত। এ দু'য়ের সম্মিলনে বান্দা আল্লাহ-রাসুল (দ.) পর্যন্ত সহজে পৌঁছতে পারে। এতদুভয়ের সম্পৃক্ততা ও আনুগত্যে বান্দা তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। অন্যদিকে এ দু'য়ের সমন্বয় সাধনে ব্যর্থতা মানেই ভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়া। এই বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ্ আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী (রা.) উর্দু ভাষায় রচনা করেছেন "শরীয়ত ও তরীকত" নামক কিতাবখানা। উক্ত গ্রন্থে তিনি কোরআন হাদিস ও ইমামগণের মতামতের আলোকে শরীয়ত ও তরীকতের যথার্থ অবস্থান নির্ণয় পূর্বক মুসলিম মিল্লাতের সামনে অনুকরণীয় ও বর্জনীয় উভয়দিক অকপটে উপস্থাপন করেছেন। বর্তমান সময়ে কিতাবখানার অধিক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করতঃ এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা সময়ের দাবী ছিল। বর্তমান প্রেক্ষাপটে চাহিদা নিবারনে অনুবাদের মতো দুরূহ কাজটি স্বনামধন্য আলেম, অন্যতম ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেছারিয়া আলীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা আলহাজ্ব মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর (মা.জি.আ.) সম্পাদন করে যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। চমৎকার এই অনুবাদটি ইতিপূর্বে মাসিক তরজুমানে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিতবখানা সকলের ঈমানী চাহিদা পূরণ করবে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। কিতাবখানা প্রকাশে যারা আন্তরিক সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন সবাইকে ধন্যবাদ। ভবিষ্যতেও আমাদের এ ধারা অব্যাহত থাকবে। আমাদের সযত্ন প্রয়াস সত্বেও ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। কোন ভুলত্রুটি কারও দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের নিশ্চয়তা রইল।

সালামান্তে

মুহাম্মদ আসিক ইউসুফ চৌধুরী
উপ-পরিচালক

এ, এম, মঈন উদ্দিন চৌধুরী হালিম
পরিচালক

ছিরাতুল মুস্তাকীম প্রকাশনী

৪৫৮, আন্দরকিল্লা মোড়, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৭৮৫

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রজা খাঁ বেরলভী (রঃ) এর শরীয়ত ও তরীকত নামের এই কিতাবখানা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার আলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমি এর অনুবাদে হাত দিয়েছি। একথা অস্বীকার করার কোনই জো নেই যে, আজকে শরীয়তের কথা বলে অনেকে যেমনি তরীকতকে অস্বীকার করছে, অন্যদিকে তাদের অনেকেই তরীকতের কথা বলে শরীয়তের সীমাকে অতিক্রম করে গোমরাহীর দিকে ধাবিত হচ্ছে। যার ফলে একদিকে মানুষ যেমন আধ্যাত্মিক সাধনা হতে দূরে সরে গিয়ে আকিদা এবং আমলের ক্ষেত্রে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে, ঠিক অন্যদিকে শরীয়ত বিহীন তরীকতের অবৈধ চর্চার কারণে তরীকতের নামে শিরক বিদয়াতের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছে অত্যন্ত দুঃখজনক ভাবে। এক্ষেত্রে ইমাম মালেক (রঃ) এর মন্তব্য উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি বলেছেন- অতএব, শরীয়ত এবং তরীকত কোনটিকেই অস্বীকার করার কোনই উপায় নেই। দুঁটিই একটি অপরটির পরিপূরক। আর এই দুঁটির যথাযথ অনুবর্তন এবং অনুশীলনেই একজন মুমিনের জীবনের কামিয়াবী। ইমাম আহমদ রজা খান (রঃ) এ সত্যকেই ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর শরীয়ত ও তরীকত কিতাবটিতে। এ প্রসঙ্গে জায়েদ এবং আমর নামে দু'জন রূপক ব্যক্তির দাবীকে চিত্রায়িত করে ইমাম আহমদ রজা খাঁন (রঃ) জায়েদের দাবীকে হক ছাবেত করেছেন। আর আমরের দাবীকে নাহক ছাবেত করতঃ সমাজকে সত্যিকার পথের সন্ধান দিয়েছেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে। তাই তো তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। একজন মুজাদ্দিদের

কাজ সমাজ সংশোধন এবং সমাজের সংস্কার। 'শরীয়ত ও তরীকত' কিতাবখানা সে প্রচেষ্টারই বাস্তব ফসল।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পীর মাশায়েখ, ওলামায়ে কেরাম, ওয়ায়েজ এবং নেতৃবৃন্দের উচিৎ শরীয়ত এবং তরীকত সম্পর্কে আ'লা হযরত (রঃ) এর এই চিন্তা চেতনা এবং শিক্ষা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেয়া। এতে যেমন ঈমানী দায়িত্ব আদায় হবে, অপরদিকে সমাজের প্রতি বড় ইহছান হবে। উক্ত বিষয়ে চুপচাপ থাকা অন্যায়কেই সহযোগিতার শামিল হবে। আর এটা কখনো সুন্নীয়তের সত্যিকার পরিচয় হতে পারে না। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহল দুনিয়া ভাগাবার জন্য তরিকতের নামে কি নির্লজ্জ এবং শরীয়ত বিরোধী কার্যক্রম করে যাচ্ছে তা কি আমরা দেখিনা! এ-বিষয়ে আমাদের কি কোন দায়-দায়িত্ব নেই! তরীকতের নামে শরীয়তকে উপেক্ষা করে এ সমস্ত ভন্ডরা আবার অনেকেই নিজেকে খাঁটি সুন্নী, নবীর আশেক এবং ওলীগণের আশেক বলে দাবী করে। কি ন্যাক্কার জনক ভূমিকা এদের! অতএব এদের এ সমস্ত কার্যক্রম শরীয়তের মাপকাঠিতে কতটুকুন ঘৃণিত এবং বর্জনীয় তা আহ্‌লে হক ওলামায়ে কেরামগণের অবশ্যই সমাজের সামনে তুলে ধরা উচিৎ। এতে সমাজ মুক্তি পাবে, আমরাও আল্লাহ রাসুলের পাকড়াও হতে মুক্তি পাব। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আহ্‌লে হক দাবীদার হয়ে অনেকেই হককে পাশ কাটিয়ে নাহকের পক্ষে সাফাই গেয়ে যাচ্ছেন। যা কোনদিন আহ্‌লে হক এবং একজন সাহসী ব্যক্তির ভূমিকা হতে পারে না। বরঞ্চ হকের দিকে চেয়েই কথা বলা উচিৎ। কারও চেহারার দিকে চেয়ে নয়। স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ইসলামের মহান আদর্শকে বিকৃত করে উপস্থাপন করার অধিকার কারও নেই। বরঞ্চ সমস্ত স্বার্থের উর্দ্ধে' উঠে এবং সকল ভয় ভীতি বাদ দিয়ে হক্বের পক্ষেই কথা বলা এবং কলম ধরা উচিত। ইমাম আহমদ রেজা খাঁ (রঃ) এর জীবন কর্ম এবং তাঁর লিখিত শরীয়ত ও তরিকত কিতাবখানা আমাদেরকে সেই শিক্ষাই দিচ্ছে।

অনুবাদ গ্রন্থটি ধারাবাহিকভাবে মাসিক তরজুমান পত্রিকায় বের হওয়ার পর অনেকেই আমাকে কিতাব আকারে তা প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। আমিও এর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছি। আ'লা হযরত (রঃ) এর কিতাব এর বাংলায় অনুবাদ করা একটু কঠিন। কারণ কঠিন উর্দু ভাষায় তাঁর রচিত কিতাবগুলো মানতিক, হিকমত এবং সুক্ষ্ম তত্ত্বে ভরা। একাজে আমাকে আমার বন্ধু মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ছাহেব যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। ছিরাতুল মুস্তাকীম প্রকাশনা সংস্থা কিতাবখানা প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে সমাজ সংশোধনে বড় ভূমিকা রেখেছে। ভবিষ্যতে এ সংস্থা আরও অবদান নিয়ে এগিয়ে আসার দোয়া করি। পাঠক সমাজের সুন্দর পরামর্শ এ পুস্তকটিকে আগামীতে আরও মার্জিত করবে।

দোয়া কামনায়

মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর

ভূমিকা

এক.১৮৫৬ সালে ভারতের বেরলীতে ইমাম আহমদ রজা খাঁন (রঃ) এর জন্ম হয়েছিল এবং ১৯২১ সালে ওখানেই ইন্তিকাল করেন। তিনি ইসলামী বিশ্বের বিজ্ঞ আলেম এবং ফকিহ ছিলেন। তাঁর ইলম দ্বারা সাধারণভাবে সবাই উপকৃত হয়েছে। আরবের আলেমগণ তাঁর সমীপে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করলে তিনি এগুলোর সঠিক উত্তর প্রদান করেন। ইসলামের ইতিহাসে এ জাতীয় ইলমী ফজিলত মুষ্টিমেয় আলেমই অর্জন করেছিলেন। আরবের আলেমগণের ফতোয়া চাওয়ার জ বাবে ইমাম আহমদ রজা খাঁন (রঃ) যে জ্ঞান গর্ভ এবং গবেষণাধর্মী কিতাবাদি রচনা করেছেন, লন্ডন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডক্টর হানিফ আখতার ফাতেমী এ রচনাবলি নিয়ে ইংরেজী ভাষায় গবেষণার কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু হচ্ছে - Islamic Concepts of Knowledge: Ignorance and Money এর প্রথম অংশ সমাপ্ত হয়ে লাহোর হতে প্রকাশিত হচ্ছে, এটির নাম হচ্ছে Islamic concept of knowledge:এটি অধ্যয়নে অনুধাবন হয় যে, ইমাম আহমদ রজা খাঁন (রঃ) এর চিন্তা ভাবনার পরিধি বিস্তৃতি লাভ করছে এবং তাঁর কর্ম নিয়ে পাশ্চাত্যেও গবেষণা চলছে।

এখন হতে ১০/১২ বছর পূর্বে আধুনিক শিক্ষিত সমাজে ইমাম আহমদ রজা খাঁন (রঃ) এর ব্যক্তিত্ব কিছুটা অপ্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু এখন তিনি সর্বত্রই সুপরিচিত। তাঁর জীবন এবং কর্ম নিয়ে অনেক কিছুই লিখা হয়েছে এবং হচ্ছে। এক হিসেব মতে তাঁর উপর এ পর্যন্ত ৫০০ এর অধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। জীবনী গ্রন্থের কথা না হয় বাদই দিলাম। এ বিষয়ে সিন্ধু ইউনিভার্সিটির একজন পন্ডিত বিস্তারিত আলোচনা সহকারে পুস্তক রচনা করেছেন।

দুই. ইমাম আহমদ রজা খাঁন (রঃ) এর এ রিছালাটির মূল নাম مقال عر فا باعزازشرع وعلماء(মকালে উরাফা বা ই'জাজে শরয়ে ওয়া ওলামা) এর বিষয়বস্তু শরীয়ত ও তরীকত হওয়ার কারণে এটির আধুনিক নামকরণ করা হয়েছে। 'শরীয়ত ও তরীকত'। এ কিতাবখানা মূলতঃ একটি প্রশ্নের উত্তর মাত্র। যেটিতে প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছেন যে, জায়েদ নামে এক ব্যক্তি বলেছেন (العلماء ورثة الانبياء)।অর্থাৎ 'আলেমগণ নবীগণের উত্তর সূরী' এই হাদীছ অনুসারে শরীয়তের আলেমগণই হচ্ছে নবীগনের ওয়ারেছ। আর আমর নামে অপর ব্যক্তি এটির ইনকার করে দাবী করেছেন, শরীয়তের আলেমগণ নয় বরঞ্চ তরীকতের আলেমগণই ওয়ারেছ। আমর এ দাবীও করেছেন যে, আল্লাহর ওলীগণ তাঁদের কিতাবাদিতে এভাবেই লিখেছেন। অতএব যদি আমরের দাবীকে খন্ডন করতে হয়, তাহলে যেন ওলীগণের কউল বা বাণী দ্বারাই করা হয়।

ইমাম আহমদ রজা খাঁন (রঃ) তাঁর গবেষণাধর্মী জবাব দ্বারা প্রথম ব্যক্তি জায়েদের চিন্তা ভাবনাকে মজবুত করেছেন আর আমরের দাবীকে বাতিল আখ্যায়িত করেছেন। তিনি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে,অবশ্যই এবং নিশ্চিতভাবে শরীয়তই সকল কর্মের ভিত্তি। শরীয়তই

সবকিছুর মাপকাঠি। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন-

'মোট কথা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেকটি সময়েই শরীয়তের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তরীকতের রাস্তায় আগমনকারীর জন্য শরীয়ত আরও বেশী দরকার। কেননা 'রাস্তা যত সূক্ষ, হাদীর তত বেশী প্রয়োজন।'

অন্যত্র লিখেছেন- হে প্রিয়! শরীয়ত একটি ইমারতের নাম। আর আকিদা হচ্ছে এর ভিত্তি আর আমল হচ্ছে এই ইমারতের চুনকাম।

অন্য জায়গায় লিখেছেন যখন প্রিয় নবী (দঃ) আমাদেরকে গোটা জীবন শরীয়তের প্রতি আহবান করেছেন এবং এই রাস্তাই আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। অতএব এই মত-পথের বাহক, খাদেম, মদদগার এবং এর আলেম কেন তাঁর ওয়ারেছ হবে না?

ইমাম আহমদ রজা খাঁন (রঃ) জায়েদের বক্তব্যের সমর্থন এবং আমরের দাবীর খন্ডন কুরআন হাদীছ এবং ছালেহীনগণের মন্তব্য দ্বারাই করেছেন। যেহেতু আমর তার দাবীর খন্ডনে বুজর্গগণের কাউল বাণী তলব করেছে। সেহেতু ইমাম আহমদ রজা খাঁন (রঃ) এমন ৬০টি কাউল নকল করেছেন। যেটি মূলত ৪০জন কামেল অলীর ৮০টি এরশাদ মাত্র! অতঃপর তাঁর বড় ছাহেবজাদা মাওলানা হামেদ রজা খাঁ তাজরীলে জামীল নামে এর উপর একটি প্রয়োজনীয় সংযোজনও বৃদ্ধি করেছেন।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানি (রঃ) এর জমানায় অনেক ছুফিগনের এই ধারণা ছিল যে, শরীয়ত এবং তরীকত দুটি পৃথক বিষয়। আর তরীকত শরীয়ত হতে বড়। কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রঃ) শরীয়ত তরীকত সম্পর্কে ছুফিগণের এ জাতীয় ব্যবধান মিটিয়ে জোর দিয়ে বলেছেন, শরীয়ত এবং তরীকত একটি অন্যটির পরিপূরক। এদুটির মধ্যে চুল পরিমাণ ও ব্যবধান নাই। হাঁ ইমাম আহমদ রজা খাঁন (রঃ) এরও একই অবস্থান ছিল।

তিন.এই রিছালাখানা অধ্যয়ন করলে দুটো বিষয় জানা যায়। একটি তো এই যে, ইমাম আহমদ রজা খান (রঃ) শরীয়তের অনুবর্তনকারী এবং শরীয়তের হেফাজতকারী ছিলেন। অতএব শরীয়তের খেলাফ কোন কথা বার্তা বা আমল তাঁর থেকে কল্পনাই করা যায় না। ইমাম আহমদ রজা (রঃ) সম্পর্কে বেখবর ব্যক্তি অথবা একমাত্র তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণকারীই তাঁর ব্যাপারে বদ খেয়াল রাখতে পারে। অতএব এ জাতীয় অবাঞ্চিত ব্যক্তিদের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয়ত এই কথাও অনুধাবিত হল যে, ইমাম আহমদ রজা খাঁন (রঃ) এমন একজন মুফতি এবং ফকিহ ছিলেন, যিনি মাছয়ালার উপর বিশুদ্ধতা রাখতেন এবং প্রত্যেকটি মাছয়ালা বিস্তারিত বিবরণ এবং তাহকিক সহকারে আলোচনা করতেন। অতএব নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সত্ত্বাগত ফকিহ এবং হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর স্বনামধন্য মুফতি এবং মুজাদ্দিদ।

ইমাম আহমদ রজা খাঁন (রঃ) এর রচনাবলী প্রকাশের এই ইদারার (কেন্দ্র) কর্মকর্তাদেরকে মুবারকবাদ যে, তারা ইমাম আহমদ রজা (রঃ) এর কিতাবাদী প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষতঃ আমার প্রিয় ছাত্র মুহাম্মদ রিয়াজ জিয়ায়ী এবং মুহাম্মদ আলতাফ জিয়ায়ী, যারা আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ জিয়াউদ্দীন মদনী (রঃ) হতে বায়য়াতের শরফ অর্জন করেছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সকলকে উভয় জগতের কামিয়াবী দান করুক এবং মাছলাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জ মায়াতের প্রচার ও প্রসারে তাদের হিম্মত জারী রাখুন।

ہر لحظہ نیا طور نئی برق تجلی
اللہ کرے مرحلۂ شوق نہ ہو طے

প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ মসউদ আহমদ
অধ্যক্ষ,
সরকারী ডিগ্রী কলেজ, টাট্টা, সিন্ধু, পাকিস্তান

শরীয়ত ও তরীকত

এই মাসয়ালার ব্যাপারে নবীগণের (আঃ) উত্তরাধিকারী আলেমগণের কি অভিমত যে, যায়েদ নামক ব্যক্তি বলেন, রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হাদীস اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ (আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ) এর মধ্যকার اَلْعُلَمَاءُ (উলামা) শব্দের মধ্যে শরীয়ত ও তরীকত উভয় প্রকার অন্তর্ভূক্ত এবং যিনি শরীয়ত ও তরীকত উভয় প্রকারের এলেমের অধিকারী, তিনিই নবীদের উত্তরাধিকারীর পরিপূর্ণ পদ মর্যাদায় সফলকাম হয়েছেন।

পক্ষান্তরে আমর নামে এক ব্যক্তির বর্ণনা মতে, কিছু ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ও কিছু হালাল- হারামের নাম শরীয়ত। যেমন- ওযু, নামাজ ইত্যাদি।

আর তরীকত হল আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার নাম। এতে নামাজ ও অন্যান্য ইবাদতের হাকীকত (বাস্তবতা) প্রকাশিত হয় এবং এটি কুলবিহীন অতল সমুদ্র। আর শরীয়ত, তরীকতের সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানি তুল্য। নবীগণের (আলাইহিস সালাম) উত্তরাধিকারের একমাত্র উদ্দেশ্য উসুল ইলাল্লাহ বা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা। এটিই রিসালত ও নবুয়তের একমাত্র চাহিদা এবং এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা প্রেরিত হয়েছেন।

অতএব বাহ্যিক জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ কোন মতেই উক্ত উত্তরাধিকারের যোগ্য নন। তাঁদেরকে উলামায়ে রব্বানী বা অনুরূপ কোন গুণে বিভূষিত করা যাবেনা। এ ধরনের আলেমের সংশ্রব থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। এরূপ আলেম শয়তান বটে। মূলতঃ

আসল মনজিল তরীকতের মুখাপেক্ষী। এই সমস্ত কথা আমি নিজ থেকে বলছিনা, অনেক হক্কানী আলেম ও আউলিয়া কেরাম নিজ নিজ রচনায় তা বিস্তারিত লিখেছেন।

এখন জানবার বিষয় এই যে, যায়েদ ও আমর এই দুইজনের মধ্যে কে সঠিক এবং উক্ত মাসয়ালার পরিষ্কার জবাব কি? এব্যাপারে আমর যদি ভুলের উপর থাকে, তা হলে শরীয়ত মোতাবেক তার কোন শাস্তির বিধান থাকবে কিনা? আমর বলছেন, আমার ভুল তখন সাব্যস্ত হবে, যখন আমার উক্তি গুলি আউলিয়ায়ে কেরামের হেদায়ত মূলক উক্তি দ্বারা বাতিল বলে ঘোষিত হবে। অন্যথায় নয়।

অনুগ্রহ করে সবিস্তারে বর্ণনা করুন, কিয়ামত দিবসে অবশ্যই প্রতিফল প্রাপ্ত হবেন।

উত্তরঃ খোতবার পর ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত আহমদ রজা খান (রাঃ) উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলছেন যে- যায়েদ ও আমরের মধ্যকার বিতর্কে যায়েদের কথা হক এবং শুদ্ধ, আর আমরের উক্তি বাতেল ও অশুদ্ধ। আমরা প্রত্যেকের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ: যা দ্বারা মুসলমানদের উপকার ও কল্যাণ হবে। আর শয়তানের শয়তানীর মূলোৎপাটন হবে এবং এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর তওফিক কামনা করছি।

(১) শরীয়ত ফরজ,ওয়াজিব ও হালাল-হারামের বিধানের নাম। আমরের এই উক্তি অন্ধত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে শারীরিক, আত্মিক, কলবী এবং যাবতীয় ঐশ্বরিক এলম ও সীমাহীন খোদা পরিচিতির নাম শরীয়ত। আর এটির প্রতিটি অংশকে তরীকত ও মারেফত বলে।

তাই সমস্ত আউলিয়া কেরামের অকাট্য ইজমা মতে, হাকীকতকে পবিত্র শরীয়তের উপর পেশ করা ফরজ। যদি উক্ত হাকীকত শরীয়ত মোতাবেক হয়,. তখন তা হক বলে সাব্যস্ত হবে এবং গ্রহণযোগ্য হবে। নতুবা তা নাহক হিসেবে অগ্রাহ্য হবে। সুতরাং একমাত্র শরীয়তই মূলকার্য্য। শরীয়তই সব কিছুর নির্ভরশীল পরিসীমা এবং শরীয়তই সব ব্যাপারে কষ্টি পাথর ও মাপকাঠি।

শরীয়ত রাস্তাকে বলে। আর শরীয়তে মুহাম্মদী ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শুধুমাত্র কিছু শারীরিক করণীয় বিধানের সাথে তা খাছ নয়। বরং শরীয়তে মুহাম্মদী একমাত্র রাস্তা; প্রত্যেক নামাজ এবং প্রত্যেক রাকাতেই ঐ রাস্তায় পরিচালিত করার এবং এর উপর স্থির ও অটল থাকার মুনাজাত করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। যেমন- মহান আল্লাহ সূরা ফাতেহার মধ্যে সে মুনাজাত শিখিয়ে দিয়েছেন এভাবে, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ। অর্থাৎ আমাদেরকে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রাস্তায় পরিচালিত করুন, তাঁর শরীয়তের উপর আমাদেরকে অটল রাখুন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), ইমাম আবুল আলীয়া (রাঃ) ও ইমাম হাছান বছরী (রাঃ) বলেছেন, সীরাতে মুস্তাকীম বলতে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর দুই সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)কে বুঝানো হয়েছে। তাঁদের প্রদর্শিত পথই সীরাতে মুস্তাকীম।

উল্লেখ্য হাদীসটি ইমাম হাকেম হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি হাদীসটি বিশুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। আবুল আলীয়া থেকে হাদীসটি ইমাম হাকেম আছেমুল আহওয়ালের সনদে এবং তাঁর থেকে আবদ ইবনে হোসাইন ইবনে জোরাইহ আবু হাতেম ও আছাকের বর্ণনা করেছেন। এতে রয়েছে যে, আমরা হাদীসটি ইমাম হাছান বছরী (রাঃ) এর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি তদুত্তরে বল্লেন, আবুল আলীয়া সত্য বলেছেন। সত্যিই এটি ঐ রাস্তা, যার শেষ প্রান্তে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি বিদ্যমান। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে إِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ নিঃসন্দেহে ঐ সরল পথেই আমার রবকে পাওয়া যায়। এটিই ঐ রাস্তা যার বিরুদ্ধাচরণকারী বেদ্বীন ও পথভ্রষ্ট। এই ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে যে,

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَاتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ –

রুকুর শুরু থেকে শরীয়তের হুকুম সমূহ বর্ণনার পর মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন যে, হে হাবীব মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি বলুন যে, শরীয়ত আমার সরল পথ, সুতরাং এর অনুকরণ কর এবং এই রাস্তা ভিন্ন অন্য রাস্তা সমূহের পেছনে যেওনা, কেননা ঐ সকল রাস্তা তোমাদেরকে আল্লাহর রাস্তা (সীরাতে মুস্তাকীম) থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। এই ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে তাগিদ দিচ্ছেন যেন তোমরা পরহেজগারী অবলম্বন কর।

আ'লা হযরত (রাঃ) বলছেন, দেখুন কুরআন মজীদ স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে, শরীয়তই একমাত্র ঐ রাস্তা যা দ্বারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা যায়। ঐটি ব্যতীত অন্য রাস্তায় চললে সঠিক রাস্তা থেকে দূরে সরে যাবে।

(২) আমর নামক ব্যক্তির উক্তি" "তরীকত হল আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার নাম। এই উক্তিটি পাগলামী আর মুর্খতা মাত্র। কেননা ন্যূনতম শিক্ষিত ব্যক্তিও জানেন যে, তরীক, তরিকাহ ও তরীকত রাস্তাকে বলে, তা পৌঁছার অর্থে ব্যবহৃত হয়না। সুতরাং তরীকত নিঃসন্দেহে রাস্তাকেই বলে। এখন (তরীকত) যদি শরীয়ত থেকে আলাদা হয়,তাহলে কুরআনের হুকুম অনুযায়ী সে ব্যক্তি খোদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেনা, বরং শয়তান পর্যন্ত পৌঁছবে। জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছবে না বরং জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছবে। কেননা শরীয়ত বাদ দিয়ে যাবতীয় রাস্তা বাতেল বলে কুরআন মজীদ ঘোষণা দিয়েছে। বাস্তবেই সাব্যস্ত হল যে, তরীকত শরীয়তেরই নামান্তর এবং তা (তরীকত) শরীয়তের একটি উজ্জ্বল অংশ বিশেষ। সুতরাং শরীয়ত থেকে তরীকত বিচ্ছিন্ন হওয়া অসম্ভব ও অশোভনীয়। যে ব্যক্তি তরীকতকে শরীয়ত থেকে আলাদা মনে করে, সে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তা বাদ দিয়ে ইবলিশের রাস্তাকেই গ্রহণ করেছে। কিন্তু তরীকত কখনও ইবলিশের রাস্তা হতে পারেনা। নিঃসন্দেহে এটিও আল্লাহর রাস্তা এবং নিঃসন্দেহে তা পবিত্র শরীয়তেরই অংশ বিশেষ।

(৩) ইলমে তরীকতে যা কিছু উদ্‌ঘাটিত হয়,তা শরীয়তের উপর আমল করারই ফলমাত্র। নতুবা শরীয়তের অনুকরণ ব্যতীত গোপনীয় তথ্য উদ্‌ঘাটন তো পাদরী, যোগী এবং

সন্যাসীদের দ্বারাও হয়ে থাকে। কিন্তু শরীয়ত বিহীন কাশ্‌ফ সাধন উক্ত সাধকদেরকে জাহান্নাম ও কঠিন আজাবের দিকে নিয়ে যাবে।

(৪) তরীকতকে সমুদ্র আর শরীয়তকে ফোঁটা বলা এমন একজন বদ্ধ পাগলেরই কাজ, যে সমুদ্রের প্রস্থের কথা কারো কাছ থেকে শুনেছে, অথচ তার জানা নাই যে, এ প্রস্থ কোথা হতে আসল। ওটির সঞ্চিত সম্পদের চেয়ে প্রস্রবনের সঞ্চিত সম্পদের যদি প্রস্থ অধিক না হত,তাহলে এটি কোথা হতে আসত। বস্তুতঃ শরীয়ত হল প্রস্রবন মূল। আর তরীকত হল তা থেকে নির্গত একটি সমুদ্র । বরং শরীয়ত উল্লেখ্য দৃষ্টান্তেরও উর্ধ্বে। কেননা প্রস্রবনের স্থল হতে পানি নির্গত হয়ে সমুদ্রের আকার ধারণ করে যে সমস্ত জমীনের উপর প্রবাহিত হয়, সে গুলিকে প্লাবিত করার ব্যাপারে তা প্রস্রবনের মুখাপেক্ষী হয়না। তদ্রুপ যারা সমুদ্র থেকে উপকৃত হতে চায়, তাদেরকেও সেই প্রস্রবন স্থলের মুখাপেক্ষী হতে হয়না। কিন্তু শরীয়ত এমন এক প্রস্রবন স্থল, যার থেকে নির্গত তরীকত নামীয় সমুদ্র সর্বাবস্থায় শরীয়তের প্রতি মুখাপেক্ষী। প্রস্রবন স্থল (শরীয়ত) থেকে তরীকত নামীয় সমুদ্রের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে শুধুমাত্র যে এটির ভবিষ্যত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে তা নয়, বর্তমানে যত পানি এসেছে, কয়েকদিন তা পান করলে, তাতে গোসল করলে এবং বাগান ও ক্ষেতে সেচ করলে সেটি শেষ হবে। অধিকন্তু শরীয়ত থেকে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার সাথে সাথেই সেই তরীকত নামীয় সমুদ্র ধ্বংসই হয়ে যাবে। বিন্দু তো দুরের কথা তাতে আদ্রতার লেশ মাত্রও থাকবেনা। আ'লা হযরত (রাঃ) আরো জোর দিয়ে বলছেন- না, না, আমি ভুল করছি। যদি এতটুকুও হত যে, সমুদ্র আদ্রতা হারিয়ে ফেলেছে, পানি নিঃশেষ হয়ে গেছে, বাগান শুকিয়ে গেছে, ফসলাদী মারা গেছে, মানুষ পিপাসায় অস্থিরতা বোধ করছে, তা হলেও হতো। কিন্তু না, তা মোটেই নয়। বরং উক্ত শরীয়ত নামীয় প্রস্রবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথেই সেই তরীকত সমুদ্র আগুনের সমুদ্রে পরিণত হয়ে নিক্ষিপ্ত অগ্নিশিখা হয়ে যাবে। যে অগ্নি শিখা হতে বাঁচবার কোন উপায় নেই। অতঃপর সেই অগ্নিশিখা যদি বাহ্যিকভাবে দৃষ্টি গোচর হত, তাহলে সে সম্পর্ক ছিন্নকারী জ্বলে পুড়ে কাল মৃত্তিকায় পরিণত হওয়ার পর বাকীরা এই ভাবে বেঁচে যেত যে, তার এই খারাপ পরিণতি দেখে শরীয়ত অস্বীকারকারীরা উপদেশ গ্রহণ করতো। কিন্তু ব্যাপার এমন নয়, বরং উক্ত শরীয়ত থেকে আলাদাকৃত তরীকত মানে-

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ

অর্থাৎ আল্লাহর জ্বলন্ত অগ্নি যা ঐ সকল লোকের অন্তরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। হ্যাঁ, শরীয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির অন্তর ভিতর থেকেই জ্বলে গেছে। আর ঈমান কাল মৃত্তিকার আকার ধারণ করেছে। বাহ্যিকভাবে তা পানি আকারে সমুদ্র মনে হয়, কিন্তু বাতেনীভাবে ওটি অগ্নিকুন্ড। হায়! হায়! আফসোস! শরীয়ত ও তরীকতের মাঝে সৃষ্ট পর্দা লক্ষ লক্ষ মানুষকে এভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। প্রস্রবন স্থল ও সমুদ্রের উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা আরো একটি বিষয় অনুধাবন করার রয়েছে। অর্থাৎ সমুদ্র হতে মুনাফা গ্রহণকারীদের প্রস্রবন স্থলের প্রয়োজন নেই। কিন্তু তরিকতের সমুদ্র হতে উপকার হাছিল করতে গিয়ে প্রস্রবন

স্থল তথা শরীয়তের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে না, যেন পানি তথা তরীকতের ফয়েজ বাকী থাকে এবং ঐ পানি অগ্নিতে রূপান্তরিত না হয়। আবার তখনও যাচাই বাছাই করার প্রয়োজ ন আছে যে, ঐ তরীকতের সমুদ্রের পানি (ফয়েজ) পবিত্র এবং মিষ্ট কিনা? যা বরকত পূর্ণ প্রস্রবন স্থল তথা শরীয়ত হতে নির্গত হয়ে সন্দেহ ও ভালমন্দ মিশ্রনের জগতের ময়দানে উত্তাল তরঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছে, না তার সাথে অন্য কোন নাপাক লবণাক্ত সমুদ্র তথা বাতেল তরীকা প্রবাহিত হচ্ছে। যেমন পবিত্র কুরআনে এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ অর্থাৎ পাশাপাশি প্রবাহমান দুই সমুদ্রের একটির পানি খুব মিষ্ট, আর অপরটির পানি খুব লবণাক্ত। সেই লবণাক্ত সমুদ্র বা বাতেল তরীকত অভিশপ্ত শয়তানের প্ররোচনা ও ধোঁকা মাত্র।

অতএব, মিষ্ট পানি যুক্ত সমুদ্র তথা শরীয়ত থেকে নির্গত তরীকতের সমুদ্র থেকে উপকার গ্রহণকারীর সর্ব অবস্থায়ই তরীকতের প্রত্যেক নব তরঙ্গের উপর তার রং ও সৌরভকে মূল প্রস্রবন স্থলের তথা শরীয়তের রং, মজা ও সৌরভের সাথে মিলিয়ে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দেখতে হবে ঐ তরঙ্গ উক্ত প্রস্রবন স্থল শরীয়ত থেকে বের হয়ে এসেছে, না কি শয়তানের দুর্গন্ধ জনিত প্রস্রাবের প্ররোচনা দিচ্ছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই পবিত্র বরকতময় প্রস্রবন স্থল তথা শরীয়তের পূর্ণ পবিত্রতার স্বাদ ও মজা তাড়াতাড়ি তার জিহ্বা থেকে পড়ে যায়। এটি এ কারণে যে, সে ব্যক্তি শরীয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যার কারণে গোলাপ জল ও প্রস্রাবের মধ্যে ব্যবধান করতে সে অক্ষম থেকে যায় এবং সে ইবলিশের দুর্গন্ধ জনিত লবণাক্ত প্রস্রাব (বাতেল তরীকা) পান করে ধারণা করে যে, সে তরীকতের সমুদ্র থেকে সুগন্ধযুক্ত সুন্দর মিঠা পানি পান করছে। শরীয়ত উল্লেখ্য প্রস্রবন স্থল ও সমুদ্রের দৃষ্টান্তের ও অনেক উর্ধে وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى অর্থাৎ আল্লাহর জন্য সুউচ্চ দৃষ্টান্ত রয়েছে। জেনে রাখা উচিত, পবিত্র শরীয়ত আল্লাহর নূরের ফানুস। ধর্মীয় আলেমের মধ্যে তা ব্যতীত আর কোন আলো নেই। হ্যাঁ সে আলো বর্ধিত করা ও প্রাচুর্য চাওয়ার নামই হচ্ছে তরীকত। এই আলো বেড়ে ক্রমশঃ প্রভাত ও সূর্য্যের আলো থেকে অনেক গুণ বর্ধিত হয়। যা দ্বারা বান্দাহর মাঝে বস্তুর হাকীকত উদ্‌ঘাটিত হয়ে আল্লাহর নূরের প্রকাশ ঘটে। এটি ইলেমের পর্যায়ে 'মা'রেফত আর তাহকীকের পর্যায়ে হাকীকত নামে প্রকাশ। অতএব বাস্তবিক এই শরীয়তই তার বিভিন্ন স্তরের মহিমায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। যখন উল্লেখ্য আলো বর্ধিত হয়ে সু-প্রভাতের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে, এমতাবস্থায় অভিশপ্ত ইবলিশ তার কল্যাণ কামী সেজে এসে তাকে বলে اَطْفِى الْمِصْبَاحُ فَقَدْ اَشْرَقَ الْاِصْبَاحُ অর্থাৎ শরীয়তের বাতি নিভে গেছে, তরীকতের প্রভাব উজ্জ্বল হয়ে গেছে। ইবলিশের উক্ত প্ররোচনায় মানুষ যদি ধোঁকায় না পড়ে এবং আলোর ফানুস (শরীয়ত) বেড়ে দিন তুল্য হয়ে যায়, তখন ইবলিশ বলে, কি! এখনো বাতি নির্বাপিত করবে না? সূর্য্য সমুজ্জ্বল হয়েছে। আহমক! শরীয়তের বাতি জ্বালিয়ে রাখার আর কি প্রয়োজন রয়েছে?

ع-ابلہے کو روز روشن شمع کافوری نہد

ইবলিশের উক্ত প্ররোচনার প্রত্যুত্তরে আল্লাহর মহিমায় হেদায়ত প্রাপ্ত ব্যক্তি লা হাওলা পড়ে এবং সেই অভিশপ্ত ইবলিশকে শায়েস্তা করার নিমিত্তে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে বলে, হে আল্লাহর শত্রু। তুমি যাকে দিন অথবা সূর্য্য বলছ, ওটি কি? ওটি তো সে শরীয়ত নামীয় ফানুসের আলো মাত্র! আর ফানুস নিভিয়ে ফেললে আলো কোত্থেকে আসবে? উত্তর শুনে সে ধোঁকাবাজ ইবলিশ নিরাশ ও লাঞ্ছিত হয়ে পলায়ন করে। আর এমতাবস্থায় বান্দাহ্

نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ-

এর ফয়েজ ও বরকতে আল্লাহর নূর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর ইবলিশের ধোঁকায় পড়ে বান্দাহ যদি মনে করে যে, দিনতো হয়ে গেছে, অতএব বাতির কি প্রয়োজন? এই বলে ফানুস তথা শরীয়তের বাতি নিভিয়ে দিলে এক সাথেই এমন অন্ধকার নেমে আসবে যে, এক হাত অপর হাতের অবস্থান সম্পর্কেও টের পাবেনা। যেমন পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে -

ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ-

অর্থাৎ অন্ধকারের উপর অন্ধকার রয়েছে। এমন কি যখন হাত বের করে তখন (অন্ধকার জনিত কারণে) স্বীয় হাতও দেখতে পায়না। আর যাকে আল্লাহ নূর দেন নাই, সে ব্যক্তি নূর কোথায় পাবে?- (সুরা নূর)

সুতরাং তরীকত ও হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছে নিজেকে শরীয়তের অমুখাপেক্ষী মনে করলে এবং ইবলিশের প্ররোচনায় পড়ে আল্লাহর কানুন তথা শরীয়তের আলো নিভিয়ে ফেললে এই অবস্থা হবে যে, ওটি নির্বাপিত হওয়ার কারণে বিশ্বব্যাপী গোমরাহীর অন্ধকার ছড়িয়ে পড়বে, যা দিবার ন্যায় সমুজ্জলতার উপর আঘাত হানার সমতুল্য।

আহা! সে ব্যক্তির যদি এ ব্যাপারে অনুভূতি থাকত, তাহলে সে তওবা করত। আলোর ফানুসের (শরীয়তের) মালিক মহান আল্লাহ অনুশোচনাকারীদের উপর দয়াশীল। তাই হয়ত তাদেরকে পুনঃ আলো দান করতেন। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, অভিশপ্ত শত্রু ইবলিশ শরীয়তের বাতি নিভিয়ে দেয়ার সাথে সাথেই গোমরাহীর একটি বাতি জ্বালিয়ে তার হাতে দিয়ে গেছে। ওটিকেই সে ব্যক্তি নূর মনে করছে। বাস্তবে এটি 'নার' (আগুন)। এরা আরো মাতলামী করে বলে যে, শরীয়তের অনুসারীদের নিকট কি আছে? থাকলে একটি চেরাগই আছে। আমাদের নূর সূর্যের আলো পর্যন্ত ম্লান করে দিচ্ছে। ওটি (শরীয়ত) একটি ফোঁটা মাত্র। আর আমাদের এই (ইবলিশ প্রদত্ত গোমরাহীর) আলো সমুদ্রতূল্য। (আ'লা হযরত (রাঃ) এরশাদ করছেন) এই রূপ ধারণা পোষণকারীদের খবর নেই যে, শরীয়তই প্রকৃত আলো। আর সে যে আলোর কথা বলেছে, ওটি চক্রান্ত মাত্র। আর চক্রান্তের এই গোমরাহীর চক্ষু বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই তার নিকট প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হয়ে যাবে।

كه باكه بانتئه عشق درشب ديجور

মোট কথা হল, মুসলমানের জন্য প্রতি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে, প্রতিপলকে এবং প্রতি মুহূর্তেই শরীয়তের প্রয়োজনীয়তা মৃত্যু পর্যন্ত থাকবে এবং তরীকতের রাস্তায় বরঞ্চ আরো সূক্ষ্ম পথে চলন্ত ব্যক্তির জন্য সূক্ষ্মতা অনুপাতে হেদায়তকারীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই আল্লাহর প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসাল্লাম) এরশাদ করেছেন-

اَلْمُتَعَبِّدُ بِغَيْرِ فِقْهٍ كَالْحِمَارِ فِى الطَّاحُوْنِ رواه ابونعيم

অর্থাৎ ফিকাহ ব্যতীত ইবাদতকারী ঐ গাধার ন্যায়, যে চাক্কি টানে। অর্থাৎ কষ্ট সহ্য করে কিন্তু তার কোন উপকার হয়না।

উল্লেখ্য হাদীসটি আবু নাঈম ও ওয়াছেলাহ বিন আছকায়ার সনদে হুলীয়া নামক কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মাওলা আলী (রাঃ) এরশাদ করছেন-

قَصَرَ ظَهْرِىْ اِثْنَانِ جَاهِلٌ مُتَنَسِّكٌ وَعَالِمٌ مُتَهَتِّكٌ

অর্থাৎ দুইজন লোক আমার পিঠ ভেঙ্গে দিয়েছে, একজন জাহেল আবেদ, অন্যজন প্রকাশ্যে কবীরাহ গুনাহকারী আলেম।

হে প্রিয়! শরীয়ত হল অট্টালিকা। ওটির উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা ভিত্তি স্বরূপ। আর আমল হল অট্টালিকার গাঁথুনী স্বরূপ। বাহ্যিক আমল হল ভিত্তির উপর নির্মিত প্রাচীরের সমতূল্য। আর ঐ প্রাচীর যতই উপরে থাকনা কেন, তা হবে তরীকত। আর তরীকতের প্রাচীরে যত উর্ধ্বে যাবে, শরীয়তের ততবেশী মুখাপেক্ষী থাকবে। যেমনিভাবে প্রাচীরের ভিত্তির অংশ বাদ দিলে সম্পূর্ণ প্রাচীরই ধ্বংস হয়ে যায়, তদ্রুপ তরীকতের ভিত্তি শরীয়ত বাদ দিলে তরীকতের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। ঐ ব্যক্তি নিরেট আহাম্মক, যাকে শয়তান এই বলে নজরবন্দী করে রেখেছে যে, তরীকতের উচ্চ চূড়ায় পৌঁছার পর শরীয়তের আর প্রয়োজন হয় না। এরূপ ব্যক্তির শেষ পরিণাম এমন, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন- فَاَنَّهَا رَبُّهٗ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ এইরূপ ভ্রান্ত তরীকত থেকে রাব্বুল আলামিনের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহর ওলী গণ বলেছেন যে, জাহেল সূফী শয়তানের উপহাসের বস্তু। এই ব্যাপারেই হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে-

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ

অর্থাৎ একজন ফকীহ শয়তানের উপর হাজার আবেদ থেকে ভারী (শক্তিশালী)। উল্লেখ্য হাদিসটি ইমাম তিরমিজী ও ইবনে মাজা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। শরীয়তের ইলেম বিহীন সাধকদেরকে শয়তান আঙ্গুল দিয়ে নাচায়। মুখে লাগাম নাকে রশি লাগিয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই নিয়ে যায়।

وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا

অর্থাৎ এ রূপ শয়তানদের চরদের ধারণা যে, তারা ভাল কাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে এরূপ ধারণা অবাস্তব।

(৫) আমর নামক ব্যক্তির তরীকতকে শরীয়ত বিহীন জেনে তরীকতকেই একমাত্র মকছুদ এবং নবীগণ (আঃ) একমাত্র এই তরীকতের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছেন বলে উক্তি করা

মানে শরীয়তকে ধ্বংস করে দেয়া। আর এরূপ উক্তি স্পষ্ট কুফরী, খোদাদ্রোহিতা, ধর্মত্যাগ ও অভিশম্পাতের কারণ। হ্যাঁ, এটি বললে হক হতো যে, মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা। ঐ ব্যক্তির জন্য আফসোস, যে স্বীয় মূর্খতা এবং শরীয়ত দ্রোহিতার কারণে এই কথা স্বীকার করেনা যে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার একমাত্র রাস্তা হল আল্লাহর পিয়ারা রাসুল (দঃ) প্রদত্ত শরীয়ত। আমরা পূর্বে কুরআন মজীদের দ্বারা প্রমাণ করে এসেছি যে, শরীয়ত ভিন্ন আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার যাবতীয় রাস্তা বন্ধ। শরীয়তের বিরোধীতাকে কেউ যদি তরীকত বলে মনে করে, তাহলে এ ধরনের তরীকত কখনও আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনা। বরং তার জন্য আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং সে আল্লাহর দরবার থেকে বহিস্কৃত হবে। তাছাড়া এ ধরনের অবাঞ্চিত চিন্তাধারা নবীগণের (আঃ) উপরও অপবাদের শামিল। কেননা সকল নবী শরীয়তের অনুসারী এবং শরীয়ত নিয়েই এসেছেন। কেউ কোন দিন এমন প্রমাণ দিতে পারবে না যে রাসুলে পাক (দঃ) কাউকে কখনও শরীয়তের খেলাফ অন্য কোন পথে আহবান করেছেন; কখনো না।

(৬) হুজুর পাক (দঃ) সারাজীবনই মানুষকে শরীয়তের দিকে ডেকেছিলেন এবং সেই শরীয়ত নামী রাস্তাই আমাদের জন্য রেখে গেছেন। এমতাবস্থায় যারা শরীয়তের বাহক, খেদমতগার, সাহায্যকারী ও আলেম, তারা কেন রাসুলের (দঃ) উত্তরাধিকারী হবেন না? শরীয়ত যদি শুধু মাত্র ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও হালাল হারামের ইলমের নাম-ই হয়, তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করবো- এই ইলম রাসুল (দঃ) এর পক্ষ থেকে এসেছে না অন্যের পক্ষ থেকে? একজন ইসলামের দাবীদার নিঃসন্দেহে বলবেন যে, এটি হুজুর পাক (দঃ) এর পক্ষ থেকে এসেছে।

অতএব এটির আলেমও প্রিয় নবী (দঃ) এর ওয়ারিশ না হয়ে আবার কারা ওয়ারিশ হবেন। যেহেতু ইলেম তারই 'মিরাছ!' সেহেতু সে মিরাছ প্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁর ওয়ারিশ হবেনা তার কি অর্থ হতে পারে। আর যদি বলে যে, এই ইলেম তো অবশ্যই তাঁর, কিন্তু ইলেমের অপর অংশ যার নাম ইলমে বাতেন সে তা পায়নি, তাই তাকে ওয়ারিশ বলা যাবেনা।

তদুত্তরে বলা হবে যে, হে মূর্খ! ওয়ারিশ হওয়ার জন্য সমস্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া শর্ত নয়, যদি তাই হয়, তাহলে কোন আলেম ও কোন অলিকেই প্রিয় নবী (দঃ) –এর ওয়ারিশ বলা সম্ভব হবেনা। এতে আল্লাহর প্রিয় হাবীব (দঃ) এর বাণী " আলেমগণ নবীগণ (আঃ) এর ওয়ারিশ" নিরর্থক হয়ে পড়বে। কেননা প্রিয় নবী (দঃ) এর সম্পূর্ণ ইলম কেউ তো পেতেই পারেনা। আর যদি ভুল মেনে নিয়ে শরীয়ত ও তরীকতকে পরস্পর আলাদা রাস্তা সাব্যস্ত করা হয় এবং শরীয়তকে ফোটা এবং তরীকতকে সমুদ্র মনে করে, যেমন উল্লেখ্য আমর নামক জাহেল ধারণা করেছে, তখনও শরীয়ত এর আলেমগণ থেকে উত্তরাধিকার ছিনিয়ে নেয়া পাগলামী ব্যতীত আর কিছুই নয়। পূর্ব পুরুষের রেখে যাওয়া সম্পত্তির কিছু অংশের অধিকারীকে কি ওয়ারিশ বলা যাবে না? এবং যে প্রিয় নবী (দঃ) থেকে কিছু পেয়েছে? যেমন কোরআনে উল্লেখ আছে

وَمَا أُتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

অর্থাৎ, 'তোমাদেরকে ইলম থেকে অতি সামান্য দেয়া হয়েছে'। আল্লাহ না করুক যদি শরীয়ত ও তরীকতকে পরস্পর আলাদা মেনে নেয়া হয়, তখন মূলতঃ হাদীস ঐ সমস্ত শয়তানের অনুসারীদের বিরুদ্ধেই যাবে এবং শরীয়তের আলেমগণই নবীর (দঃ) ওয়ারিশ হিসেবে সাব্যস্ত হবেন। আর বাতেনী আলেমগণ উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন।

আমাদের কথা হলো– নবীগণ (আঃ) নবুয়ত ও বিলায়ত উভয় পদমর্যাদার অধিকারী। তাঁদের নবুয়তের ইলমকেই শরীয়ত বলা হয়, যার প্রতি তাঁরা মানুষকে দাওয়াত দেন। আর বেলায়তের ইলম হলো যেটাকে উক্ত জাহেল তরীকত বলে ব্যাখ্যা দিয়েছে। উক্ত ইলম কিছু বিশেষ লোককে গোপনীয় ভাবে শিক্ষা দেয়া হয়। এই ইলমের ওয়ারিশকে বেলায়তের ওয়ারিশ বলা হয়। এরা ওলীদের ওয়ারিশ -নবীগণের ওয়ারিশ নয়। নবীগণের ওয়ারিশ হলেন ঐ সমস্ত ইলমে জাহেরের আলেম, যারা নুবয়তের ইলম পেয়েছেন। মোদ্দাকথা শরীয়ত এবং তরীকত কখনও দুই রাস্তা নয়। আর আলেম ভিন্ন অন্য কেউ অলী হতে পারেনা।

আল্লামা মুনাদী (রাঃ) 'শরহে জামেউছ ছগির'এ এবং আরেফ বিল্লাহ ছাইয়েদী আবদুল গণী নাবলেছী 'হাদীকায়ে নাদীয়া' এর মধ্যে ইমাম মালেক (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন -

عِلْمُ الْبَاطِنِ لَايَعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَ عِلْمَ الظَّاهِرِ–

অর্থাৎ 'ইলমে বাতেনের জ্ঞান একমাত্র তার নিকটই আছে, যার নিকট ইলমে জাহেরের জ্ঞান আছে।' ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) বলেছেন- مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلِيًّا جَاهِلًا قَطُّ–

অর্থাৎ 'আল্লাহ পাক কখনও কোন জাহেলকে ওলী হিসেবে গ্রহণ করেননি।' বরং আল্লাহ যাকেই ওলী বানাবার ইচ্ছা পোষন করেন, তাকে বেলায়ত দানের পূর্বেই ইলমে শরীয়ত দিয়েছেন। অতঃপর ওলী বানিয়েছেন। যার নিকট ইলমে জাহের তথা শরীয়তের ইলম নেই সে তার ফল (তরীকত) কিভাবে পেতে পারে? মহান আল্লাহর ব্যাপারে বান্দাহদের জ ন্য পাঁচটি ইলম রয়েছে। ইলমুজ্জাত, ইলমুছছিফাত, ইলমুল আছমা, ইলমুল আফআল ও ইলমুল আহকাম। উল্লেখ্য পাঁচ প্রকারের ইলমের প্রথমটি-দ্বিতীয়টির তুলনায় অনেক কঠিনতর। এই অনুপাতে পঞ্চমটি অর্থাৎ ইলমুল আহকাম (শরীয়ত সংক্রান্ত জ্ঞান) তুলনামূলক সহজতর। আর যারা সহজটির উপর আমল করতে অক্ষম হবে, তারা 'ইলমুজ্জাত' নামী কঠিন ইলম কি করে পেতে পারে? সে মূর্খ শরীয়তের আলেমদেরকে সাধারণ ভাবেই ওয়ারিশ বলছে, এমন কি ওদের মধ্যকার আমল শুন্য ব্যক্তিকেও সে নবীর (দঃ) ওয়ারিশ বলে আখ্যায়িত করছে। মূর্খ, গোমরাহরা সঠিক আকিদার উপর অটল ব্যক্তিকে এবং হেদায়তের প্রতি আহবানকারীকে নবীদের উত্তরাধিকার থেকে 'মাহরূম' করে দিয়েছে। আর বে-আমল ব্যক্তিকে ওয়ারিশের অন্তর্ভূক্ত করছে। অথচ প্রকৃত পক্ষে কোরআন মজীদ বে আমল লোকদেরকে পথভ্রষ্ট বলে ঘোষনা দিয়েছে। মূলতঃ এ ধরনের

পথভ্রষ্ট এবং ভ্রষ্টতার প্রতি আহবানকারী ব্যক্তি ইবলিশেরই প্রতিনিধি। সে কখনও নবী প্রতিনিধি হতে পারেনা। মহান আল্লাহ শরীয়তের সমস্ত আলেমকে কোথায় ওয়ারশে নবীর বলে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাঁদের বে আমল ব্যক্তিকেও ওয়ারিছ বলতে হবে? হ্যাঁ, এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন-

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ذَالِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ

অর্থাৎ- অতঃপর আমি আমার নির্বাচিত বান্দাহদেরকে কিতাবের ওয়ারিশ বানিয়েছি তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক নিজের আত্মার উপর জুলুমকারী , কিছু সংখ্যক মধ্যম ধরনের আর কিছু সংখ্যক ভাল কাজে অপেক্ষাকৃত অগ্রগামী, এটিই আল্লাহর মহান দান। উক্ত আয়াতে যারা বে-আমল, যারা পাপকার্য দ্বারা স্বীয় আত্মার উপর জুলুম কারী তাদেরকেও কিতাবের ওয়ারীশ বলে ঘোষনা দেয়া হয়েছে। শুধু ওয়ারিশ বলেই ক্ষান্ত হননি বরঞ্চ তাদেরকে নির্বাচিত বান্দা বলেও ঘোষনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আয়াতের ব্যাখ্যায় পবিত্র হাদীসে আল্লাহর প্রিয় হাবীব (দঃ) এরশাদ করেছেন-

سَابِقُنَا سَابِقٌ وَمُقْتَصِدُنَا
نَاجٍ وَظَالِمُنَا مَغْفُوْرٌ لَهٗ

অর্থাৎ আমাদের মধ্য থেকে যারা অগ্রগামী তাঁরা অগ্রগামী হয়েছেন, আর মধ্যম ধরনের লোকগণ মুক্তিপ্রাপ্ত আর যারা জালেম তারা ক্ষমার যোগ্য।' উল্লেখ্য হাদীসটি উকাইলী, ইবনু'লালী, ইবনু মারদুওয়াইয়া, বায়হাকী, বাগাবী, হযরত আমীরুল মু'মেনীন ওমর ফারুক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে বায়হাকী ও ইবনে মারদু ইয়া হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে নাজ্জার হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। শরীয়তের আলেম যদি শরীয়তের আমলকারী হয় তাহলে সে হবে চাঁদের ন্যায় শীতল আলো দানকারী বা মোমের ন্যায় নিজেকে জ্বালিয়ে তোমাদেরকে ফায়দা প্রদানকারী। এই ব্যাপারে আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এরশাদ করেছেন-

مَثَلُ الَّذِيْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسِيْ نَفْسَهٗ مَثَلُ الْفَتِيْلَةِ تُضِيْ النَّاسَ وَتَحْرِقُ نَفْسَهَا

অর্থাৎ সেই লোকের উদাহরণ হল হারিকেনের ফিতার ন্যায় যে মানুষদের আলো দেয় আর নিজেকে জ্বালিয়ে ফেলে এই হাদিস খানা হযরত বাজার হযরত আবুহুরাইরা থেকে আর তিবরানী হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ আল-আযয়ী ও আব বুরজা আল- আসলামী (রঃ) থেকে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন হাদিসে পাকে রসুলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন-

اِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ الْقُرْاٰنَ وَاجْتَشٰى مِنْ اَحَادِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَكَانَتْ هُنَاكَ غَرِيْرَةٌ كَانَ خَلِيْفَةٌ مِنْ خُلَفَاءِ الْاَنْبِيَاءِ

অর্থাৎ "মানুষ যখন কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করে এবং মন ভরে আল্লাহর রাসুলের (দঃ) হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করে এবং এটির সাথে স্বীয় স্বভাবকে একাকার করে নেয়, সে নবীদের ওয়ারীশ গণের একজন।"

দেখুন!। হাদীসে ওয়ারিশ তো ওয়ারিশই; নবীদের (আঃ) খলীফা হওয়ার জন্য শর্ত নির্দিষ্ট করা হয়েছে কুরআনের জ্ঞান ও হাদীসের জ্ঞান রাখা এবং তা বুঝা।

খলীফা ও ওয়ারীশের মধ্যকার ব্যবধান স্পষ্ট। মানুষের সকল সন্তান-সন্ততি তার ওয়ারিশ কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে তার খলিফা হওয়ার যোগ্যতা থাকেনা।

(৭) "আমর" নামক ব্যক্তির উক্তি শরীয়তের আলেমদেরকে 'আলেম রাব্বানী ' ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত করা যাবেনা। এই উক্তির প্রতিবাদে ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত (রঃ) এরশাদ করেছেন কুরআনের ভাষায় যখন কিতাবের সকল ওয়ারিশকে আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা বলে ঘোষনা দেয়া হয়েছে, তখন সে নিঃসন্দেহে আল্লাহওয়ালা হবে। আর আল্লাহ ওয়ালাকে নিঃসন্দেহে আলেমে রাব্বানী বলা যাবে। যেমন আল্লাহর এরশাদ করেছেন-

وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ

অর্থাৎ বরং তোমরা রব ওয়ালা হয়ে যাও, এই কারণে যে, তোমরা কিতাব শিক্ষা দিচ্ছ এবং নিজেরা পড়ছ। এই ব্যাপারে মহান আল্লাহ আরো এরশাদ করেছেন-

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ

অর্থাৎ আমি নিঃসন্দেহে তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে হেদায়েত ও নূর রয়েছে, ওটা দ্বারা আমার নবীগণ, রবওয়ালাগণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহুদিদের উপর ফয়সালা করে থাকেন। এমন কি তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের হেফাজত কারী সাব্যস্থ করা হয়েছে এবং তারা সে ব্যাপারে জ্ঞাত ছিল।'

উল্লেখ্য আয়াত সমূহে মহান আল্লাহ রব্বানী হওয়ার বৈশিষ্ট এবং রব্বানীদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। এভাবে তারা কিতাব পড়বে এবং পড়াবে ওটির হুকুম সমূহের ব্যাপারে জ্ঞাত থাকবে, তার হেফাজত করবে এবং কিতাব অনুযায়ী হুকুম প্রদান করবে। একথা পরিস্কার যে এ সব গুণাবলী- শরীয়তের আলেমদের মধ্যে বিদ্যমান আছে বিধায় তারা নিঃসন্দেহে রবওয়ালা হবেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ও (রাঃ) এরশাদ করেছেন-رَبّٰنِيّٖنَ عُلَمَاءُ مُعَلِّمِيْنَ "রব্বানী হলেন ফিকাহর উস্তাদগণ" রব্বানী বলা হয় ফকীহ আলেমকে।" হাদিসটি ইবনে জারীর ও ইবনে আবু হাতেম হযরত ছায়েদ বিন জুবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

তাছাড়া ও হযরত ইবনে আব্বাস ও (রাঃ) তাঁর ছাত্র হযরত মুজাহিদ, এবং হযরত ছাইদ

বিন যুবাইর বলেছেন رَبَّانِيِّيْنَ الَّذِيْنَ عُلَمَاءُ فُقَهَاءُ "রব্বানী বলা হয় ফকীহ আলেমকে।" হাদিসটি ইবনে জারীর ও ইবনে আবুহাতেম হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে এবং হযরত মুজাহিদ থেকে ইবনে জরীর এবং ইবনে জরীর থেকে ইমাম দারামী স্বীয় 'ছুনান' নামক গ্রন্থে বর্ননা করেছেন।

(৮) আমর নামক ব্যক্তির শরীয়তের আলেমদেরকে শয়তান বলার প্রতিবাদে ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত (রঃ) এরশাদ করেছেন যে, মহান আল্লাহ যখন শরীয়তের আলেম গণকে স্বীয় নির্বাচিত বান্দা বলেছেন এবং নবীগণের প্রতিনিধি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, এমতাবস্থায় তাদেরকে শয়তান বলা একমাত্র ইবলিশ এবং তার দোসরদের মধ্য থেকে কোননা কোন নাপাক মুনাফেকের কাজ হবে। (আ'লা হযরত বলেছেন) তার ব্যাপারে উক্ত উক্তি আমি করছিনা, স্বয়ং রসুল (দঃ) নিজেই এরশাদ করেছেন,

ثَلَاثَةٌ لَايَسْتَخِفُّ بِحَقِّهِمْ اِلَّامُنَافِقٌ بَيِّنُ النِّفَاقِ ذُوالشَّيْبَةِ فِي الْاِسْلَامِ وَذُوالْعِلْمِ وَاِمَامٌ مُقْسِطٌ

অর্থাৎ- "তিন ধরনের লোককে একমাত্র ঐ মুনাফেকই হালকা মনে করবে, যার বিশ্বাস ঘাতকতা প্রকাশ্য।

প্রথম ঃ- ঐ বৃদ্ধ, যে তার জীবন ইসলামের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয় ঃ- ঐ ব্যক্তি যিনি দ্বীনের আলেম।

তৃতীয় ঃ-ন্যায় পরায়ণ মুসলিম শাসক।"

উল্লেখ্য হাদিসটি আবু শায়খ হযরত জাবের (রাঃ) থেকে "আত্বাওবীখ" নামক গ্রন্থে, এবং তিবরানী হযরত আবু উমামাহ থেকে 'আল-কবীর' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যাকে ইমামে তিরমিযি অন্য জায়গায় 'হাছান' বলে চিহ্নিত করেছেন।

রাছুল (দঃ) আরো বলেছেন -

لَايَنْبَغِيْ عَلَى النَّاسِ اِلَّاوَلَدٌ بَغِيٌّ وَاِلَّا مَنْ فِيْهِ عَرْقٌ

"জারজ সন্তান বা যার মধ্যে তার কোন রগ আছে সে ব্যক্তি ব্যতিত আর কেউই মানুষের উপর জুলুম করবে না।" হাদিসটি ইমাম তাবরানী কবীর নামক গ্রন্থে হযরত আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।সুতরাং যখন সাধারণ মানুষের উপর সীমালংঘন করার ব্যাপারে এই হুকুম, তা হলে শরীয়তের আলেমগণের মর্যাদা ও শান অনেক উর্ধে। (তাদের ব্যাপারে কি করে এই কটাক্ষ করা যাবে।)

হাদিসে উল্লেখ্য 'আননাস্ বা মানুষ শব্দটি দ্বারা সঠিক অর্থে একমাত্র আলেম গণকেই বুঝানো হয়েছে।

ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম মুহাম্মদ গাজ্জালী (রঃ) এহ ইয়াউল উলুম নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে-

سُئِلَ اِبْنُ الْمُبَارَكُ فَقَالَ الْعُلَمَاءُ

আমাদের ইমাম আজম (রঃ) এর ছাত্র ইবনুল মোবারক (রঃ)কে আননাস সম্পর্কে প্রশ্ন

করা হলে তিনি উত্তর দেন যে, 'এর দ্বারা আলেমদেরকেই বুঝানো হয়েছে।' আরএই আবদুল্লাহ বিন মোবারক হলেন হাদিস, ফিকাহ, মারেফাত ও বেলায়তের একজন সুযোগ্য ইমাম।

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেছেন যে, যার মধ্যে ইলমে নেই তাকে হযরত ইবনুল মোবারক মানুষের মধ্যে গণ্য করেন নাই। কেননা মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে একমাত্র ব্যবধান হল ইলমে দ্বীন। এই ইলমের কারণেই মানুষকে মানুষ বলা হয় এবং যার কারণে সে মর্যাদায় অভিষিক্ত। নতুবা তার মর্যাদা শারিরীক শক্তির কারণে নয়। কেননা উট তো তার থেকেও শক্তিশালী। আর দৈহিক গড়নের কারণে ও নয়, যদি তা হত তাহলে একমাত্র হাতি মর্যাদার অধিকারী হত। আর বীরত্বের কারণেও নয় , যদি তা হত তাহলে সিংহ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হত। আর খাদ্যের কারণে ও নয়। যদি তা'হত তাহলে গরুর পেট বড় হিসেবে গরুই একমাত্র মর্যাদার অধিকারী হত। আর যদি রতি কাজের দ্বারা মর্যাদা হত তাহলে একমাত্র চড়ুই পাখী মর্যাদার অধিকারী হত। কেননা চড়ুই পাখি মানুষ থেকেও বেশী রতি কাজের ক্ষমতা রাখে। সুতরাং বুঝা গেল যে মর্যাদা একমাত্র ইলমের দ্বারাই হয়ে থাকে আর ইলমের জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এর দ্বারাই তার মর্যাদা নিরূপিত।

(৯) পূর্বে উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, শরীয়তের আলেমগণ কখনো তরীকতের প্রতিবন্ধক নন। বরঞ্চ শরীয়ত দ্বারা তরীকতের রাস্তা উন্মুক্ত হয় এবং তরীকতের হেফাজত হয়। ঐ তরীকত, যাকে শয়তানের পূজারীরা তরীকত বলে নাম দিয়েছে এবং তাকে শরীয়তে মুহাম্মদী থেকে ছিন্ন করে রেখেছে, আলেমগণ নিঃসন্দেহে এইরূপ শয়তানী তরীকতের প্রতিবন্ধক।

শুধু আলেমগণ নন, বরং মহান আল্লাহও ঐ রাস্তাকে বন্ধ এবং ওটিকে অভিশপ্ত ও প্রত্যাখ্যান করেছেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, শরীয়তের আলেমদের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রতি মুহূর্তে বিদ্যমান এবং তরীক্বতে পদক্ষেপ গ্রহণকারীর জন্য আলেমের প্রয়োজনীয়তা আরো অধিক। নতুবা হাদীসের ভাষায় শরীয়ত বিহীন তরীকতের দাবীদারকে চাক্কী টানার গাধা বলা হয়েছে। আর আলেমগণ তোমাদেরকে গাধা হওয়া থেকে রক্ষাই করছেন। এতে কি দোষ?

(১০) 'আমর' নামক ব্যক্তির শয়তানী কার্যকলাপ-শরীয়তকে হেয় প্রতিপন্ন করা। শরীয়তের হক্কানী-রব্বানী আলেমগণকে মন্দ বলা ও গালি দেয়া মিথ্যাচার ও অপবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা এখানে আউলিয়ায়ে কেরামের উচ্চাঙ্গীন মন্তব্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করব, যা দ্বারা পবিত্র শরীয়তের মাহাত্ম্য স্পষ্ট হবে এবং তরীকত যে শরীয়ত থেকে ভিন্ন নয় বরং শরীয়তের মুখাপেক্ষী, এ সত্য বুঝা যাবে। একমাত্র শরীয়তই তরীকতের আসল ভিত্তি ও মাপকাঠি হিসাবে সাব্যস্ত হবে। মোদ্দা কথা আমার উক্ত বর্ণনা দ্বারা শরীয়তের মৌলিকত্ব পুরোপুরি সাব্যস্ত হয়েছে এবং আমর নামক ব্যক্তির অভিমত ও দাবী (তরীকতের মৌলিকত্ব) সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়েছে। কেননা শরীয়তের প্রাধান্যের ব্যাপারে হক্কানী ওলীগণের যে সব উক্তি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, তন্মধ্যে প্রথমেই হযরত

গাউসুল আজম (রঃ) এর মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য।

একঃ তিনি বলেন,

لَاتَرٰي بِغَيْرِ رَبِّكَ وُجُوْدًا مَعَ لُزُوْمِ الْحُدُوْدِ وَحِفْظِ الْاَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي فَاِنَّ الْحَرَامَ فِيْكَ شَئٌ مِنَ الْحُدُوْدِ فَاعْلَمْ اِنَّكَ مُفْتُوْنٌ قَدْ لَعِبَ بِكَ الشَّيْطَانُ فَارْجِعْ اِلَي حُكْمِ الشَّرْعِ وَالْزِمْهُ وَدَعْ عَنْكَ الْهَوٰي لِاَنَّ كُلَّ حَقِيْقَةٍ لَاتَشْهَدُ لَهَا الشَّرِيْعَةُ فَهِيَ بَاطِلَةٌ

খোদা ভিন্ন অন্যকে মওজুদ না দেখা উচিত। তাঁর বন্ধু হতে হলে তাঁর নির্ধারিত শরীয়তের বন্ধন সমূহ হতে কখনো ছিন্ন হবেনা এবং তার আদেশ নিষেধ পালন করে তা রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আর যদি শরীয়তের বিধি বিধান অনুসরণে ত্রুটি থাকে, তখন বুঝতে হবে যে, তুমি ফিত্‌নার মধ্যে পতিত হয়েছ। নিঃসন্দেহে শয়তান তোমার সাথে খেলছে। তখন বিলম্ব না করে শরীয়তের দিকে ফিরে আসবে এবং তাকে জড়িয়ে ধরবে এবং স্বীয় নফসের স্বাধীনতা ও দাবী পরিত্যাগ করবে। কেননা যে হাকীকতকে শরীয়ত সমর্থন করেনা, তা বাতিল বলেই গণ্য।

(গাউসুল আজম (রঃ) এর উল্লেখিত উক্তিটি ইমাম আরেফবিল্লাহ আবদুল ওহাব শায়বানী (রহ.) তবকাতুল আউলিয়া প্রথম খন্ডঃ ১৩১ পৃষ্ঠায় (মিশরী মুদ্রণ) উল্লেখ করেছেন)।

ভাগ্যবানদের জন্য হযরত গাউসুল আজম (রঃ) এর এরূপ একটি বক্তব্যই যথেষ্ঠ। এতে তিনি সব কিছুরই উল্লেখ করেছেন।

দুইঃগাউসুল আজম (রঃ) এর দ্বিতীয় উক্তি তিনি বলেছেন,

اِذَا وَجَدْتَ فِيْ قَلْبِكَ بُغْضَ شَخْصٍ اَوْحُبَّهُ فَاعْرِضْ اَفْعَالَهُ عَلَي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانَتْ مَحْبُوْبَةً فِيْهِمَا فَاَحِبَّهُ وَاِنْ كَانَتْ مَكْرُوْهَةً فَاكْرِهْ لِئَلَّا تُحِبَّهُ بِهَوَاكَ وَتَبْغَضَهُ بِهَوَاكَ

"তুমি যদি তোমার অন্তরে কারো ভালবাসা বা বিদ্বেষ অনুভব কর, তাহলে তার কার্যাবলী ও আমলকে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুলের (দঃ) সামনে পেশ কর। যদি তার মধ্যে শরীয়তের পছন্দ মোতাবেক যোগ্যতা থাকে, তাহলে তার সাথে ভালবাসা স্থাপন কর। আর যদি সে কোরআন ও হাদীসের অপছন্দ হয়। তাহলে তুমিও তাকে অপছন্দ কর। স্বীয় প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কাউকে ভালবেসনা। এমনিভাবে কারো সাথে শত্রুতাও রেখোনা।

মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেনঃ وَلَاتَتَّبِعِ الْهَوٰي فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

নিজের ইচ্ছার পূজারী হয়োনা, অন্যথায় তোমাকে আল্লাহর রাস্তা থেকে গোমরাহ করে দেবে। (তবকাতে কোবরা, ১৩০ পৃষ্ঠা)

তিনঃ শরীয়তের প্রাধান্যের ব্যাপারে হযরত গাউসুল আজম (রঃ) এরশাদ করেন,

اَلْوَلَايَةُ ظِلُّ النَّبُوَّةِ وَالنَّبُوَّةُ ظِلُّ الْاُلُوْهِيَّةِ وَكَرَامَةُ الْوَلِيِّ

اِسْتِقَامَةُ فِعْلِهٖ عَلٰى قَانُوْنِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

বেলায়ত হলো নবুয়তের ছায়া। আর নবুয়ত হলো উলুহিয়্যতের ছায়া। আর ওলীর কারামত হলো- তাঁর কার্যাদি নবীর (দঃ) কানুনের উপর ঠিক থাকা। (বাহাজাতুল আসরারঃ ৩৯ পৃষ্ঠা (মিশরী ছাপা)

চারঃ হযরত গাউছুল আজমের চতুর্থ উক্তি তিনি বলেন,

اَلشَّرْعُ حُكْمٌ بِحَقٍّ سَيْفٌ سُطْوَةٍ قَهَرَهُ مَنْ خَالَفَهُ وَنَاوَاوَ اِعْتَصَمَتْ بِجَبْلِ حِمَايَةٍ وَثِيْقَاتُ عُرَى الْاِسْلَامِ وَعَلَيْهِ مَدَارُ اَمْرِ الدَّارَيْنِ وَبِاَسْبَابِهٖ اُنِيْطَتْ مَنَازِلُ الْكَوْنَيْنِ

শরীয়ত এমন একটি হুকুম, যার প্রবল শক্তিসম্পন্ন হামলার তলোয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং এর ইসলামের মজবুত রজ্জুসমূহ শরীয়তের সাহায্যের ডোরা আঁকড়ে রয়েছে। উভয় জগতের কার্যাবলীর নির্ভরযোগ্য স্থান হচ্ছে একমাত্র শরীয়ত এবং এর ডোরার সাথে উভয় জগতের মনযিল সমূহ সম্পৃক্ত রয়েছে। (পূর্বোক্তঃ পৃঃ ৪০)

পাঁচঃ শরীয়তের স্পষ্ট প্রাধান্য সম্পর্কে তাঁর পঞ্চম উক্তি। তিনি বলেন,

اَلشَّرِيْعَةُ الْمُطَهَّرَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ ثَمَرَةُ شَرِيْعَتِ شَجَرَةِ الْمِلَّةِ الْاِسْلَامِيَّةِ شَمْسٌ اَضَاءَتْ بِنُوْرِهَا ظُلْمَةُ الْكَوْنِ اِتِّبَاعُ شَرْعِهٖ يُعْطِيْ سَعَادَةَ الدَّارَيْنِ اِحْذَرْ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ دَائِرَتِهٖ اِيَّاكَ اَنْ تُفَارِقَ اِجْمَاعَ اَهْلِهٖ

শরীয়তে মুহাম্মদী দ্বীন ইসলাম নামক বৃক্ষের ফল। শরীয়ত এমন একটি সূর্য, যা দ্বারা সারা বিশ্বের অন্ধকার আলোতে পরিণত হয়েছে। শরীয়তের অনুকরণ উভয় জগতের সফলতা দান করে। অতএব খবরদার। শরয়ী গন্ডির বাইরে যেয়োনা। খবরদার। শরীয়ত অনুসারীদের দল থেকে পৃথক হবে না। (পূর্বোক্ত-পৃঃ৪৯)

ছয়ঃ গাউসুল আজম বলেছেন,

اَقْرَبُ الطُّرُقِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى لُزُوْمُ قَانُوْنِ الْعُبُوْدِيَّةِ وَالْاِسْتِمْسَاكُ بِعُرْوَةِ الشَّرِيْعَةِ

আল্লাহর নৈকট্য লাভের রাস্তা সমূহ থেকে সবচেয়ে নিকটতম রাস্তা হলো এবাদতের নিয়ম কানুন ও শরীয়তের রজ্জুকে আঁকড়ে ধরা। (পূর্বোক্ত পৃঃ-৫০)

সাতঃ তাঁর সপ্তম উক্তি-তিনি বলেন,

تَفَقَّهْ ثُمَّ اعْتَزِلْ مَنْ عَبَّدَ اللّٰهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَايُفْسِدُهٗ اَكْثَرُ مِمَّايُصْلِحُهٗ خُذْ مَعَكَ مِصْبَاحَ شَرْعِ رَبِّكَ

ইলমে ফিকাহ অর্জন কর। অতঃপর এলেম বিহীন এবাদতকারী থেকে আলাদা থাক।

সে যতটুকু সংশোধন করবে, তার চাইতে অধিক নষ্ট করবে। স্বীয় রবের শরীয়তের মশালকে আঁকড়ে ধর। (পূর্বোক্ত পৃঃ ৫৩)

আটঃ শরীয়তের প্রাধান্যের ব্যাপারে হযরত জুনাইদ বোগদাদী (রঃ) এর উক্তি তিনি বলেছেন, আমার পীর হযরত ছিররিউস সক্তি (রঃ) আমাকে এ বলে দোয়া করেছেন যে,

جَعَلَكَ اللّٰهُ صَاحِبَ حَدِيْثٍ صُوْفِيًّا وَلَاجَعَلَكَ صُوْفِيًّا صَاحِبَ حَدِيْثٍ اللّٰهِ

আল্লাহ তোমাকে হাদীসের জ্ঞান দিয়ে সুফী করুন। আর হাদীসের জ্ঞান দানের পূর্বে তোমাকে সুফী না করুন। (এহ্ ইয়াউল উলুম ১ম খন্ডঃ পৃঃ ১৩)

নয়ঃ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (রঃ) উল্লেখিত দোয়ার ব্যাখ্যায় বলেছেন

اَشَارَهُ اِلٰي اَنَّ مَنْ حَصَلَ الْحَدِيْثَ وَالْعِلْمَ ثُمَّ تَصَوَّفَ اَفْلَحَ وَمَنْ تَصَوَّفَ قَبْلَ الْعِلْمِ خَاطَرَ بِنَفْسِهٖ

হযরত ছিররিউস্ সক্তি (রঃ) এরই প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি প্রথম হাদীস ও এলেম শিক্ষা গ্রহণ করে সুফীতাত্ত্বিক জগতে পদার্পন করেছে, সে সফলতা লাভ করেছে। আর যে ব্যক্তি এলেম অর্জনের পূর্বে তাসাউফের চর্চা করে, সে ধ্বংসে নিপতিত হয়েছে (পূর্বোক্ত-পৃঃ ১৩) দশঃ হযরত জুনাইদ *বোগদাদীকে* (রাঃ)কে প্রশ্ন করা হল, কিছু লোক ধারণা করে যে,

اِنَّ التَّكَالِيْفَ كَانَتْ وَسِيْلَةً اِلَي الْوُصُوْلِ فَقَدْ وَسِيْلَةً اِلَي الْوُصُوْلِ فَقَدْ وَصَلْنَا –

শরীয়তের বিধান সমূহ হল আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম। আর তারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সুতরাং তাদের জন্য শরীয়তের কি প্রয়োজন? তদুত্তরে তিনি (জুনাইদ (রঃ)) বলেছেন,

صَدَقُوْافِي الْوُصُوْلَ وَلٰكِنْ اِلٰي سَقَرَ وَالَّذِيْ يَسْرِقُ وَيَزْنِيْ خَيْرٌ مِّمَّنْ يَعْتَقِدُ ذٰلِكَ وَلَوْ اَنِّيْ بَقِيْتُ اَلْفَ عَامٍ مَانَقَصْتُ مِنْ اَوْرَادِيْ شَيْئًا اِلَّابِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ

সে সত্যই বলেছে। কিন্তু, সে শরীয়ত শুন্য ব্যক্তি) আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে নাই; বরং জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই রূপ আকীদায় বিশ্বাসী থেকে চোর ও ব্যভিচারী উত্তম। যদি হাজার বৎসরও বেঁচে থাকি, তথাপি ফরজ ওয়াজিবতো দুরের কথা ওজর ব্যতিত নির্দিষ্ট নফল ও মোস্তাহাবের আদায়ের ব্যাপারে সামান্য পরিমাণ ত্রুটি করবনা। (কিতাবুল ইয়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহের ফী আকায়েদেল আবরার প্রথম খন্ড পৃঃ ১৩৯, গ্রন্থকার ইমাম শারানী।)

এগারঃ হযরত ছাইয়েদী আবুল কাশেম কোশাইরী (রঃ) আপন রচিত রেছালায়ে কোশাইরিয়াতে হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

مَنْ لَمْ يَحْفَظ اَلْقُرْاٰنَ وَلَمْ يَكْتُبْ الْحَدِيْثَ لَا يُقْتَدٰى بِهٖ فِي هٰذَا الْاَمْرِ لِاَنَّ عِلْمَنَا هٰذَا مُقَيَّدٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

যে কোরান মুখস্থ করে নাই এবং হাদিস লিখে নাই। অর্থাৎ শরীয়তের ব্যাপারে অবগত নয়, এমতাবস্থায় তরীকতের ব্যাপারে তাঁকে অনুকরণ করা যাবে না এবং তাঁকে পীর হিসাবে গ্রহণকরা যাবে না। কেননা আমাদের এই তরীকতের ইলম কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুলের সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত। (রেছালায়ে কোশাইরীয়া, মিশরী ছাপা পৃঃ ২৪)

তিনি আরো বলেছেন,

اَلطُّرُقُ كُلُّهَا مَسْدُوْدَةٌ عَلَي الْخَلْقِ الاَمَنْ اِقْتَفٰي اَثْرَ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

সৃষ্টির জন্য সকল রাস্তা বন্ধ, কিন্তু ঐ ব্যক্তির জন্য নয়, যে আল্লাহর প্রিয় রাসুলের (দঃ) পদাঙ্ক অনুসরণ করে। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৪)

خلاف پیمبر کسے رہ گزید + کہ ہرگز بمنزل نخوا ھد رسید

অর্থাৎ নবীর (দঃ) বিরোধিকারী কখনও উদ্দেশ্যস্থলে পৌঁছতে পারবেনা।

বারঃ শরীয়তের প্রাধান্যের ব্যাপারে হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রাঃ) ওমর বোস্তামী (রঃ) এর পিতাকে বললেন, চল ঐ ব্যক্তির নিকট যাই, যে নিজেকে ওলী বলে প্রকাশ করেছে এবং পরহেজগার বলে মানুষের নিকট আকর্ষনীয় ব্যক্তিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁরা তার নিকট গিয়ে দেখলেন যে, সে ঘটনাচক্রে কেবলার দিকে থু থু ফেলেছে। তা দেখে হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রঃ) তাকে সালাম না করেই ফিরে এলেন এবং বললেন,

هٰذَا رَجُلٌ غَيْرُ مَا مُوْنٍ عَلَي اَدَبٍ مِنْ اٰدَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ يَكُوْنُ مَامُوْنًا عَلَي مَا يَدَّعِيْهِ

এই ব্যক্তি রাসুলের (দঃ) আদব সমূহ হতে একটি আদব রক্ষার ব্যাপারে বিশ্বস্ত হতে পারল না, সে কি করে তার দাবীকৃত ওলি হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বস্ত হতে পারে? (পূর্বোক্ত পৃঃ-১৭)

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন,

هٰذَا رَجُلٌ غَيْرُ مَامُوْنٍ عَلَي اَدَبٍ مِنْ اٰدَابِ الشَّرِيْعَةِ فَكَيْفَ اَمِيْنًا عَلَي اَسْرَارِ الْحَقِّ

এই ব্যক্তি শরীয়তের একটি আদবের রক্ষার ব্যাপারে যখন বিশ্বস্ত হতে পারলনা, সে কি করে আল্লাহর রহস্যাদির আমীন হতে পারে। (ঐ পৃঃ-৫৩)

তেরঃ হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) আরো বলেছেন,

لَوْ نَظَرْتُمْ اِلَي رَجُلٍ اُعْطِيَ مِنَ الْكَرَامَاتِ حَتّٰي يَرْتَقِيْ (وفي نسخة يَتَرَبَّع) فِي الْهَوَاءِ فَلَاتَغْتَرُّوْا بِهٖ حَتّٰي تَنْظُرُوْا كَيْفَ تَجِدُوْنَهٗ عِنْدَ الْاَمْرِ وَالنَّهْيِ وَحِفْظُ الْحُدُوْدِ وَاٰدَابِ الشَّرِيْعَةِ

"কোন ব্যক্তিকে হাওয়ায় উড়তে বা চার জানু হয়ে হাওয়ায় বসার কারামত দেখে প্ররোচনার শিকার হবে না, যতক্ষণ না ফরজ, ওয়াজিব মকরূহ, হারাম এবং শরীয়তের সীমারেখা ও আদব রক্ষার ব্যাপারে তার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত না হও।" ঐ, পৃ-১৮)

চৌদ্দঃ শরীয়তের প্রাধান্যের ব্যাপারে হযরত জুন্নুনে মিসরী ও ছিররিউচ্ছকতির (রাঃ) ছাত্র এবং হযরত জুনাদ বাগদাদী (রাঃ) সমসাময়িক পীর হযরত আবু ছাইদ খাররাজ (রঃ) বলেছেন,

كُلُّ بَاطِنٍ يُخَالِفُهُ ظَاهِرٌ فَهُوَ بَاطِلٌ

জাহের যদি বাতেনের বিপরীত হয়, তখন সেই বাতেনকে বাতেন না বলে বাতেল বলতে হবে। (পূর্বোক্ত পৃঃ-২৮)

আবু ছাঈদ খাররাজের (রঃ) উল্লেখ্য উক্তির ব্যাখ্যায় হযরত ছাইয়েদ আবদুল গণী নাবলুসী (রঃ) বলেছেন,

لِاَنَّهُ وَسْوَسَةٌ شَيْطَانِيَّةٌ وَزُخْرُفَةٌ نَفْسَانِيَّةٌ حَيْثُ خَالَفَ الظَّاهِرَ

(এই কারণে যে, সে যখন শরীয়তের বিরোধীতা করল তখন (তার দাবীদৃত বাকূল) শয়তানী প্ররোচনা ও নফসের বানোয়াট ছাড়া আর কিছু নয়। (হাদিকায়ে নাদীয়া ১ম খন্ড, মিশরী ছাপা))

পনেরঃ হযরত ছিররীউছ ছকতির (রঃ) সমসাময়িক বড় ওলী হযরত হারেছ মুহাছেবী (রঃ) বলেছেন,

مَنْ صَحَّحَ بَاطِنَهُ بِالْمُرَاقَبَةِ وَالْإِخْلَاصِ زَيَّنَ اللّٰهُ ظَاهِرَهُ بِالْمُجَاهِدَةِ وَاتِّبَاعِ السُّنَّةِ

যে ব্যক্তি মোরাকাবা ও খাঁটি অন্তকরণ নিয়ে স্বীয় বাতেনকে শুদ্ধ করে নেয়, মহান আল্লাহ তাঁর সাধনা ও সুন্নাতের অনুকরণে, দ্বারা তাঁর জাহেরকে সৌন্দর্য্যমন্ডিত করে দেন। (কোশাইরীয়া পৃঃ ১৫) এই কথা স্পষ্ট যে, লাজেম যদি অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে, মালজুমও অস্তিত্ব হারাবে। সুতরাং সাব্যস্ত হল যে, যার বাহ্যিক অবস্থা শরীয়তের অলংকার দ্বারা সুশোভিত নয় তার বাতেনও ইখলাছ সহকারে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত নয়।

ষোলঃ বড় ওলিদের একজন হযরত ছাইয়েদ আবু ওসমান। যিনি হযরত জুনাইদ বাগদাদীর (রাঃ) সমসাময়িক। তিনি ইন্তেকালের সময় আপন পুত্র হযরত আবু বকরকে (রঃ) বলেছেন,

خِلَافُ السُّنَّةِ يَابُنَيَّ فِي الظَّاهِرِ عَلَامَةُ رِيَاءٍ فِي الْبَاطِنِ

হে আমার ছেলে। প্রকাশ্যে সুন্নাতের বিরোধিতা করা বাতেনে রিয়া বা লোক দেখানোর স্বভাব থাকার আলামত।

সতেরঃ হযরত ছায়ীদ বিন ইসমাইল হাইরী (রঃ) বলেছেন,

اَلصُّحْبَةُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتِّبَاعُ السُّنَّةِ لُزُوْمَ ظَاهِرِ الْعِلْمِ

রাসুলের (দঃ) সাথে কাল যাপনের নিয়ম হল সুন্নাতের অনুকরণ করা এবং জাহেরী এলেমকে আঁকড়ে ধরা। (কোশাইরীয়া পৃঃ ২৫)

আটারঃ হযরত ছাইয়েদ আবুল হোসাইন আহমদ বিন হাওয়ারী (রঃ) যাকে শাম দেশের ফুল বলা হয়, তিনি বলেছেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً بِلاَ اِتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاطِلٌ عَمَلُهُ

যে ব্যক্তি কোন প্রকার আমল রাসুলের (দঃ) অনুকরণ ব্যতীত করে, সে আমল বাতেল বলে গণ্য হবে।

(১৯) হযরত ছিররিউচ্ছকতীর (রঃ) সমসাময়িক আরেফদের ইমাম হযরত ছাইয়েদী আবু হাফছ ওমর হাদ্দাদা (রাঃ) বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَزِنْ اَفْعَالَهُ وَاَحْوَالَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَ لَمْ يَتَّهِمْ خَوَاطِرَهُ فَلاَتَعُدُّهُ فِي دِيْوَانِ الرِّجَالِ

যে ব্যক্তি সর্বক্ষণ স্বীয় কার্যকলাপ ও অবস্থাকে কোরান ও হাদিসের মাপকাঠিতে না মাপে, বরং স্বীয় নফছের চাহিদার উপর নির্ভর করে তাকে ওলিদের তালিকায় গণ্য করো না।

(২০) হযরত ছিররিওচ্ছকতী (রঃ) এবং হযরত জুনাইদ বাগদাদীর (রঃ) সমসাময়িক ওলি হযরত সাইয়েদেনা আবুল হোছাইন আহমদ নূরী (রাঃ) বলেছেন,

مَنْ رَاَيْتَهُ يَدَّعِيْ مَعَ اللّٰهِ حَالَةً تَخْرُجُهُ عَنْ حَدِّ الْعِلْمِ شَرْعِيٍّ فَلاَتَقْرَبَنَّ مِنْهُ –

তুমি যাকে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থার দাবী করতে দেখবে যে দাবী তাকে শরীয়তের সীমা থেকে বের করে দেয়, তার নিকটস্থ হয়ো না।

(২১) হযরত জুনাইদ বাগদাদীর সমসাময়িক হযরত আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদুল আদমী (রঃ) বলেছেন-

مَنْ اَلْزَمَ نَفْسَهُ اٰدَابَ الشَّرِيْعَةِ نَوَّرَ اللّٰهُ تَعَالٰي قَلْبَهُ بِنُوْرِ الْمَعْرِفَةِ وَلاَمَقَامَ اَشْرَفُ مِنْ مَقَامِ مُتَابَعَةِ الْحَبِيْبِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَوَامِرِهِ وَاَفْعَالِهِ وَاَخْلاَقِهِ –

যে ব্যক্তি নিজের উপর শরীয়তের নিয়মাবলী অপরিহার্য করে নেবে, মহান আল্লাহ তার কলবকে মারেফতের আলো দ্বারা আলোকিত করে দেবেন। আর নবী করীম (দঃ) এর হুকুম কার্যাবলী ও সীরাতের অনুকরণ থেকে উচ্চ মর্যাদা আর কোন কিছুতেই নেই। (কুশাইরীয়া, পৃঃ ৩০)

(২২) সিলসিলায়ে চিশতীয়ায়ে বেহেস্তিয়ার কেন্দ্রবিন্দু হযরত সাইয়েদুনা মুমশাদ দ্বীনওয়ারী (রঃ) বলেছেন,

اَدَبُ الْمُرِيْدِ حِفْظُ اٰدَابِ الشَّرْعِ عَلٰے نَفْسِه

মুরীদের আদব হলো স্বীয় কলবে শরীয়তের আদবগুলির হেফাজত করা।

(২৩) হযরত সির্‌রিউস্ সকতি (রঃ) বলেন,

اَلتَّصَوُّفُ اِسْمٌ لِثَلَاثِ مَعَانٍ هُوَ الَّذِيْ لَايُطْفِي نُوْرَ مَعْرِفَةٍ نُوْرَوَرْعِه وَلَا يَتَكَلَّمُ بِبَاطِنٍ فِي عِلْمٍ يَنْقضُهُ ظَاهِرَ الْكِتَابِ فَلَا تَحْمِلُهُ الْكَرَامَاتِ عَلَيَ هِتْكِ اَسَارِ مَحَارِمِ اللّٰهِ تَعَالٰے

তাসাউফ তিনটি গুণের নাম। এর একটি হলো, সেটির মারেফতের নূর যেন তার পরহেজ গারীর নূরকে অনুজ্জল করে না দেয়।

দ্বিতীয়ঃ হলো 'বাতেন' দ্বারা যেন এমন কোন ইলমের ব্যাপারে কথা না বলে, যা কোরান ও হাদীসের বিরোধী হয়।

তৃতীয়তঃ কারামত যেন তাকে আল্লাহর হারামকৃত বস্তু সমূহের উপর উৎসাহিত না করে। (প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩)

(২৪) হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রঃ) বলেছেন যে,

بِمَا يَقَعُ فِي قَلْبِي النُّكْتَةَ مِنْ نُكَتِ الْقَوْمِ اَيَّامًافَلَا اَقْبَلُ مِنْه بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

হযরত আবু সুলায়মান দারানী (রঃ) এরশাদ করেন, বারংবার আমার কলবে তাসাউফের কোন কোন গুঢ়তত্ব (নোকতাহ্) উদয় হলেও আমি তা গ্রহণ করিনা যতক্ষণ পর্যন্ত কোরান সুন্নাহ ওটির সত্যায়ন না করে। (ঐ-পৃঃ ১৯)

হযরত জুনাইদ (রঃ) আরো বলেন,

رُبَّمَا تَنْكَتُ الْحَقِيْقَةُ فِي قَلْبِي اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فَلَااٰذَنُ لَهَا اَنْ تَدْخُلَ فِي قَلْبِي اِلَّابِشَاهِدَيْنِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ-

বারংবার হাকিকতের কিছু গুঢ়তত্ব আমার কলবে ৪০দিন পর্যন্ত নড়াচড়া করতে থাকে। যতক্ষণ না ওটির সাথে কোরান ও সুন্নাতে রাসুল নামক দুটি সাক্ষীর সমর্থন পাওয়া যায়, ততক্ষন আমি উক্ত তত্ত্ব অন্তরে (স্থায়ীভাবে) প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিনা। (নকহাতুল ইনস, পৃঃ-২৭)

(২৫) হযরত জুনাইদ বাগদাদীর (রঃ) খলীফা তরীকতের ইমাম হযরত আবু আলী ছুদবারী বাগদাদী (রঃ), যাঁর সম্পর্কে উস্তাদ আবুল কাশেম কুশাইরী (রঃ) বলেছেন যে, মশায়েখদের মধ্যে ইলমে তরীকতে তাঁর সমতুল্য কেউ ছিলেন না। এমন সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে প্রশ্ন করা হলো যে, একটি ব্যক্তি বাদ্যযন্ত্র দ্বারা পরিচালিত গান শুনে এবং বলে যে, তা তার জন্য হালাল। কেননা তিনি (তাঁর দাবী অনুযায়ী) এমন উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছেছেন

যে, সময়ের পরিবর্তনের কোন নিদর্শন তার উপর নেই। এ কথা শুনে তিনি বললেন, "

نَعَمْ قَدْوَصَلَ وَلٰكِنْ اِلَي سَقَرَ-

হাঁ সে পৌঁছেছে ঠিক, তবে জাহান্নাম পর্যন্ত। আমরা তা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।" (কুশাইরীয়া পৃঃ-৩৩

(২৬) হযরত সৈয়দ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন খফীফ দুব্বী(রঃ) বলেছেন,

اَلتَّصَوُّفُ تَصْفِيَةُ الْقُلُوْبِ (وزكر اوصافاالي ان قال) وَاِتِّبَاعُ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّرِيْعَةِ

"তাসাউফ হলো কলবকে পরিষ্কার করা, আর শরীয়তের মধ্যে নবীর (দঃ) অনুকরণ করা।" (তাবাকাতে কুবরা, ইমাম শায়বানী, পৃঃ -২৮)

(২৭) আরেফ বিল্লাহ হযরত আবু বকর মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম বোখারী কলাবাজী (রঃ) 'কিতাবুত তায়াররুফ লিমযহাবিত তাছাউফ' নামক গ্রন্থ, যার ব্যাপারে আউলিয়াগণ (দঃ) বলেছেন যে, لَوْلَاالتَّعَرُّفُ لَمَاعَرَفَ التَّصَوُّفَ-

এ কিতাব না হলে ইলমে তাসাউফ বুঝা যেতোনা।

এখানে বর্ণিত হয়েছে- তাসাউফের এরূপ সংজ্ঞা ছাইয়েদুত্তায়েফা হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাসাউফ ঐ গুণের নাম, যার শেষান্তে উল্লেখ রয়েছে

وَاِتِّبَاعُ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرِيْعَةِ-

(রাসুলের (দঃ) অনুকরণ করা)

(২৮) হযরত ছাইয়েদুনা আবু বকর শিবলী ও হযরত আবু আলী রোদবারীর (রঃ) বিশিষ্ট অনুসারী হযরত ছাইয়েদ আবুল কাশেম নছর আবাদী (রঃ) বলেছেন যে,

اَصْلُ التَّصَوُّفِ مُلَازَمَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الخ

তরীকতের আসল কথা হল কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুলের (দঃ) উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করা। (তাবাকাতে কুবরা পৃঃ ১২২)

(২৯) হযরত জুনাইদ বাগদাদীর (রঃ) খলীফা হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ খাওয়াছ (রঃ) বলেছেন যে,

لَااَعْرِفُ شَيْئًا اَفْضَلُ مِنَ الْعِلْمِ بِاللّٰهِ وَاَحْكَامِهِ فَاِنَّ الْاَعْمَالَ لَاتَزْكُوْا اِلَّابِالْعِلْمِ وَمَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ فَلَيْسَ لَهُ عَمَلٌ بِالْعِلْمِ عَرَفَ اللّٰهَ وَاَطَلِيعَ وَلَايَكْرَهُ الْعِلْمَ اِلَّامَنْقُوْصٌ

আল্লাহর মারেফত এবং আহকামে ইলাহী (শরীয়তের ইলম) থেকে উত্তম আর কোন বস্তু আছে বলে আমার জানা নেই। ইলম ব্যতিত আমল পবিত্র হয় না। ইলেম বিহীন সকল আমল বরবাদ (অর্থহীন); ইলম দ্বারাই আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁর বাধ্যগত হওয়া যায়। একমাত্র দুর্ভাগা লোকই ইলেমকে অপছন্দ করে থাকে। (তাবাকাতে কুবরা পৃঃ ১১৮)

(৩০) অলিয়ে কামেল হযরত মুহাম্মদওয়াকী শাজেলীর (রঃ) পীর মুরশেদ হযরত দাউদ

কবীর বিন যাখালা (রঃ) বলেছেন যে,

قُلُوْبُ عُلَمَاءِ الظَّاهِرِ وَسَائِطُ بَيْنَ عَالِمِ الصَّفْوِ وَمُظَاهِرِ الاَكْدَارِ رَحْمَةً بِالْعَامَّةِ الَّذِيْنَ لَمْ يَصِلُوْا اِلَي اِدْرَاكِ الْمَعَانِيْ الْغَيْبِيَّةِ وَالاِدْرَاكَاتِ الْحَقِيْقِيَّةِ

জাহেরী আলেমগণের অন্তর আলেম ছাফা ও ময়লা প্রকাশকারীর মধ্যকার মাধ্যমস্বরূপ। যা ঐসব সাধারণ সৃষ্টির জন্য দয়া বা রহমত, যারা অদৃশ্য তত্ব এবং হাকীকতের জ্ঞান (বাস্তব জ্ঞান) পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। (তাবাকাতে কুবরা পৃঃ-১৮৭)

এটা নবুয়তের উত্তরাধিকারের স্পষ্ট শান। এরই জন্য নবীগণ প্রেরিত হতেন। যারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে মাধ্যম হিসাবে ছিলেন। আর যারা অদৃশ্য জ্ঞান ও হাকিকতের জ্ঞানে অজ্ঞ ছিল তাদের জন্য নবীগণ ছিলেন রহমত স্বরূপ।

(৩১) হযরত শেহাবউদ্দীন সোহরাওয়াদী (রঃ) স্বীয় রচিত 'আল মুস্তাতাব' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

قَوْمٌ مِنَ الْمَفْتُوْنِيْنَ لَبِسُوا الْبِسَةَ الصُّوْفِيَّةِ لِيَنْتَسِبُوا بِهَا اِلَي الصُّوْفِيَّةِ وَمَاهُمْ مِنَ الصُّوْفِيَّةِ بِشَيْئٍ بَلْ هُمْ فِي غُرُوْرٍ وَغَلَطٍ يَزْعَمُوْنَ اَنَّ ضَمَائِرَهُمْ خَلَصَتْ اِلَي اللّٰهِ تَعَلِي يَقُوْلُوْنَ هٰذَا هُوَ الظَّفْرُ بِالْمُرَادِ الاِرْتِسَامِ بِمَرَاسِمِ الشَّرِيْعَةِ رُتْبَةُ الْعَوَامِ وَهٰذَاهُوَ عَيْنُ الاِلْحَادِ وَالزَّنْدَقَةِ وَالاِبْعَادِ فَكُلُّ حَقِيْقَةٍ رَدَّتْهَا الشَّرِيْعَةُ فَهِيَ الزَّنْدَقَةُ

ফিতনায় পতিত কিছু লোক সূফীদের সাজ পরিধান করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে যে, মানুষ তাকে সুফী বলবে। প্রকৃত পক্ষে সুফীদের সাথে তার কোন প্রকার সম্বন্ধই নাই। বরং তারা প্ররোচনা ও ভুলের মধ্যে আছে। এরা বলে থাকে যে, তাদের অন্তর খাঁটিভাবে আল্লাহর প্রতি ধাবিত রয়েছে এবং আরো বলে থাকে যে, এটি হচ্ছে সত্যে উপনীত হওয়া। আর শরীয়তের প্রথা সমূহের অনুকরণ জনসাধারণেরই কাজ। এদর এরূপ উক্তি খোদাদ্রোহীতা ও খোদার দরবার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া ছাড়া আর কি হতে পারে?

সুতরাং যে হাকীকতকে শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে তা হাকীকত নয়, বরং তা ধর্মশূন্যতা। অতঃপর (শেখ সোহরওয়ারদী) শেখ জুনাইদ বাগদাদীর (রঃ) থেকে উদ্ধৃত করে বলেন যে, তিনি বলেছেন, ঐরূপ শরীয়তশূন্য সুফী থেকে চোর ও জেনাকারী উত্তম। (আওয়ারেফুল মায়ারেফ শরীফ, মিশরে মুদ্রিত পৃঃ-৪৩)

(৩২) শেখ সোহরওয়ার্দী (রঃ)স্বীয় কিতাব মুছতাতাবের মধ্যে খোদাভীরু আলেমদের আকীদা বর্ণনার অধ্যায়ে ওলিগণের কারামতপূর্ণ আকীদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে,

وَمَنْ ظَهَرَ لَهُ وَعَلَي يَدِهِ مِنَ الْمُخْتَرَقَاتِ وَهُوَ عَلَي غَيْرِ الاِلْتِزَامِ بِاَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ نَعْتَقِدُ اَنَّهُ زِنْدِيْقٌ وَاَنَّ الَّذِيْ ظَهَرَ لَهُ مَكْرٌ اِسْتِدْرَاجٌ

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যার জন্য এবং যার হাতে অলৌকিক কর্ম প্রকাশ পায়; অথচ প্রকৃত পক্ষে সে ব্যক্তি শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী নয়; নিঃসন্দেহে সে খোদাদ্রোহী। আর তার থেকে যে অলৌকিকতা প্রকাশ পাবে, তা প্ররোচনা ও ইস্তিদরাজ মাত্র। (নফহাতুল ইনস মাওলানা জামী পৃঃ ১৭৯)

(৩৩) হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেছেন,

فِرْقَةٌ اِدَّعَتْ الْمَعْرِفَةَ وَالْوُصُوْلَ وَلَايَعْرِفُ اَحَدُهُمْ هٰذِهِ الْاُمُوْرَ الْاَبِالْاَسَامِيْ وَيَظُنُّ اَنَّ ذٰلِكَ اَعْلٰي مِنْ عِلْمِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فَيَنْظُرُ اِلَي الْفُقَهَاءِ وَالْمُفَسِّرِيْنَ وَالْمُحَدِّثِيْنَ بِعَيْنِ الْاِزْدِرَاءِ وَيَسْتَحْقِرُبِذٰلِكَ جَمِيْعَ الْعِبَادِ وَالْعُلَمَاءِ وَيَدَّعِيْ لِنَفْسِهِ اَنَّهُ الْوَاصِلُ اِلَي الْحَقِّ وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْفُجَّارِ وَالْمُنَافِقِيْنَ اَه

ছোট্ট একটি দল মারেফতও আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার দাবী করে, প্রকৃতপক্ষে মারেফত ও আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার নাম ব্যতীত সে কিছুই জানেনা। সে ধারণা করে পূর্বাপর সকল ইলম থেকে তার দাবীকৃত ইলম উচ্চমানের। অতঃপর সে ফকীহ, মুফাচ্ছির ও মুহাদ্দিসগণকে নিকৃষ্ট দৃষ্টিতে দেখে, এবং সকল মুসলমান ও আলিমগণকে ঘৃণা করে। স্বয়ং নিজে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার দাবী করে। এই ধরনের লোক আল্লাহর নিকট পাপিষ্ট ও মুনাফিক হিসাবেই গণ্য। (এহইয়াউল উলুম শরীফ ৩য় খন্ড পৃঃ ২২০)

(৩৪) শেখে আকবার শেখ মহী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনুল আরাবী (রঃ) ফতুহাতে মক্কীয়ার মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

اِيَّاكَ اَنْ تَرْمِيَ مِيْزَانَ الشَّرْعِ مِنْ يَدِكَ فِي الْعِلْمِ الرَّسْمِيِّ بَلْ بَادِرْ بِالْعَمَلِ بِكُلِّ مَا حَكَمَ بِهِ وَاِنْ فَهِمْتَ مِنْهُ خِلَافَ مَايَفْهَمُهُ النَّاسُ مِمَّا يَحُوْلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْمَضَاءِ ظَاهِرَ الْحُكْمِ بِهِ فَلَاتَعُوْلُ عَلَيْهِ فَاِنَّهُ مَكْرٌ بِصُوْرَةِ عِلْمٍ اِلٰهِيٍّ مِنْ حَيْثُ لَاتَشْعُرُ

"খবরদার। জাহেরী ইলমের মধ্যে শরীয়তের যে মাপকাঠি আছে, তা হাতছাড়া করবেনা। বরং শরীয়তের যে কোন হুকুম হোক তার উপর বিলম্ব ছাড়া আমল করবে। আর যদি আলেমদের বিরুদ্ধে তোমার জ্ঞানে এমন কোন কথা এসে যায় যা জাহেরী শরীয়তের হুকুম জারী করতে বাধা প্রয়োগ করতে চায়, তখন তুমি সে জ্ঞানের উপর নির্ভর করবেনা। কেননা তা ইলমে ইলাহীর সুরতের মধ্যে এক প্রকার প্ররোচনা, যে ব্যাপারে তোমার খবর নেই। (কিতাবুল ইয়াওয়াকীত ওয়াল জওয়াহির, পৃঃ -২৪)

(৩৫) শেখ মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী (রঃ) 'ফতুহাতে মক্কীয়া' গ্রন্থে আরো বলেছেন

اِعْلَمْ اَنَّ مِيْزَانَ الشَّرْعِ الْمَوْضُوْعَةِ فِي الْاَرْضِ هِيَ مَا بِاَيْدِي

اَلْعُلَمَاءِ مِنَ الشَّرِيْعَةِ فَمَهْمَا خَرَجَ وَلِيٌّ عَنْ مِيْزَانِ الشَّرْعِ الْمَذْكُوْرِ مَعَ وُجُوْدِ عَقْلِ التَّكْلِيْفِ وَجَبَ الْاِنْكَارُ عَلَيْهِ

অর্থাৎ দৃঢ়তার সাথে জেনে রেখ যে, শরীয়তের মাপকাঠি যেটি মহান আল্লাহ জমিনে নির্দিষ্ট রেখেছেন তা শরীয়তের আলেমদের হাতেই বিদ্যমান আছে। সুতরাং যখনই কোন ওলী উক্ত শরীয়তের মাপকাঠি থেকে বের হয়ে যাবে, অথচ তার শরীয়ত পালনের মত আক্বল ঠিক আছে, এমতাবস্থায় এরূপ ব্যক্তিকে অস্বীকার করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

(৩৬) হযরত বাহরুল হাকায়েক মামদুহ (রঃ) বলেছেন,

اِعْلَمْ اَنَّ مَوَازِيْنَ اَلْاَوْلِيَاءِ اَلْمُكَمِّلِيْنَ لَاتَخْطِئُ الشَّرِيْعَةَ اَبَدًا فَهُمْ مَحْفُوْظُوْنَ مِنْ مُخَالَفَةِ الشَّرِيْعَةِ الخ

অর্থাৎ দৃঢ়তার সাথে জেনে রেখ যে, কামেল ওলীগণের মাপকাঠি কখনোই শরীয়ত পালনে ভুল করে না। তারা শরীয়তের বিরোধীতা থেকে মাহফুজ থাকেন। (প্রাগুক্ত, পৃঃ-২৫)

(৩৭) হযরত খাতেমুল বেলায়াতুল মুহাম্মদীয়াহ (রঃ) বলেছেন,

اِعْلَمْ اَنَّ عَيْنَ الشَّرِيْعَةِ هِيَ عَيْنُ الْحَقِيْقَةِ اِذَا الشَّرِيْعَةُ لَهَا دَائِرَتَانِ عُلْيَا وَسُفْلِيْ فَالْعُلْيَا لِاَهْلِ الْكَشْفِ وَالسُّفْلِيْ لِاَهْلِ الْفِكْرِ فَلَمَّا فَتَّشَ اَهْلُ الْفِكْرِ عَلٰى مَا قَالَهُ اَهْلُ الْكَشْفِ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فِيْ دَائِرَةِ فِكْرِهِمْ قَالُوْا هٰذَا خَارِجٌ عَنِ الشَّرِيْعَةِ فَاَهْلُ الْفِكْرِ يُنْكِرُوْنَ عَلَيَ اَهْلِ الْكَشْفِ وَاَهْلُ الْكَشْفِ لَايُنْكِرُوْنَ عَلٰى اَهْلِ الْفِكْرِ فَمَنْ كَانَ ذَاكَشْفٍ وَفِكْرٍ فَهُوَ حَكِيْمُ الزَّمَانِ فَكَمَا اَنَّ عُلُوْمَ الْفِكْرِ اَحَدُ طَرَفَيِ الشَّرِيْعَةِ فَكَذٰلِكَ عُلُوْمُ اَهْلِ الْكَشْفِ مُتَلَازِمَانِ وَلَمَّا كَانَ الْجَامِعُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ عَزِيْزًا فَرَقَ اَهْلُ الظَّاهِرِ بَيْنَهُمَا

অর্থাৎ দৃঢ়তার সাথে জেনে রেখ যে, শরীয়তের বর্ণনাই হাকীকতের বর্ণনা। কেননা শরীয়তের দুইটি বৃত্ত রয়েছে। একটি উপরে, অপরটি নীচে। উপরের বৃত্তটি কাশফের অধিকারী লোকদের জন্য। আর নীচের বৃত্তটি আহলে ফিকির তথা চিন্তাশীল লোকদের জন্য। আহলে ফিকির যখন আহলে কাশফের উক্তিসমূহ তালাশ করে এবং সেটাকে নিজের চিন্তার বৃত্তের মধ্যে না পায়, তখন বলে উঠে যে, এটি শরীয়তের বাইরের বস্তু। এমতাবস্থায় আহলে ফিকির আহলে কাশফের উপর প্রতিবাদী হয়ে উঠে। কিন্তু আহলে কাশফ আহলে ফিকিরের উপর ইনকার আবর্তিত করেনা। আর যিনি কাশফ ও ফিকির উভয়ের অধিকারী তিনি নিজ যুগের হাকীম।

অতএব যেভাবে ইলমুল ফিকির শরীয়তের একাংশ। তদ্রুপ ভাবে আহলে কাশ্‌ফের

ইলেমও শরীয়তের অপরাংশ। সুতরাং ফিকির ও কাশ্‌ফ একটি অপরটির জন্য লাজেম (অপরিহার্য)। আর যখন উভয় অংশের একত্রীকরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন প্রকাশ্য জ্ঞানের অধিকারীগণ হাকীকত ও শরীয়তকে ভিন্ন বলে বুঝে। (প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫)

ছোবহানাল্লাহ। জাহেরী আলেমগণ যদি হাকীকতের তত্ত্ব না বুঝেন, তখন অজুহাত উপস্থাপন করেন যে, শরীয়তের বৃত্ত নীচে। বুঝা গেল যে, ইলমে জাহেরের অস্বীকারকারীরা যে ওলী হওয়ার দাবী রাখে, সে নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী-ধোঁকাবাজ। সে যদি উচ্চ বৃত্ত পর্যন্ত পৌঁছত, তাহলে সে নিচের বৃত্ত শরীয়তের ব্যাপারে অজ্ঞ হতনা।

কোন গাছের ডাল - পালা কাটা হলে মূল গাছ বাকী থাকে। কিন্তু ডাল পর্যন্ত পৌঁছেছে এমন ব্যক্তি যদি গাছের মূল (শরীয়ত) কেটে ফেলে। তাহলে ডাল পর্যন্ত পৌঁছানো ব্যক্তির হাঁড় চুরমার হয়ে যাবে। এ বর্ণনা দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আহলে জাহের যদি শরীয়ত ও হাকীকত ভিন্ন বলে মনে করে, তখন তা তাদের ভুল বলে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু সে তার ইলমের ব্যাপারে মিথ্যুক নয় এবং তাসাউফের দাবীদার যদি এটাকে (ইলমে জাহেরকে) ভিন্ন বলে মনে করে, তাহলে মিথ্যা বলে সাব্যস্ত হবে।

(৩৮) হযরত লেছানুল কওম (রঃ) বলেন যে,

لَايَتَعَدِّي كَشْفُ الْوَلِيِّ فِي الْعُلُوْمِ الْاِلٰهِيَّةِ فَوْقَ مَا يُعْطِيْهِ كِتَابُ نَبِيِّهٖ وَوَحْيِهٖ قَالَ الْجُنَيْدِ فِي هٰذَا الْمَقَامِ عِلْمُنَا هٰذَا مُقَيَّدٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَالَ الْاٰخَرُ كُلُّ فَتْحٍ لَايَشْهَدُ لَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فَلَايَفْتَحُ لِوَلِيِّ قَطُّ اِلَّافِي الْفَهْمِ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيْزِ فَلِهٰذَا قَالَ تَعَلٰي مَافَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ وَقَالَ سُبْحَانَهٗ فِي اَلْوَاحِ مُوْسٰي وَكَتَبْنَا لَهٗ فِي الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ الْاٰيَهِ فَلَايَخْرُجُ عِلْمُ الْوَلِيِّ جُمْلَةً وَاحِدَةً مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَاِنْ خَرَجَ اَحَدٌ عَنْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ بِعِلْمٍ وَلَاعِلْمٍ وَلَايَةٍ مَعَابَلْ اِذَا حَقَّقْتَهٗ وَجَدْتَهٗ جَهْلًا

আল্লাহর ইলেমের মধ্যে ওলীর কাশফ ঐ ইলেমকে অতিক্রম করতে পারেনা, যা আল্লাহর নবীর (দঃ) কিতাব ও ওহী দান করেছে। এ স্থানে হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রঃ) বলেন যে, আমাদের এই ইলেম কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুল দ্বারা আবদ্ধ।

অন্য একজন আরেফ বলেছেন যে, যেই কাশ্‌ফের স্বপক্ষে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুল সাক্ষ্য না দেয়, তা কোন বস্তুই নয়। পবিত্র কোরানের জ্ঞান ব্যতীত কোন ওলীর জন্য কাশফ হতে পারেনা।

মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন 'আমি এই কিতাবে সব কিছুই বর্ণনা করেছি।'আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ)কে তাওরীত দিয়েছেন। তাতে তিনি এরশাদ করেছেন, আমি তার

তখতের মধ্যে সব বস্তুর কিছু কিছু বর্ণনা লিখে দিয়েছি। সুতরাং ওলীর ইলেম কিতাবুল্লাহ, ও সুন্নাতে রাসুলের বাইরে যাবেনা। আর যদি কিছুটাও বাইরে বের হয়ে যায়, তবে বুঝতে হবে যে, এটা ইলেমও নয়, কাশফও নয়। বরং চিন্তা ভাবনা করলে দেখবে যে, সেটি নিছক মুর্খতাই ছিল। (ফুতুহাতে মক্কীয়াহ্, ৩য় খন্ড, পৃঃ-৭২)

(৩৯) হযরত আইনুল মুকাশাফা (রঃ) বলেছেন-

اِعْلَمْ اَيَّدَكَ اللّٰهُ اَنَّ الْكَرَامَةَ مِنَ الْحَقِّ مِنْ اِسْمِهِ الْبِرِّ فَلَاتَكُوْنُ اِلَّا لِلْاَبْرَارِ وَهِيَ حِسِّيَّةٌ وَمَعْنَوِيَّةٌ فَالْعَامَّةُ مَاتَعْرِفُ اِلَّا الْحِسِّيَّةَ مِثْلُ الْكَلَامِ عَلَي الْخَاطِرِ وَالْاَخْبَارِ بِالْمُغَيَّبَاتِ الْمَاضِيَّةِ وَالْكَائِنَةِ وَالْاٰتِيَةِ وَالْمَشْيِ عَلَي الْمَاءِ وَاخْتِرَاقِ الْهَوَاءِ وَطَيِّ الْاَرْضِ وَالْاِحْتِجَابِ عَنِ الْاَبْصَارِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ لَايَعْرِفُهَا اِلَّاالْخَوَاصُّ وَهِيَ اَنْ يَّحْفَظَ عَلَيْهِ اٰدَابَ الشَّرِيْعَةِ وَيُوَفَّقُ لِاِتْيَانِ مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ وَاجْتِنَابِ سَفَافِهَا وَالْمُحَافَظَةُ عَلَي اَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ مُطْلَقًا فِي اَوْقَاتِهَا فَهٰذَا كَرَامَاتٌ لَايَدْخُلُهَا مَكْرٌ وَلَااِسْتِدْرَاجٌ وَالْكَرَامَاتُ الَّتِي ذَكَرْنَا اَنَّ الْعَامَّةَ تَعْرِفُهَا فَكُلُّهَا يُمْكِنُ اَنْ يَّدْخُلَهَا الْمَكْرُ الْخَفِيُّ ثُمَّ لَابُدَّ اَنْ تَكُوْنَ نَتِيْجَةً عَنْ اِسْتِقَامَةٍ وَالَّافَلَيْسَ بِكَرَامَةٍ وَالْمَعْنَوِيَّةُ لَايَدْخُلُهَا شَيْءٌ مِمَّاذَكَرْنَا فَاِنَّ الْعِلْمَ يَصْحَبُهَا وَقُوَّةُ الْعِلْمِ وَشَرَفِهِ تُعْطِيْكَ اَنَّ الْمَكْرَ لَايَدْخُلُهَا فَاِنَّ الْحُدُوْدَ الشَّرْعِيَّةَ لَا تَنْصَبُ جُهَّالُهُ لِلْمَكْرِ الْاِلٰهِي فَاِنَّهَا عَيْنُ الطَّرِيْقِ الْوَاضِحَةِ اِلَي نَيْلِ السَّعَادَةِ الْعِلْمُ هُوَ الْمَطْلُوْبُ وَبِهِ تَقَعُ الْمَنْفَعَةُ وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ فَاِنَّهُ لَايَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ فَالْعُلَمَاءُ وَهُمُ الْاٰمِنُوْنَ مِنَ التَّبْلِيْسِ اه باختصار

যে, দৃঢ়তার সাথে জেনে রেখো, (আল্লাহ তোমার সাহায্য করুন।) কারামত আল্লাহর গুণবাচক নাম আল্ বিররু (পূণ্যকামী) থেকে আসে। সুতরাং আবরার তথা নেককার ব্যতীত অন্য কেউ কারামতের অধিকারী হতে পারেনা। কারামত দুই প্রকার মাহছুছে জাহেরী ও মাকুলে মানভী। জনসাধারণ শুধুমাত্র কারামতে মাহছুছা তথা ইন্দ্রীয় দ্বারা অনুভবযোগ্য কারামত সম্পর্কে জ্ঞাত হয়। যেমনঃ কারো অন্তরের কথা বলে দেয়া, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের অদৃশ্য সংবাদ দেয়া, পানির উপর চলা, হাওয়ায় উড়া, শত শত মঞ্জিল এক কদমে অতিক্রম করা, দৃষ্টির অন্তরাল হওয়া ইত্যাদি।

আর কারামতে মানভী বা গোপনীয় কারামত সম্পর্কে শুধু মাত্র খাস ব্যক্তিগণই জ্ঞাত এবং

এটা হল স্বীয় আত্মার উপর শরীয়তের বিধি বিধান কায়েম করা, উত্তম স্বভাব সমূহ অর্জন করা ও মন্দ স্বভাব সমূহ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া এবং যাবতীয় অপরিহার্য কার্যাদি যথাসময়ে সতর্কতার সাথে আদায় করা। এরূপ কারামতের মধ্যে ধোঁকা ও ইস্তেদরাজ প্রবেশ করতে পারেনা। কিন্তু প্রথম প্রকারের কারামতের ব্যাপারে সাধারণ মানুষ জ্ঞাত এবং তার মধ্যে সুক্ষ্ম ধোঁকা প্রবেশ করা অসম্ভব নয়।

অতঃপর এটিও জরুরী যে, উক্ত জাহেরী কারামত যেন ইস্তেকামত তথা দৃঢ়তার ফল হয় বা তার দ্বারা ইস্তেকামত সৃষ্টি হয়। অন্যথায় তা কারামত হিসাবে গণ্য হবেনা।

কারামতে মানভীর মধ্যে ধোঁকা ও ইস্তেদরাজ প্রবেশ করে না, কেননা তার কাছে শরীয়তের ইলেম রয়েছে। ইলেমের শক্তি ও মর্যাদা নিজেই তোমাদের বলে দেবে যে,এতে ধোঁকাবাজি নেই। কারণ শরীয়তের সীমারেখা সমূহ কারো জন্য ধোকার ফাঁদ স্থাপন করে না। এই কারণেই শরীয়ত হল পূর্ণতা লাভের সমুজ্জ্বল রাস্তা। ইলেমই (শরীয়ত) একমাত্র উদ্দেশ্য এবং এটি দ্বারাই উপকার সাধিত হয় যদিও এর উপর আমল না করে থাকে।

পবিত্র কোরানে নিঃশর্তভাবে এরশাদ হয়েছে যে, আলেম ও বেইলেম সমান নয়। সুতরাং আলেমগণই ধোঁকা ও সন্দেহ থেকে নিরাপদ থাকেন। (প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড-পৃঃ ৪৭৮) (৪০)

হযরত সাইয়েদী ইব্রাহীম দাছুকী (রঃ) যিনি ঐ কুতুব চতুষ্টয়ের অন্যতম যাঁদেরকে সমস্ত কুতুবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়। তাঁরা হলেন (১) হযরত সাইয়েদুনা গাউছুল আজম (রাঃ), (২) হযরত সাইয়েদুনা আহমদ রেফায়ী (রঃ) (৩) হযরত সাইয়েদুনা আহমদ কবীর বদভী (রঃ) এবং (৪) হযরত সাইয়েদুনা ইব্রাহীম দাছুকী (রঃ) (আল্লাহ আমাদেরকে তাদের ফুয়ুজাত দ্বারা উভয় জগতে কল্যাণময় করুন) তিনি বলেছেন,

اَلشَّرِيْعَةُ هِيَ الشَّجَرَةُ وَالْحَقِيْقَةُ هِيَ الثَّمَرَةُ

অর্থাৎ শরীয়ত হল বৃক্ষ আর হাকীকত হল ঐ বৃক্ষের ফল। (তাবাকাতে কুবরা, পৃঃ - ১৬৮)

বৃক্ষ ও ফলের মধ্যকার সম্পর্ক এ কথাই প্রতীয়মান করে যে, বৃক্ষ কায়েম থাকার অর্থ মূলনীতি বিদ্যমান থাকা। আর যদি মূলভিত্তি বৃক্ষ তথা শরীয়ত কেটে ফেলা হয়, তখন ফল তথা হাকীকত ও তরীকত অগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে। এই দৃষ্টান্তের ঐ অবস্থা আমরা সমুদ্র ও প্রস্রবন স্থল এর দৃষ্টান্তে ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

গাছ কেটে ফেললে ভবিষ্যতে ফলের আশা থাকেনা। কিন্তু যে ফল বের হয়ে এসেছে তা বাকী থাকে। কিন্তু এখানে শরীয়তের বৃক্ষ কাটার মুহূর্তে যে ফল (হাকীকত ও তরীকত) বের হয়েছে, বৃক্ষের অস্তিত্বহীনতার সাথে সাথে ঐ ফলও অস্তিত্ব হারাবে। অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েই শেষ নয় বরঞ্চ মানব শত্রু ইবলিশ যাদুর দ্বারা নাপাক ও গোবরের ফল তৈরী করে শরীয়ত ও ইলেম শূন্য ব্যক্তির মুখের মধ্যে দিয়ে থাকে। আর এই ব্যক্তি উক্ত নাপাক ফলকে সত্যিকার ফল ভেবে আনন্দ ও তৃপ্তি সহকারে গিলতে থাকে। যখন চোখ বন্ধ হবে তখন প্রকাশ হবে যে, সে কি বস্তু দ্বারা তার মুখের গহ্বর পূর্ণ করেছে। (আল্লাহর আশ্রয় চাই এ থেকে)

উল্লিখিত বৃক্ষসমূহ থেকে পান ও তার লতার দৃষ্টান্ত অতি নিকটতর। সুগন্ধ, সুন্দর রং, সুস্বাদু, আনন্দ দানকারী, অন্তর ও মস্তিষ্কে শক্তি সঞ্চয়কারী রক্ত পরিষ্কার করে সজীবতা আনয়নকারী ও শ্রীবর্ধনকারী। এতদব্যতীত তার আশ্চর্য বিশেষত্ব হল এর লতা শুকিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে যেখানে যেখানে তার পান রয়েছে তা শুকিয়ে যাবে। এটা শরীয়ত ও হাকীকতের কিংবা শরীয়ত ও তরীকতের এক ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত।

(৪১) হযরত আরেফ বিল্লাহ সাইয়েদী আলী খাওয়াছ (রঃ) যিনি ইমাম আবদুল ওয়াহাব শায়ারানী (রঃ) এর পীর ছিলেন, তিনি এরশাদ করেনযে,

عِلْمُ الْكَشْفِ اَخْبَارٌ بِالْاُمُوْرِ عَلَيْ مَاهِيَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهَا وَهٰذَا اِذَا حَقَّقْتَهُ وَجَدْتَهُ لَايُخَالِفُ الشَّرِيْعَةُ فِي شَيْئٍ بَلْ هُوَ الشَّرِيْعَةُ

ইলমে কাশ্‌ফ হল, বস্তু যেভাবে বাস্তবে আছে সেভাবে তার সংবাদ দেয়া। আর যদি তুমি গবেষণা করে দেখ যে, কোন ব্যাপারে হাকীকতকে শরীয়তের পরিপন্থী পাবেনা বরং শরীয়তের অনুরূপ পাবে। (মীজানুশ শরীয়তুল কুবরা-পৃঃ ৪৯)

(৪২) তিনি আরো বলেছেন,

جَمِيْعُ مَصَابِيْحِ عُلَمَاءِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ قَدْ اِتَّقَدَتْ مِنْ نُوْرِ الشَّرِيْعَةِ فَمَا مِنْ قَوْلٍ مِنْ اَقْوَالِ الْمُجْتَهِدِيْنَ وَمُقَلِّدِيْهِمْ اِلَّا وَهُوَ مُؤَيَّدٌ بِاَقْوَالِ اَهْلِ الْحَقِيْقَةِ لَاشَكَّ عِنْدَنَا فِي ذٰلِكَ

জাহেরী ইলেমের আলেম হোক বা বাতেনী ইলেমের আলেম, প্রত্যেকের প্রদীপ শরীয়তের আলো দ্বারাই আলোকিত হয়ে থাকে। মুজতাহিদ ইমামগণ ও তাঁদের অনুসারীগণের এমন কোন উক্তি নাই যাকে হাকীকত তত্ত্বজ্ঞানী গণের উক্তি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে না। আমাদের মতে ঐ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

তিনি আরো বলেন,

اِمْدَادُ قَلْبِهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمِيْعِ قُلُوْبِ عُلَمَاءِ اُمَّتِهِ فَمَا اِتَّقَدَ مِصْبَاحُ عَالِمٍ اِلَّا عَنْ مِشْكٰوةِ نُوْرِ قَلْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

উম্মতে মোহাম্মদীর সকল আলেমের কলবে রাসুলে খোদার (দঃ) কলব থেকে সাহায্য পৌঁছে থাকে। সুতরাং প্রত্যেক আলেমের কলব হুজুরের বাতেনী নূরের চেরাগদানী থেকে প্রজ্বলিত হয়ে থাকে। (প্রাগুক্ত)

(৪৩) তিনি আরো বলেছেন,

عِلْمُ الْكَشْفِ الصَّحِيْحِ لَايَأْتِيْ قَطُّ اِلَّا مُوَافِقًا لِلشَّرِيْعَةِ الْمُطَهَّرَةِ

বিশুদ্ধ ইলমে কাশফ পবিত্র শরীয়তের অনুসরণ ব্যতীত কখনো আসেনা। (আল-জাওয়াহের ওয়াদদোরার, মিশরী ছাপা, পৃঃ-২৫৫)

(৪৫) হযরত আবদুল ওয়াহাব শায়ারানী (রঃ) বলেছেন,

كُلُّ حَقِيْقَةٍ شَرِيْعَةٌ وَعَكْسُهُ –

অর্থাৎ- হাকীকত হল আসল শরীয়ত। আর শরীয়তই আসল হাকীকত

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰي قَدْ اَقْدَرَ إِبْلِيْسَ كَمَا قَالَ الْغَزَالِيْ وَغَيْرُهُ عَلٰي اَنْ يُقَيْمَ لِلْمَكَاشِفِ صُوْرَةَ الْمَحَلِّ الَّذِيْ يَأْخُذُ عِلْمَهُ مِنْهُ مِنْ سَمَاءٍ اَوْعَرْشٍ اَوْكُرْسِيٍّ اَوْقَلَمٍ اَوْلَوْحٍ فَرُبَّمَا يَظُنُّ الْمُكَاشِفُ اَنَّ ذٰلِكَ الْعِلْمَ عَنِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَاَخَذَبِهِ فَضَلَّ وَاَضَلَّ فَمِنْ هُنَا اَوْجَبُوا عَلَي الْمُكَاشِفِ اَنْ يَعْرِضَ مَا اَخَذَهُ مِنَ الْعِلْمِ مِنْ طَرِيْقِ كَشْفِهِ عَلَي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهِ فَاِنْ وَافَقَ فَذَاكَ وَالاَحْرُمَ الْعَمَلُ بِهِ

নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ ইবলিশকে ক্ষমতা দিয়েছেন, সে কাশফের অধিকারী ব্যক্তির সামনে আসমান, আরশ কুরছি, লওহ কলম-যেখান থেকে ইলেম অর্জিত হয় সে স্থানের আকৃতি দাঁড় করায় অথচ প্রকৃতপক্ষে তা-আরশ কুরছি লওহ-কলম নয়, শয়তানেরই ধোঁকা মাত্র। একথা ইমাম গাজ্জালী সহ অন্যান্য ইমামগণও বর্ণনা করেছেন। এখন শয়তানের ধোঁকায় ঐ কাশফের দাবীদার সেটাকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে ধারণা করে। তারই উপর আমল করে নিজে পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করে দেয়। এজন্য বেলায়তের ইমামগণ কাশফের অধিকারীর উপর আমল করার পূর্বে তা যেন কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুলের মাপকাঠিতে যাচাই করে নেয়। যদি তা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুলের অনুরূপ হয় তাহলে খুব ভাল কথা, নতুবা তার উপর আমল করা হারাম হবে। (প্রাগুক্ত পৃঃ-১৩) হে জ্ঞানান্ধগণ! তোমরা শরীয়তের প্রয়োজনীয়তা দেখেছ। তোমরা যদি শরীয়তের আঁচল দৃঢ়ভাবে না ধর, তাহলে শয়তান তোমাদেরকে কাঁচা তালির লাগাম পরিয়ে এদিক সেদিক ঘুরাতে থাকবে। যেমন হাদিস শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, ফিকাহ শূন্য আবেদ চাক্কী টানার গাধার ন্যায়।

(৪৬) উল্লেখ্য যে, ইমাম শায়ারানী আরো বলেছেন

لَاتَلْحِقُ نِهَايَةُ الْوِلَايَةِ بِدَايَةَ النُّبُوَّةِ اَبَدًا وَلَوْاَنَّ وَلِيًّا تَقَدَّمَ اِلَي الْعَيْنِ الَّتِيْ يَاْخُذُ مِنْهَا الاَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لِاحْتَرَاقِ غَايَةِ اَمْرِالاَوْلِيَاءِ اِنَّهُمْ يَتَعَبَّدُوْنَ بِشَرِيْعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْفَتْحِ عَلَيْهِمْ وَبَعْدَهُ وَمَتٰي مَاخَرَجُوا عَنْ شَرِيْعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكُوْا وَاِنْ قُطِعَ عَنْهُمُ الاَمْدَادُفَلَا مُكِنَتَهُمْ اَنْ يَسْتَقِلُّوْا بِالاَخْذِعَنِ اللّٰهِ تَعَالٰي اَبَدًا اَوَقَدْتَقَدَّمَ اَنَّ جَمِيْعَ الاَنْبِيَاءِ وَالاَوْلِيَاءِ مُسْتَمِدُّوْنَ

مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"বেলায়তের শেষ প্রান্ত কখনও নবুয়তের প্রারম্ভ দ্বার পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনা। নবীগণ যে ঝর্ণা পর্যন্ত পৌঁছেছেন, সেই ঝর্ণা থেকে তাঁরা ফয়েজ অর্জন করেছেন। সেই ঝর্ণা পর্যন্ত যদি কোন ওলি অগ্রসর হন, তাহলে তিনি জ্বলে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবেন। অলিগণের শেষ কাজ হল হযরত মুহাম্মদের (দঃ) শরীয়ত অনুযায়ী এবাদত করা, কাশফ অর্জিত হোক বা না হোক। আর যখনই শরীয়তে মুহাম্মদি থেকে সে বের হবে, ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তার সাহায্যও বন্ধ হয়ে যাবে। আর যখনই তাঁর সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে, তখন সে কোন অবস্থাতেই নিজে একা আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে সক্ষম হবেনা। আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি যে, সকল নবী ও ওলী প্রিয় নবী (দঃ) হতে সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন।" (ইয়াওয়াকীত ওয়াল -জাওয়াহের পৃঃ ২২০)

(৪৭) ইমাম শায়ারানী আরো বলেছেন,

اَلتَّصَوُّفُ اِنَّمَا هُوَ زُبْدَةُ عَمَلِ الْعَبْدِ بِاَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ-

তাসাউফ অর্থ বান্দা শরিয়তের হুকুম সমুহের উপর আমল করার সার মাত্র।

(৪৮) তিনি বলেছেন

عِلْمُ التَّصَوُّفِ تَضَرُّعٌ مِنْ عَيْنِ الشَّرِيْعَةِ-

তাসাউস শরীয়তের ঝর্ণা থেকে নির্গত একটি ঝিলের নাম।

(৪৯) তিনি আরো বলেছেন,

مَنْ وَفَّقَ النَّظَرَ عَلِمَ اَنَّهُ لَايَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْ عُلُوْمِ اَهْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَنِ الشَّرِيْعَةِ وَ كَيْفَ تَخْرُجُ عُلُوْمُهُمْ عَنِ الشَّرِيْعَةِ وَالشَّرِيْعَةُ هِيَ صِلَتُهُمْ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ-

" যে গভীরে চিন্তা করবে সে জানতে পারবে যে, ওলীগণের ইলেম থেকে কিছুই শরীয়তের বাহিরে যাবেনা। বস্তুতঃ কেমন করে তাদের ইলেম শরিয়তের বাহিরে যাবে, প্রকৃত পক্ষে প্রতি মূহুর্তই তাদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হল শরীয়ত।"

(৫০) তিনি আরো বলেছেন,

قَدْ اَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلَى اِنَّهُ لَايَصْلُحُ لِلتَّصَدُّرِفِيْ طُرُقِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اِلَّا مَنْ تَبَحَّرَفِيْ عِلْمِ الشَّرِيْعَةِ وَعَلِمَ مَنْطُوْقَهَا وَمَفْهُوْمَهَا وَخَاصَّهَا وَ عَامَّهَا وَ تَبَحَّرَفِيْ لُغَةِ الْعَرَبِ حَتّٰى عَرَفَ مَجَازَاتِهَا وَاسْتِعَارَاتِهَا وَغَيْرَ ذٰلِكَ فَكُلُّ صُوْفِيْ فَقِيْهٌ وَلَاعَكْسَ

"সকল ওলী এ কথার উপর এক মত যে, যিনি ইলেম শরীয়তের সমুদ্র, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তরিকতের নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা রাখেন না।

আর তাঁর আমখাছ ও নাছেখ মানছুখের গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। আরবী ভাষায় পান্ডিত্য থাকতে হবে। এমন কি হাকীকত, মাজাজ ও ইস্তেয়ারা সহ তৎসম্পর্কিয় যাবতীয় জ্ঞান তার

নিকট থাকতে হবে। সুতরাং, প্রত্যেক সুফী ফকীহ হয়ে থাকেন কিন্তু ফকীহ সুফী নয়।" এই চারটি উক্তি ইমাম শায়ারানী তাবাকাতে কুবরার ৪র্থ পৃষ্ঠায় উল্লেখ্য করেছেন।

(৫১) মশহুর আরেফ (ইমাম শায়ারানী) আরো বলেছেন,

اَلْكَشْفُ الصَّحِيْحُ لَايَاتِيْ دَائِمًا اِلَّا مُوَافِقًا لِلشَّرِيْعَةِ كَمَا هُوَ الْمُقَرَّبَيْنَ الْعُلَمَاءِ

বিশুদ্ধ কাশফ সর্বদা শরীয়তের অনুরূপই হয়ে থাকে। যেমনি ঐ বিষয়ের আলেমদের মধ্যে নির্দিষ্ট রয়েছে।" (মীজান পৃঃ ১৩)

(৫২) হযরত আরেফবিল্লাহ ছাইয়্যেদী আবদুল গণী নাবলুছী (রঃ) বলেছেন,

مَايَدَّعِيْه بَعْضُ الْمُتَصَوِّفَةِ فِي زَمَانِنَا اِنَّكُمْ مَعْشَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ الظَّاهِرِ تَاخُذُوْنَ اَحْكَامَكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاَنَا نَاخُذُ مِنْ صَاحِبِه هٰذَا كُفْرٌ لَامَحَالَةَ بِالْاِجْمَاعِ مِنْ وُجُوْهِ الْاَوَّلِ التَّصْرِيْحِ بِعَدَمِ الدُّخُوْلِ تَحْتَ اَحْكَامِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَعَ وُجُوْدِ شُرُوْطِ التَّكْلِيْفِ مِنَ الْعَقْلِ وَالْبُلُوْغِ اِنْ اَرَادَ بِتَرْكِ الْعِلْمِ الظَّاهِرِ عَدَمَ تَعَلُّمِ ذٰلِكَ وَعَدَمِ الْاِعْتِنَاءِ بِه لِاَنَّ الْعِلْمَ الظَّاهِرَ لَاحَاجَةَ اِلَيْهِ فَقَدْ سَفِهَ الْخِطَابُ الْاِلٰهِيْ وَسَفِهَ الْاَنْبِيَاءَ وَنَسَبَ الْعَبَثَ وَالْبُطْلَانَ اِلَى اِرْسَالِ الرُّسُلِ وَاِنْزَالَ الْكُتُبِ فَلَاشَكَّ فِي كُفْرِه اَشَدُّ الْكُفْرِ

"আমাদের যুগে কিছু সংখ্যক লোক ছুফী সেজে দাবী করে থাকে – 'হে জাহেরী ইলমের অধিকারীগণ। তোমরা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুল (দঃ) থেকে নিজেদের হুকুম সমূহ গ্রহণ করে থাক। আর আমরা স্বয়ং কোরান ওয়ালা থেকে গ্রহণ করে থাকি।'

এরূপ দাবী বিভিন্ন কারণে মজবুত এজমা দ্বারা কুফরী হিসাবে সাব্যস্ত হবে। কেননা, শরীয়তের বিধান ওয়াজেব হওয়ার পূর্ব শর্ত সমূহ যেমন আক্কেল হওয়া, বালেগ হওয়া, তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাদের স্পষ্ট উক্তি হল আমরা শরীয়তের হুকুম সমূহের অধীন নই। আর যদি সে ব্যক্তি ইলমে জাহের ত্যাগ করার মানে ইলমে জাহের না শিখা এবং ওটির প্রতি গুরুত্ব না দেয়া উদ্দেশ্য করে থাকে এই ধারনায় যে, ইলমে জাহেরের প্রয়োজনীয়তা নাই তখন বুঝতে হবে যে, সে ব্যক্তি আল্লাহর কালামকে আহমক বলেছে এবং রাসুল গণকে বোকা সাব্যস্ত করেছে এবং রাসুলগণের আগমন ও আসমানী কিতাব নাযিলকে অযথা ও বাতেল সাব্যস্ত করেছে। এমতাবস্থায় তার কুফরী ও সে বড় কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।" (হাদীকায়ে নাদীয়া মিশরী ছাপা ১১১, ১১২)

(৫৩) হযরত আরেফবিল্লাহ ছাইয়্যেদী আবদুল গণী নাবলুছী (রঃ) পবিত্র শরীয়তের তাজিমের ব্যাপারে ছাইয়্যেদু তায়েফাহ জুনায়েদ বগাদাদী (রঃ) হযরত ছের্‌রিউছ ছুকতী, হযরত আবু ইয়াজিদ বোস্তামি, হযরত আবু সোলাইমান দারানী, হযরত জুন্নুনে মেশরী,

হযরত বশরহাফী, হযরত আবু ছাঈদ হারবার ও অন্যান্য মনীষীগণের উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন,

أُنْظُرْ اَيُّهَا الْعَاقِلُ الطَّالِبُ لِلْحَقِّ اِنْ هُوَ لِعُظَمَاءِ مَشَائِخِ الطَّرِيْقَةِ وَكُبَرَاءِ اَرْبَابِ الْحَقِيْقَةِ كُلُّهُمْ يُعَظِّمُوْنَ الشَّرِيْعَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ وَكَيْفَ وَهُمْ مَاوَصَلُوا اِلاَّ بِذٰلِكَ التَّعْظِيْمِ وَالسُّلُوْكِ عَلٰي هٰذَا الْمَسْلَكِ الْمُسْتَقِيْمِ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَلاَعَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ السَّادَةِ الصُّوْفِيَّةِ الْكَامِلِيْنَ اَنَّهُ اِحْتَقَرَشَيْئًا مِنْ اَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ الْمُطَهَّرَةِ وَلاَامْتَنَعَ مِنْ قَبُوْلِهِ بَلْ كُلُّهُمْ مُسَلِّمُوْنَ لَهُ يَبْنُوْنَ عُلُوْمَهُمْ الْبَاطِنَةَ عَلٰي الْيَسْرَةِ الْاَحْمَدِيَّةِ فَلاَيَغُرَّنَّكَ طَامَاتِ الْجُهَّالِ الْمُتَنَسِّكِيْنَ الْفَاسِدِيْنَ الْمُفْسِدِيْنَ الضَّالِّيْنَ الْمُضِلِّيْنَ الزَّاهِدِ تَعَيَّنَ عَنِ الشَّرْعِ الْقَوِيْمِ اِلٰي صَاطِ الْجَحِيْمِ خَارِجِيْنَ عَنْ مَنَاهِجِ عُلَمَاءِ الشَّرِيْعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ تَارِفِيْنَ عَنْ مَسَالِكِ مَشَائِخِ الطَّرِيْقَةِ لاَعْرَاضِهِمْ عَنْ التَّادُّبِ بِاٰدَابِ الشَّرِيْعَةِ وَتَرْكِهِمْ الدُّخُوْلَ فِي حُصُوْنِهَا الْمُنِيْعَةِ فَهُمْ كَافِرُوْنَ بِاَنْكَارِهَا يَدَّعُوْنَ الْاِسْتِنَارَةَ بِاَنْوَارِهَا وَمَشَائِخُ الطَّرِيْقَةِ قَائِلُوْنَ بِاٰدَابِ الشَّرِيْعَةِ مُعْتَقِدُوْنَ تَعْظِيْمَ اَحْكَامِ اللّٰهِ تَعَالٰي وَلِهٰذَا اِتَّحَفَهُمْ اللّٰهُ تَعَالٰي بِالْكَمَالاَتِ الْقُدْسِيَّةِ وَهٰؤُلاَءِ الْمَغْرُوْرُوْنَ بِاَنْفُشَارِ اللاَّبِسُوْنَ حِلَّةَ الْعَارِ الَّذِيْنَ هُمْ مُسْلِمُوْنَ فِي الظَّاهِرِ وَاِذَا حَقَّقْتَهُمْ فَهُمْ كُفَّارٌ لَمْ يَزَالُوْا مُعْتَكِفِيْنَ عَلٰي اَصْنَامِ الْاَوْهَامِ مُفْتُوْنِيْنَ بِمَا يُلْقِي لَهُمْ الشَّيْطَانُ مِنَ الْوَسَاوِسِ فِي الْاَفْهَامِ فَالْوَيْلَ كُلُّ الْوَيْلِ لَهُمْ وَلِمَنْ تَبِعَهُمْ اَوْحَسَّنَ اَمْرَهُمْ فَهُمْ قُطَّاعُ طَرِيْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى

"হে সত্য অন্বেষণকারী জ্ঞানী। দেখুন তরীকতের ঐ সকল সম্মানিত মহাত্মাগণ,এবং হাকীকতের মহান অধিকারীগণ তারা সবাই মুহাম্মদের (দঃ) শরিয়তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। কেন (সম্মান) করবে না? তাঁরা তো ঐ শরীয়তের সম্মান, এবং শরীয়তের সরল সঠিক পথে চলার দ্বারাই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন। উল্লেখিত মনীষী এবং অন্যান্য কামেল অলিদের মধ্য হতে একজনও এরূপ পাওয়া যাবেনা যিনি শরীয়তের কোন বিধানকে নিকৃষ্ট মনে করেছেন। বা তা গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছেন। বরং তারা শরীয়তের সামনে তাঁদের কাঁধ ঝুকিয়ে দিয়েছেন এবং স্বীয় বাতেনী ইলেমকে প্রিয় নবী (দঃ) এর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

জাহেলদের (মূর্খদের) আশ্রয় যেন তোমাকে ধোঁকায় ফেলতে না পারে। সে সমস্ত জাহেলদের কথা হল যে তারা ছালেক হওয়ার ব্যাপারে নিজেরা ফ্যাসাদে নিপতিত হয়েছে এবং অন্যকেও ফ্যাসাদে ফেলে, এবং নিজেরা পথহারা হয়ে অন্যকেও পথভ্রষ্ট করে দেয়। শরিয়তের সরল সঠিক পথ ত্যাগ করে বক্র হয়ে জাহান্নামের পথ ধরে চলে। যা শরীয়তের আলেম ও তরীকতের আলেমদের প্রদর্শিত রাস্তার বাহিরে। যেমন সে শরীয়তের নিয়ম পন্থা গ্রহণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং এর সুরক্ষিত দুর্গ সমূহে আশ্রয় নেয়াকে পরিহার করে বসে আছে। সুতরাং শরীয়তকে অস্বীকার করার কারণে তারা কাফের সাব্যস্ত হবে। তারা আরো দাবী করে যে, তরীকতের আলো দ্বারা তারা আলোকিত হয়েছে। শরীয়তের মশায়েখগণ শরীয়তের আদবের উপর প্রতিষ্ঠিত, (এবং) আল্লাহর বিধান সমূহের মহত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাষ স্থাপনকারী। এই জন্যেই মহান আল্লাহ তাদেরকে পবিত্র কামালিয়াত (পরিপূর্ণতা) উপঢৌকন হিসেবে দান করেছেন।

আর ঐ সমস্ত মানুষ শরীয়ত ত্যাগী যারা স্বীয় অহেতুক কার্যাবলী দ্বারা প্রতারিত হয়ে থাকে। ওরা লজ্জাকর পরিধেয় পরিধান করে। বাহ্যিক ভাবে মুসলমান, বাস্তবে এরা কাফের। এই সমস্ত লোক স্বীয় ধারনার প্রতিমার সামনে অবস্থান করে থাকে। শয়তান যে প্রতারনা তাদের ধ্যান ধারনায় নিক্ষেপ করে, তা দ্বারা তারা ফিতনায় আক্রান্ত হয়। এই ধরনের লোক ও তাদের অনুসারী এবং তাদের কার্যাবলীকে সমর্থন কারীদের জন্য আফসোস আর আফসোস রয়েছে। এ ধরনের লোক আল্লাহর রাস্তায় ডাকাত" (সংগৃহীত হাদিয়ায়ে নাদিয়া প্রথম খন্ড পৃঃ ১৩০-১৩১)।

(৫৪) ছিলছিলায়ে চিশতিয়ায়ে আলীয়ার সরদার হযরত কুতবে রব্বানী মাহবুবে ইয়াজদানী মাখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর চিশতী (রঃ) বলেছেন,

خارق عادت اگراز ولي موصوف باصاف ولايت ظاهربود كرامت يند واگر ازمخالف شريعت صادر شود استد راج حفظنا الله واياكم

বেলায়তের গুণে গুনান্বিত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অলি থেকে যদি অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ হয়, তাকে কারামত বলে। আর যদি শরীয়ত বিরোধি ব্যক্তি থেকে প্রকাশ হয়, তাকে ইস্তেদরাজ বলে। আল্লাহ সকলকে এরূপ প্রতারনা মুলক কার্যাদি হতে হেফাজত করুন। (লাতায়েফে আশরাফীয়া পৃঃ ১২৬)

(৫৫) হযরত ছাইয়েদী আবুল মাকারেম রুকনুদ্দীন (রঃ) যিনি হযরত ছাইয়েদী নুরুদ্দীন আবদুর রহমান এছকেরারীর (রঃ) খলীফা, তিনি হযরত জামালউদ্দীন আহমদ জুযকানীর (রঃ) খলীফা। তিনি হযরত ছাইয়েদী রেজাউদ্দীন আলী লালার খলিফা, তিনি হযরত নজমুদ্দিন কুবরার(রঃ) খলিফা।

তিনি (আবুল মাকারেম রুকনুদ্দীন) তার মুরশিদ বরহক থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

دل تاشریعت رابکمال نگیرد قدم درولایت نتوان نهاد بلکه اگر انکار کند کافرگردد

যতক্ষণ না অন্তর শরীয়তকে পরিপূর্ণ ভাবে কবুল করবে, ততক্ষণ বেলায়তে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। বরং যদি শরীয়ত অস্বীকার করে কাফের হয়ে যাবে।

(নাকাহাতুল ইনছ পৃঃ ২৮৭)।

(৫৬) হযরত ছাইয়েদী শেখুল ইসলাম আহমদ নামেকী জামী (রঃ) হযরত ছাইয়েদী খাজা মওদুদ চিশতী (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

اول مصلی را بر طاق نه وبرو وعلم اموزکه زاهد بے علم مسخره شیطان است

এই পবিত্র ঘটানাটি অতি উত্তম এবং সুক্ষ্ম। এর সার কথা বের করুন, তখন ঐ পবিত্র উক্তির মূল উদ্দেশ্য জানা যাবে। ছিলছিলায়ে আলীয়া চিশতীয়ার ইমাম হযরত খাজা মওদুদ চিশতীর পক্ষ হতে সন্দেহ দুরীভুত হবে। আর আজ কালকার দিনে অনেক নামধারী স্বঘোষিত ওলী বেলায়তের মসনদকে পৈত্রিক সম্পদ বলে জানে। এই ঘটনা হেদায়ত, উপদেশ ও বুঝার উৎসাহ প্রদানকারী হবে। উল্লেখ্য ওলী হযরত মওদুদ চিশতী (রঃ) এমন বংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন, যেখানে বহু ওলী জন্ম নিয়েছেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ আল্লাহর প্রিয় ওলীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যারা শরীয়ত, তরীকত, ইলেম ও কারামতের ব্যাপারে সরদার হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। তাদের উত্তরসূরী হিসেবে হযরত খাজা মওদুদ চিশতী (রঃ) পৈত্রিক মসনদে আরোহন করেন। হাজার হাজার মানুষ তার মুরীদ হলেন। কিন্তু সাহেবজাদা (মওদুদ চিশতী) তখনও আলেম হন নাই এবং তরীকতেও কোন কামেল পীর মুর্শিদের শিক্ষা অনুযায়ী পা বাড়ান নাই। আল্লাহর চিরন্তন অনুগ্রহ তার অবস্থার প্রতি ছিল, তাই তাঁকে শিক্ষা ও জ্ঞান দানের জন্য মহান আল্লাহ হযরত শেখুল ইসলাম কুতবে আলম ছাইয়েদী আহমদ নামেকী জামীকে (রঃ) হেরাকু প্রেরণ করেন।

সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও জনসাধারণ তার উচ্চাঙ্গের কারামত দর্শনে তার প্রতি পূর্ন ও দৃঢ় আস্থাশীল হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। চতুর্দিকে তাঁর প্রসার প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সাহেবজাদা মওদুদ চিশতী এর নিকট ঐ প্রসিদ্ধি অপছন্দনীয় হল। তাই তিনি তাঁকে শহর থেকে বের করে দেয়ার ইচ্ছা পোষন করে ভক্তদের আন্দোলিত করলেন। হযরত আহমদ নামেকী (রঃ) এর সঙ্গীগণ ঐ ব্যাপারে অবহিত হলেন, কিন্তু আদব রক্ষার্থে তাঁর ব্যাপারটি তাদের পীর হযরত শেখুল ইসলাম থেকে গোপন রাখলেন। পীর সাহেব নিজেই এ সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেলেন।

একদা তার জন্য সকাল বেলার নাস্তা পরিবেশন করা হল। তিনি বললেন, কিছু সময় অপেক্ষা কর, কিছু সংখ্যক দূত আসছে। (কিছুক্ষনের মধ্যেই) হযরত মওদুদ চিশতীর (রঃ) পক্ষ হতে একদল দূত তাঁর দরবারে এসে পৌঁছে গেল। হযরত আহমদ নামেকী (রঃ) তাদেরকে খাওয়ালেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের

আগমনের কারন তোমরা বলবে না আমি বলব? তারা বলল, হুজুর! আপনি বলুন। তখন তিনি বললেন, তোমাদেরকে হযরত মওদুদ এ সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা আহমদ নামেকীকে বল যে সে আমার বেলায়তের কতৃত্বাধীন এলাকায় কেন এসেছে? সোজা পথে প্রত্যাগমন করতে বল, অন্যথা যে কোন প্রকারে হোক তাকে বের করে দেয়া হবে। তখন দূতগণ এই উক্তির স্বীকৃতি দিয়ে বলল, জি হ্যাঁ, হযরত খাজা সাহেব আমাদেরকে এই সংবাদ দিয়েই প্রেরণ করেছেন। এ সংবাদ শুনে হযরত আহমদ নামেকী (রঃ) বললেন, হযরত মওদুদ চিশতী যে বেলায়তের কথা বলেছেন, তা দ্বারা যদি এ গ্রাম উদ্দেশ্য হয়, তবে এটি তাঁর রাজত্বের অন্তর্ভূক্ত নয়,বরং অন্যের রাজত্বের অধীনে অবস্থিত। আর যদি বেলায়তের দ্বারা জনসাধারণকে বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে তারা তাঁর (মওদুদ চিশতী) প্রজা নয়, বরং সঞ্জরের বাদশাহর প্রজা, সেতো সকল শেখের বাদশাহ সাব্যস্ত হবে। আর যদি বেলায়ত দ্বারা আমি এবং ওলীগণ যা বুঝি, তিনি ও তা বুঝে থাকেন তাহলে আমি তাকে আগামী কাল দেখিয়ে দেব যে, বেলায়তের কাজ কি এবং কেমন। তিনি দুতদেরকে এই উক্তি প্রদান করলেন, এ দিকে আকাশে ভীষণ মেঘ দেখা দিল। একদিন এক রাত বিরামহীন বৃষ্টি হল। দ্বিতীয় দিন ভোর বেলায় হযরত আহমদ নামেকী (রঃ) সহচরদের বললেন- ঘোড়া প্রস্তুত কর। খাজা মওদুদের নিকট যেতে হবে। সঙ্গীগণ বললেন, এখন 'নদী উন্মত্ত অবস্থায়, কয়েকদিন বৃষ্টি বন্ধ না থাকলে কোন মাঝি নৌকা নিয়ে যেতে পারবেনা। তিনি বললেন কোন সঙ্কট নেই আমি নিজেই মাঝির দায়িত্ব পালন করব। তদানুযায়ী তারা যখন অরণ্যে পৌছলেন, তিনি দেখলেন অস্ত্র সস্ত্রে সজ্জিত একটি দল তার সাথে আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। এরা কারা? তদুত্তরে বলা হয় এরা আপনার ভক্তবৃন্দ। একদল লোক আপনার মোকাবিলায় আসতেছে শুনেই এরা আপনার সাথী হয়েছে। তিনি নির্দেশ দিলেন এদেরকে ফিরিয়ে দাও। তীর, তলোয়ার সঞ্জরের কাজ। অলিগণের হাতিয়ার অন্য কিছু। মোট কথা তিনি কয়েকজন খাদেমকে নিয়ে নদীর তীরে পৌঁছলেন। নদীর পানি সীমা অতিক্রমের পর্যায়ে ছিল। তিনি বললেন অদ্য পানি শান্ত। কেননা, আমি মাঝির দায়িত্ব আদায় করব। এই ভাবে তিনি ইলমে মারেফাতের কথা বলা আরম্ভ করলেন, উপস্থিত সহচর বৃন্দ মারেফতের আস্বাদনে আত্মহারা হলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন চক্ষু বন্ধ করে বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়ে চল।

প্রত্যেকে তদনুযায়ী কাজ করল। তাদের মধ্যে হতে যিনি তাড়াতাড়ি চক্ষু খুললেন তাঁর জুতো ভিজে গেল, আর যিনি কিছু বিলম্বে চক্ষু খুললেন তাঁর জুতোতে একটুকুও পানি লাগেনি এবং তারা প্রত্যেকেই নিজেকে নদীর ওপারে দেখতে পেলেন।

হযরত মওদুদ চিশতীর দুতগণ যখন এ অলৌকিক ঘটনা দেখলেন, তাড়াতাড়ি মওদুদ চিশতীর দরবারে গিয়ে তা উল্লেখ করলেন। (কিন্তু) কেউ বিশ্বাস করলেন না। অবশেষে সাহেবজাদা (মওদুদ চিশতী) দুই হাজার অস্ত্রধারী ভক্ত নিয়ে রওয়ানা হলেন। যখনই (হযরত আহমদ নাকেমীর) সামনা সামনি হলেন এবং তার চক্ষু একত্রিত হলো অনিচ্ছা সত্বেও তিনি (মওদুদ) সওয়ারী হতে নেমে পায়ে হেটে গিয়ে হযরত (আহমদ নামেকীর)

পায়ে চুম্বন দিলেন। হযরত তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে উৎসাহ প্রদান করলেন এবং বললেন, বেলায়তের কাজ দেখেছ? তুমি জান না যে আল্লাহ ওয়ালাদের বেলায়ত সমরবিদ ও সমরাস্ত্রের দ্বারা হয় না। যাও আরোহন কর। তুমি এখন ছেলে মানুষ, তোমার জানা নেই যে, তুমি কি করছ। যখন গ্রামে প্রবেশ করলেন হযরত শেখুল ইললাম (আহমদ নামেকী) (রঃ) সহচর ও ভক্তবৃন্দকে নিয়ে এক মহল্লায় গেলেন। আর হযরত সাহেবজাদা (মওদুদ) (রঃ) সহচর ও ভক্তবৃন্দকে নিয়ে অন্য এক মহল্লায় গেলেন।

দ্বিতীয় দিন হযরত সাহেবজাদার ভক্তগণ বললেন, আমরা এসেছিলাম হযরত শেখ আহমদকে এই দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য আর বর্তমানে তিনি আমাদের সাথে একই গ্রামে বসবাস করছেন। অন্য কোন ভাল চিন্তা করা দরকার। এই উত্তরে হযরত মওদুদ চিশতী (রঃ) বললেন, আমার সঠিক রায় হল যে, প্রত্যুষে খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার থেকে অনুমতি নেই,তার কাজ আমাদের ক্ষমতাভুক্ত নয় । ভক্তবৃন্দ বললেন বরং সঠিক রায় হল যে, কোন গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হোক। যখন কাইলুলা (দ্বিপ্রহরে আহারের পর বিশ্রাম) করবে এবং লোকজন তার দরবার থেকে চলে যাবে। তাঁর একাকিত্বের মুহূর্তে আমদের একদল আপনার সঙ্গী হয়ে তার নিকট গিয়ে সেনার মাধ্যমে বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করতঃ একজন তার উপর বর্শাঘাত করবে। এর প্রতিবাদে হযরত খাজা মওদুদ চিশতী বললেন, এই রায় ঠিক নয়। তিনি আল্লাহর ওলী, অলৌকিক জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু ভক্তগণ মেনে নিতে পারলেন না। হযরত শেখুল ইসলামের (রঃ) যখন দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের সময় হল এক খাদেম তাঁর জন্য বিছানার ব্যবস্থা করতে চাইলে তিনি তাকে বললেন কিছুক্ষন অপেক্ষা কর, কিছু কাজ রয়েছে। হঠাৎ একজন ব্যক্তি এসে দরজা নাড়া দিল। খাদেম দরজা খুলে দেখলেন হযরত মওদুদ চিশতী এক বাহিনী নিয়ে উপস্থিত। সালাম দিয়ে তিনি আরম্ভ করলেন, আর সঙ্গীরা নারায়ে তকবীরের ধ্বনী উচ্চারণ করতে লাগল। তারা তাদের খারাপ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ইচ্ছা করল। হযরত শেখুল ইসলাম (আহমদ নামেকী) বললেন, হায়! হায়! সাহল, হায়! হায়! সাহল তুমি কোথায়?

সাহল ছারখছ শহরে বসবাস কারী অলৌকিক শক্তির অধিকারী এক পাগল ছিলেন। যিনি সর্বদা হযরত শেখুল ইসলামের (রঃ) খেদমতে থাকতেন। হযরত তাকে আওয়াজ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপস্থিত হলেন এবং মওদুদ চিশতির ভক্তদের উপর এক বিকট আওয়াজ করলেন। এ- আওয়াজে তারা সবাই এক সাথে জুতা পাগড়ী ফেলে পলায়ন করল, শুধুমাত্র হযরত খাজা মওদুদ চিশতী রয়ে গেলেন। তিনি অত্যন্ত লজ্জিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন এবং উলঙ্গ শিরে দাঁড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে আরজ করলেন, হুজুরের নিকট স্পষ্ট যে এবার আসতে আমি রাজি ছিলাম না। হযরত শেখুল ইসলাম বললেন, সত্য কথা, কিন্তু তুমি তাদের সাথে কেন এসেছ? তদুত্তরে তিনি বললেন, আমি দোষ করেছি, হুজুর আমাকে ক্ষমা করুন।

শায়খুল ইসলাম বললেন, ক্ষমা করে দিয়েছি। তাদের নিয়ে এস এবং দুই জন খাদেম নিযুক্ত কর। আর তিন দিন অবস্থান কর। হযরত খাজা মওদুদ (রঃ) তাই করলেন।

অতঃপর তিনি হযরত শায়খুল ইসলামের (রঃ) নিকট গিয়ে আরজ করলেন। (হুজুর) যে নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করেছি। এখন হুজুরের কি নির্দেশ। তদুত্তরে তিনি বললেন, গদি তাকের উপরে রেখে দাও এবং ইলমে শরিয়ত অর্জন কর। কেননা এলেম শূন্য ব্যক্তি শয়তানের অনুসারী। হযরত খাজা মওদুদ (রঃ) বললেন-গ্রহণ করলাম। আর কি এরশাদ আছে। তদুত্তরে তিনি বললেন যখন ইলেম অর্জন থেকে অবসর হবে, তখন স্বীয় বংশকে হেদায়তের দ্বারা জীবিত করবে। তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ কারামতের অধিকারী ওলী ছিলেন।

হযরত মওদুদ চিশতী (রঃ) বললেন, হুজুর! বংশ জীবিত করতে বললেন, তবে প্রথম তাবারুক হিসেবে আমাকে মসনদে বসান। সাইখুল ইসলাম বললেন, ইলেমের শর্ত রইল, ইলেমের শর্ত রইল, ইলেমের শর্ত রইল। এই ভাবে তিন বার বললেন, হযরত মওদুদ চিশতী (রঃ) আরো তিন দিন খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। উপকৃত হলেন এবং অনেক দান ও করুণার ভাগী হলেন। অতঃপর ইলেম শিক্ষার্থে বলখ ও বোখারায় তশরীফ নিলেন এবং চার বৎসরের মধ্যে (ইলমে জাহের ও ইলমে বাতেনের) জ্ঞান ও পান্ডিত্য লাভ করেন। প্রত্যেক শহরে হযরতের অনেক কারামত প্রকাশ পেয়েছে। অতঃপর স্বীয় জন্মভূমি চিশতেই গমন করে ভক্তবৃন্দকে যাবতীয় শিক্ষাদানে মনোনিবেশ করলেন। চতুর্দিক হতে খোদা অনুসন্ধানকারীগণ উপস্থিত হয়ে হযরতের উসিলায় মারেফতের দৌলত ও বেলায়তের পদমর্যাদায় আসীন হয়েছেন।

হযরত খাজা শরীফ জিন্দানী(রঃ), যিনি একজন অতি মর্যাদাশীল ওলী, খোদা প্রেমিক ও খোদার নৈকট্য লাভকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনিও হযরত খাজা মওদুদ চিশতীর (রঃ) শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মুরিদ ছিলেন। (নাফহাতু ইনস শরীফ পৃঃ ২১১ পর্যন্ত)

(৫৭) হযরত মাওলানা নুরুদ্দীন জামী (রঃ) বলেছেন-

اگرصد ہزار خارق عادت برایشان ظاهرشود چون نه ظاهرایشان موافق احکام شریعت ست ونه باطن ایشان موافق آداب طریقت باشد آن ازقبیل مکروا ستدراج خواہدبود نه از مقوله ولایت وکرامت

'যদি কারো কাছ থেকে এক লক্ষ অলৌকিক ঘটনা ও প্রকাশ পায়, আর যাহের শরীয়তের হুকুম সমূহের অনুরূপ না হয়; তখন উল্লেখ্য অলৌকিক প্ররোচনা ও ইস্তেদরাজ বলে আখ্যায়িত করা হবে। এটিকে বেলায়ত ও কারামতের উক্তি বলা যাবেনা। (নাফাহাতুল ইনস্ পৃঃ ১৯)

একই কথা লাতায়েফে আশরাফী ১২৯ পৃষ্ঠায় ও উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর উল্লেখিত উভয় কিতাবে হযরত শায়খুশ শুয়োখ শেহাব উদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রঃ) ঐ এবারত অর্থাৎ ৩২ নং উক্তি উল্লেখ করেছেন।

নাফাহাতুল ইনস নামক গ্রন্থে হযরত শায়খুল ইসলাম আবদুল্লাহ হারাবী আনছারী (রঃ)

থেকে বর্ণিত যে, হযরত শেখ আহমদ চিশতীর (রঃ) প্রশংসায় বলতেন যে,

چشتیان ہمـــه چنان بودند ازخلق بے باك ودرباطن پاك وكمعرفت وفراست چالاك ہمه احوال ایشان باخلاص وترك ریا بود ہیچ گونه در شرع سستي رواند اشتندے

অর্থাৎ, চিশতীগন এমন ছিলেন যে, তাঁরা সৃষ্টির ব্যাপারে ছিলেন নির্ভীক (উদাসীন), বাতেন ছিল পবিত্র, ইলমে মারেফতে ও দূরদর্শনের মধ্যে ছিলেন পারদর্শী। তাঁদের সর্বাবস্থা ছিল নিস্কলুষ ও লৌকিকতা মুক্ত। শরীয়তের মধ্যে কোন প্রকার অসমতাকে তারা বৈধ মনে করতেন না। (নাফহাতুল ইন্‌স্ পৃঃ ২১৮)

নাফহাতুল ইনসের পুরাতন কপি, যে কিতাবটি তিনশত বৎসর পূর্বে লিখা হয়েছিল, এতে লিখা রয়েছে যে-

هیچگونه سستي رواند اشتندے تاتبنهادن چه رسد

মোট কথা আমাদের চিশতী হযরত গণের অবস্থার প্রতি লক্ষ করুন যে, তারা প্রকৃত পক্ষে শরীয়তের মধ্যে অলসতাকে কোন মতেই বৈধ মনে করতেন না।

"মায়াজাল্লাহ" (আল্লাহর পানাহ চাই)

শরীয়তের হুকুম সমূহকে হালকা মনে করা চিশতী হযরত গণের জন্য শরিয়তের অনুকরন থেকে নিজেদেরকে মুক্ত জানারই নামান্তর।

সিলসিলায়ে আলীয়া চিশতিয়া বেহেস্তিয়ার সরদার হযরত সুলতানুল আউলিয়া শেখ মাহবুবে ইলাহী নিযামউদ্দীন মুহাম্মদের (রাঃ) হেদায়ত পূর্ণ বক্তব্য শুনুন।

তিনি বলেছেন-

چندین چیزمیباید تاسماع مباح شود مسمع و مستمع وسموع وآله سماع مسمع یعني گوینده مرد تمام باشد كودك نباشد وعورت نباشدومستمع آنکه مي شنوداز یاد حق خالي نباشد ومسموع انچه بگویند فحش ومسخرگي نباشد وآله سماع مزامیرا ســت چون چنگ درباب ومثل آن مي بایدكه درمیان نباشداین چنین سماع حلال است -

অর্থাৎ, (سماع) "সেমা বৈধ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত বস্তুগুলি অপরিহার্য,

(১) যিনি সেমা বলবেন তিনি কোন নাবালেগ ছেলে বা কোন মহিলা হতে পারবেননা।

(২) সেমা শ্রবনকারী আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকতে পারবেন না।

(৩) যা সেমা হিসেবে আবৃত্তি করা হয় তা যেন মন্দ, অযথা, ও উপহাসমুক্ত হয়। আর সেমার অনুষ্ঠান যেন বাদ্য যন্ত্র মুক্ত হয়। উল্লেখিত শর্তের ভিত্তিতে 'সেমা হালাল বলে সাব্যস্ত হবে।"

দ্বিতীয়ত ঃ একদা এক লোক হযরত মাহবুবে ইলাহীর নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করল যে,

বর্তমানে কিছু সংখ্যক খানেকার অধিকারী দরবেশ মাজামীরের মজলীশে সেমার অনুষ্ঠানে বেহুশীর সৃষ্টি করেছেন।

হযরত মাহবুবে ইলাহী তদুত্তরে বলেছেন

نیکونه کرده اند انچه نامشروع ست ناپسندیده ست

অর্থাৎ, "উনারা যা করেছেন তা নেক কাজ নয়, কারণ ওটিকে শরিয়ত বৈধ বলেনি এবং তা পছন্দনীয় কাজ ও নয়।" (সিয়ারুল আউলিয়া পৃঃ ৫২০)

তৃতীয়ত ঃ যখন তারা উক্ত অনুষ্ঠান থেকে বের হয়ে আসল, একজন জিজ্ঞাসা করলঃ তোমরা এটা কি করলে? সেখানে তো বাদ্য যন্ত্র ছিল তোমরা তথায় কি করে কাউয়ালী শুনলেও ওয়াজ করলে? তারা বলল, আমরা সেখানে এইভাবে ডুবে গিয়েছি যে, আমাদের নিকট বাদ্যযন্ত্রের খবরও ছিলনা। এই ঘটনাটি হযরত শেখ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার নিকট বর্ণনা করার পর তিনি তদুত্তরে বললেন-

این جواب هم چیزے نیست این سخن در بهمه معصیتها بیاید

অর্থাৎ, এই উত্তর একেবারে অনর্থক। সকল প্রকার পাপির মধ্যেই এরূপ কৌশল হতে পারে। (সিয়ারুল আউলিয়া পৃঃ ৫২১) তিনি আরো এরশাদ করলেন যে, মানুষ মদ পান করে বলে ছিল, আত্মাহারা হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের অনুভব হল না যে, ওটি মদ কি পানি। তদ্রুপ জেনা করে বলেছিল, আমার অনুভব ছিলনা, তিনি আমার স্ত্রী না অন্য নারী।

চতুর্থ ঃ একদা একজন লোক আরজ করল যে, অমুক জায়গায় কিছু সংখ্যক বন্ধু-বান্ধব সেমার অনুষ্ঠান করছেন, তথায় বাদ্যযন্ত্র ও হারাম কার্যাদি বিদ্যমান আছে। এ কথা শ্রবনে হযরত সুলতানুল মাশায়েখ নিজামুদ্দীন (রঃ) বললেন-

من منع کرده ام که مزامیر ومحرمات درمیان نباشد نیکونه کرده اند

অথাৎ, আমি নিষেধ করে দিয়েছি সেমার অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র ও হারাম কার্য না থাকলেও তারা ভাল কাজ করেনি, (সিয়ারুল আউলিয়া পৃঃ ৫২২)।

পঞ্চমত ঃ হযরত মাহবুবে ইলাহীর (রাঃ) খলীফা হযরত শেখ মুহাম্মদ বিন মোবারক (রঃ) বলেছেন যে, হযরত মাহবুবে খোদা এ অধ্যায়ে সেমার ব্যাপারে খুব কঠোরতর নিষেধ করেছেন। এমন কি তিনি বলেছেন, ইমাম নামাজ পড়াচ্ছে আর জমাতে কিছু মহিলা ও অংশগ্রহন করেছেন, এমতাবস্থায় ইমাম সাহেবের যদি সাহু বা ভুল হয়ে যায়। তখন পুরুষ মুসল্লীগণ 'সোবহানাল্লাহ' বলে লোকমা দিয়ে ইমামকে ভুলের ব্যাপারে অবহির্ত করবে। আর মহিলা মুসল্লীগণ যদি লোকমা দিতে চায় ছোবহানাল্লাহ দ্বারা নয়। কারণ তার আওয়াজ যেন শুনা না যায়। এখন সে কি করে ইমামকে তার ভুলের ব্যাপারে অবহিত করবে, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে

پشت دست برکف دست زند وکف دست برکف دست نه زند

كه آن به لهومي ماند تااين غايت ازملاهي وامثال آن يرهيزآمده است پس درسماع طريق اوے كه ازين بابت نباشد

অর্থাৎ, মহিলা স্বীয় হাতের পিঠ অপর হাতের তালুর উপর মারবে। হাতের তালুকে তালুর উপর মারবেনা। কেননা তা খেল তামাশার অন্তর্ভূক্ত। তাছাড়া ওটির উদ্দেশ্য হল, খেল তামাশা ও অনুরূপ কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকা।

সুতরাং সেমার মধ্যে বাদ্যযন্ত্র কোন প্রকারেও বৈধ হতে পারেনা। হযরত শেখ মুবারক (রঃ)বলেছেন, এটির সারকথা হল,

درمنع دستك چندين احتياط آمده است پس درسماع مزامير بطريق اوے منع است

অর্থাৎ, যেখানে হাতের তালি নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে এতো সতর্কতা রয়েছে, এমতাবস্থায় সেমার অনুষ্ঠানে বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়াই অধিকতর যুক্তি যুক্ত হবে।

ছোবহানাল্লাহ! আল্লাহর যে সমস্ত খাঁটি বান্দা হাতের তালি না জায়েজ বলেছেন, আত্মপুজারী গণ তাদের উপরই ঢোল বাদ্য বাজানোর অপবাদ দিয়েছে।

ষষ্ঠত ঃ- হযরত মাহবুবে ইলাহীর (রঃ) মলফুজাত (বাণী সমূহ) যা ফাওয়েদুল ফুয়াদ নামে তাঁর শিষ্য হযরত মীর হাছান আল ছনজরী (রঃ) একত্রিত করেছেন, এতেও তাঁর স্পষ্ট এরশাদ উল্লিখিত রয়েছে যে, বাদ্য যন্ত্র হারাম।

সপ্তমত ঃ- হযরত মাহবুবে ইলাহীর (রঃ) খলিফা হযরত মাওলানা ফখরুদ্দীন জারাদী (রঃ) হুজুর কেবলার জীবিত থাকা কালীন তাঁরই নির্দেশে সেমার ব্যাপারে "كَشْفُ الْقِنَاعِ عَنْ اُصُوْلِ السَّمَاعِ" নামীয় একটি গ্রন্থ আরবী ভাষায় রচনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থে বলেছেন-

اَمَّاسِمَاعُ مَشَائِخُنَا رضي الله تَعَالٰي عَنْهُمْ فَبَرِيَ عَنْ هٰذِهِ التُّهْمَةِ وَهُوَ مُجَرَّدَ صَوْتِ الْقَوَّالِ مَعَ الْاَشْعَارِ الْمُشْعِرَةِ مِنْ كَمَالِ صُنْعَةِ اللهِ تَعَالٰي

"আমাদের মনীষীগণ সেমা বা বাদ্য যন্ত্রের অপবাদ থেকে মুক্ত ছিলেন। তাদের সেমা একমাত্র কাওয়াল গানের ছন্দমুক্ত শব্দ মাত্র, যা আল্লাহর পরিপূর্ণ কারিগরী সংবাদ বহন করে থাকে।"

হে মুসলীমগন। উল্লিখিত প্রমানাদি সত্য, না ওরা সত্য, যারা স্বীয় ইচ্ছার পুজারী হয়ে উল্লিখিত মনীষীদের উপর বাদ্যযন্ত্র বৈধ করনের অপবাদ দিয়ে থাকে। মহান আল্লাহ আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে বুঝার শক্তি ও হেদায়েত দান করুন আমিন।

(৫৮) হযরত মীর ছাইয়েদ আবদুল ওয়াহেদ বলগেরামী (রঃ) যিনি চিশ্‌তিয়া বংশের অন্যতম বড় অলিগণের একজন, একমাত্র এক সিঁড়ি পেরিয়ে তিনি হযরত মাখদুম ছকীর

(রঃ) মুরিদ ছিলেন এবং হযরত মখদুম ছকী ও মাত্র এবং সিঁড়ি পেরিয়ে হযরত মখদুম শাহ মীনার (রঃ) মুরীদ ছিলেন। হযরত শাহ কলিমুল্লাহ চিশতী জাহানাবাদী (রঃ) বলেছেন,

شبےدر مدینه منوره پهلو بر بسترخواب گذاشتم در واقعه دیدم که من وسید صبغة الله بر وجي معا در مجلس اقدس حضرت رسالت پناه صلي الله تعا لي علیه وسلم باریاب شدیم جمعے از صحابء کرام واولیائے عظام حاضر اند درینها شخصے ست که آنحضرت صلي الله تعلي علیه وسلم باولب به تبسم باین تبسم مي شیرین کرده حرفهامین زند والتفات تمام باو میدارند چون مجلس آخرشد از سید صبغة الله استفسار کردم که این شخص کیست که حضرت صلي الله علیه وسلم باالتفات باین مرتبه دارند گفت میرعبد الواحد بلگرامي ست وباعث مزید احترام اواین ست که سبع سنابل تصنیف اودرجناب رسالت مأب صلي الله علیه وسلم مقبول اقتاد

একরাত্রে আমি মদীনা মনোয়ারায় স্বীয় বিছানায় স্বয়ন করে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম যে আমি ও হযরত ছিবাগাতুল্লাহ উভয়ই প্রিয় নবী (দঃ) এর মজলিশে তার সাক্ষাতের অনুমতি প্রাপ্ত হলাম। তথায় রসুলের (দঃ) সাহাবী ও ওলীগণের একটি দল উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি এমন ছিলেন যে, আল্লাহর প্রিয় রাসুল (দঃ) মুচকি হাঁসির মাধ্যমে তার সাথে বাক্যালাপ করেছেন। উপস্থিত সকলের দৃষ্টি তার প্রতিই ছিল। মজলিশ যখন শেষ হল আমি হযরত ছিবাগাতুল্লাহর নিকট ব্যাখ্যা চাইলাম যে, উনি কে যার প্রতি রাসুল (দঃ) রহমতের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন? তদুত্তরে হযরত ছিবাগাতুল্লাহ বললেন যে, উনি হলেন হযরত আবদুল ওয়াহেদ বলগেরানী (রঃ)। তিনি যে অধিক সম্মানের অধিকারী হলেন, তার কারণ হল ওনার লিখিত গ্রন্থ 'ছাবয়ে ছানাবেল' নামক গ্রন্থ আল্লাহর রাসুলের নিকট গ্রহনযোগ্য হয়েছে। আর আবদুল ওয়াহেদ বলগেরামী (রঃ) সে ছাবয়ে ছানাবিল নামক গ্রন্থেই উল্লেখ করেছেনঃ

"হে সুক্ষ জ্ঞানের অধিকারী গণ। ধর্মীয় আলিমগন যারা নবী গনের উত্তরাধিকারী তারা তিন দলে বিভক্ত। (১) হাদিস শাস্ত্রের পন্ডিতগন (২) ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ (৩) সুফীতত্ব বিদগন।" (ছাবায়ে ছানাবেল পৃঃ ৪) দেখুন জাহেরী ইলেম ও বাতেনী ইলেমের আলেমগণ হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। তাঁদের উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

(৫৯) হযরত মীর ছাইয়েদ আবদুল ওয়াহেদ বলগেরানী (র) সে ছাবয়ে ছানাবেল নামক গ্রন্থে এরশাদ করেছেন-

شريعة محمدي ودين احمدي راہے ست سليم وجاوه ايست مستقيم خـــاتم النبين صلي الله عليـــه وسلم باچندين ہزارافواج امت ازاولياء واصفاء وشهداء وصديقان بدان جاوه رفته وآن راازخاروخاشاك شكوك وشبهات پاك رفته اعلام ومنازل آن معين ومبين كرده ازہرقدمے نشانے بازدا ده ودرہر منزل نہا ده ورفع قطاع الطريق رابدرقه ہمت ہمرا ہي فرستاده اگر مہوسے مبتدعي بطريق ديگر دعوت كندبايدكه قول اومسموع ندارند ورفع اوبجهت نصرت دين حق ازجمله فرائض شمارند واهل بدعت وضلالت طائفه يلشندكه خود را درلباس اسلام به تلبيس پيداآند وعقائد فاسده خويش درباطن پوشيده دارند اين جماعت اندا عدائے دين واخوان الشياطين وچون بنور علم علمهائے دين ومشائح اسلام ظلمت بدعت ايشان مكشوف ميگردد ناچار علمائے شريعت را دشمن پندارند علمائے رباني كه نجوم سپهراسلام اند مردم را ازشراين شياطين الانس محفوظ مي دارند وانفاس نوراني ايشان بمشابه شهب تواقب پيوسته اين مسترقان (يعني رزوان) شريعت راہرجا نبے ميرانند وبرجم قذف پراگنده ميگردانند –

মুহাম্মদ (দঃ) এর শরীয়ত ও তার প্রদর্শিত দ্বীন হল একটি নিরাপদ পথ আর সে পথই হল সরল ও সঠিক। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) স্বীয় উম্মতের হাজার হাজার ওলী, সুফি, শহীদ ছিদ্দিকগণ সহ সে পথে চলেছেন এবং তারা উক্ত পথকে শরীয়ত বিরোধী কাঁটা ময়লা ও বিভিন্ন সন্দেহ থেকে পবিত্র করেছেন এবং ওটির নিদর্শন ও স্থানকে সুনির্দিষ্ট সমুন্নত করেছেন এবং প্রত্যেক পদে পদে চিহ্ন দাঁড় করিয়েছেন, এবং প্রত্যেক মনজিলে মোসল্লা স্থাপন করেছেন। সাহসিকতার সরল পথ থেকে প্রতারক এবং ঈমানের ডাকাতদের উৎখাত করেছেন। আর যদি উক্ত পথ ব্যতীত অন্য কোন পথে কোন বেদায়াতির প্রতি ডাক পড়ে, তখন তার কথার প্রতি কর্ণপাত করা ও তার ডাকে সাড়া দেয়া সম্পুর্ণ অনুচিত এবং সত্যধর্মের সাহায্যার্থে উক্ত বেদয়াত ও বিদায়াতপন্থীকে প্রতিহত করা অপরিহার্য দায়িত্ব। আর বেদায়াতী ও পথভ্রষ্ট এমন একটি দল যারা নিজেদেরকে ইসলামী পোষাকে প্রকাশ করে, আর ফাসেদ ও বাতেল আকিদা গোপন করে। এরাই হল দ্বীনের শত্রু এবং শয়তানের সহধর্মী। দ্বীনের আলেমগণের ও মশায়েখ গনের ইলমের আলোতে যখন

তাদের বেদায়ত কার্যাদির অন্ধকারাচ্ছন্নতা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন তারা দিশেহারা হয়ে শরীয়তের আলেমগণকে নিজেদের শত্রু মনে করে থাকে। আল্লাহ ওয়ালা, আলেমগন, যারা ইসলামের উজ্জল নক্ষত্র- তাঁরা মানুষকে উল্লেখ্য মানবরূপী শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন এবং তাদের নুরানী শ্বাস-প্রশ্বাস প্রজ্জলিত অগ্নি শিখার ন্যায় শরীয়তের গোপন চোরদেরকে চতুর্দিক থেকে বিতাড়িত করে এবং তাদের বল্লম সাদৃশ নুরানী তীর বল্লাম নিক্ষেপের দ্বারা তাদেরকে অস্থির ও দিশেহারা করে দেয়। (ছা বয়ে ছানাবেল পৃঃ ৯০৮)
যে, শরীয়তের আলেমগণকে শয়তান বলেছিল, মহান আল্লাহ প্রমান করে দিয়েছেন যে, সে মূর্খ ও তার অনুসারীগণ শয়তান ও দ্বীনের শত্রু।
(৬০) ছাইয়েদ আরেফ জমীল (রঃ) উক্ত ছাবয়ে ছানাবেল গ্রন্থে আর ও উল্লেখ করেছেন -

چند شرائط مي دان كه بے آن شرائط اصلا پيري درست نيست يكے آنكه پير مسلك صحيح دا شته باشد دوم آنكه پير در آدائے حق شريعت قاصرومتهاون نباشد -سوم آنكه پير را عقائد درست بود موافق مزهب سنت وجماعت پي ييري ومريد ي بے اين سه شرائط اصلا درست نيست

কিছু শর্ত জেনে রাখ, যা ছাড়া পীর মুরীদি মোটেই বৈধ নয়। (১) পীর সঠিক রাস্তার অনুসারী হতে হবে, (২) পীর শরীয়তের হক আদায়ের ব্যাপারে ক্রটি ও অলসতা করতে পারবেনা।
(৩) পীরের আকিদা শুদ্ধ হতে হবে এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী হতে হবে। উল্লেখিত তিনটি শর্ত ব্যতীত পীর মুরীদী মোটেই জায়েজ নেই।
অতঃপর উল্লেখ্য আরেফ জামিল (রঃ) প্রথম শর্তের বিস্তারিত আলোচনার পর দ্বিতীয় শর্তের ব্যাপারে এরশাদ করেছেন যে,

شرط دوم پيري انست كه عالم وعامل باشد بر جمله عبادات ودر آدائے احكام قاصرو متهاون نبود واگر برانواع عبادات عالم نبود عامل نتواند شد وازحدشرع بيفتد پس پيري رانشايد زيراكه هركه ازمقام حقيقت بيفتد برطريقت قرارگيرد وهر كه ازطريقت بيفتد به شريعت قرارگيرد وهركه ازشريعت بيفتد گمراه گردد ومرد گمراه پيري را نشايد امادرويشے كه مرجع خلائق بود اورا احتياط در جزئيات شريعت فرض لازم است بايد كه يك دقيقه از دقائق شرع ازوفوت نشودكه وسيله گمراهي مريد ان ست بحجت گويند كه پيرما اين چنين كار كرداه است پس اوضال ومضل گردد-

অর্থাৎ, শর্ত হল পীর শরীয়তের আলেম হতে হবে ও যাবতীয় এবাদতের উপর তার আমল

থাকতে হবে এবং শরীয়তের হুকুম সমূহ পালন করার ব্যাপারে ত্রুটি ও অলসতা থাকতে পারবেনা। আর যদি বিবিধ এবাদতের আমল না হয়, তাকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, যে শরীয়তের সীমা লংঘন করে, তার জন্য পীর সাজাও উচিত নয়। যে ব্যক্তি হাকীকত থেকে কেটে পড়ে, সে তরীকতের উপর আসতে পারে এবং যে ব্যক্তি তরীকত থেকে কেটে পড়ে সে শরীয়তের উপর থাকতে পারে। কিন্তু যে শরিয়ত থেকে কেটে পড়ে, সে পথ হারা হয়। আর পথ হারা ব্যক্তি পীর হতে পারে না। আর ঐ দরবেশ যিনি মখলুকের কেবলা এবং অনুসরনীয় হয়েছেন, তারও শরীয়তের যাবতীয় অংশে সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। শরীয়তের একটি সামান্যতম অংশও যেন তার কর্ম থেকে বাদ না পড়ে, কেননা, পীর যদি শরীয়ত বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত হয়, তখন মুরীদগণ দলীল স্বরূপ বলবে আমাদের পীর সাহেব এরূপ কাজ করে থাকেন। যা দ্বারা উভয়ই পথ হারা হয়ে যায়।

উল্লেখিত তিনটি শর্ত বর্ণনার পর তিনি (আবদুল ওয়াহেদ (রঃ)) বলছেন,

مريد چون پيررا باين هرسه شرائط موصوف بايد بيعت باوكند كه جائزو مستحسن است واگر درپيري ازين هرسه شرائط يكے مفقود بود بيعت باوجائزنه باشد واگركسے ازسبب ناداني باوبيعت كرده باشد بايدكه ازان بيعت بگردد-

মুরীদ যদি পীরকে উল্লিখিত তিন শর্ত মোতাবেক পায়, তখন তার হাতে বায়াত করা উত্তম। আর উল্লেখিত তিনটি শর্ত হতে একটিও যদি বাদ পড় তখন ঐ পীরের হাতে বায়াত জায়েজ হবেনা। আর কেউ যদি মূর্খতার কারনে তার হাতে বায়াত করে, তখন তার উক্ত বায়াত প্রত্যাখ্যান করা উচিত। (সাবায়ে সানাবেল পৃঃ ৩৯-৪৩)

এই গ্রন্থে যদিও বাহ্যিকভাবে ৬০টি উক্তি দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত পক্ষে ৪০ জন ওলীর ৮০টি মূল্যবান উক্তি বিদ্যমান রয়েছে। কিতাবের প্রারম্ভে হযরত মাওলা আলী (রঃ) এরশাদ- ৪র্থ নির্দেশের অধীনে ইমাম মালেক (রঃ) ও ইমাম শাফেয়ীর উক্তি ৬ষ্ঠয়ী নির্দেশের অধীনে এবং ছাইয়েদুত্তায়েফার এরশাদ ১১নম্বর উক্তির অধীনে, অন্য একজন ওলীর উক্তি যা হযরত শেখ আকবর (রঃ) ব্যাখ্যা করেছেন, তা ৩৮নং উক্তির অধিনে, হযরত আলী খাওয়াছের (রঃ) উক্তি ৪২নং উক্তির অধীনে, আল্লামা নাবলুসীর উক্তি ৫২নং উক্তির অধীনে, হযরত খাজা মওদুদের (রঃ) উক্তি ৫৬নং উক্তির অধীনে, শাইখুল ইসলাম হারাবী (রঃ) একটি উক্তি হযরত সুলতানুল আউলিয়া মাহবুবে ইলাহীর ৬টি উক্তি ও হযরত শেখ মুহাম্মদ মোবারকের ২টি উক্তি ৫৭নং উক্তির অধীনে, এবং হযরত আমীর আবদুল ওয়াহেদের (রঃ) উক্তি ৬০নং উক্তির অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশংসনীয় ভূমিকা

আমার সম্মানিত পিতা ইমামে আহলে সুন্নাত বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দেদ আলা হযরত আজীমুল বারাকাত জনাব মাওলানা শাহ আহমদ রজা খাঁন সাহেব (আল্লাহ তার আত্মার শান্তি দান করুন এবং তার রওজাকে সু-গন্ধময় করুন) ইচ্ছা পোষন করেছিলেন, যে সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরামের উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে তাদের একটা সূচী লিপিবদ্ধ করবেন। আমীরুল মোমেনিন হযরত আলী (রঃ) ও হযরত ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (রঃ) প্রমুখের উক্তি উল্লেখ করে তাদের সম্পর্কে জনসাধারণের সন্দেহ নিরসন করে বেলায়তের বাস্তবতা প্রমাণ এবং মুজতাহেদগণের মর্যাদা সমুন্নত রাখার সূচনা কায়েম করে কিছু বাক্য লিখার প্রয়াসও পেয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ করে তাঁর মনযোগ অন্য দিকে সরে যাওয়ার কারণে তা সে অবস্থায়ই বাকী রয়ে গেল।

আল্লাহর রহমতে বর্তমানে উক্ত গ্রন্থ ছাপার সময় হলে উক্ত মকসুদ পূর্ণ করার নিমিত্তে আমি ফকীর কলম ধরলাম। আল্লাহর অসীম করুণায় এভাবে তরঙ্গ উঠল যে, থেমে থেমে বিষয়বস্তু দীর্ঘ হয়ে গেল।

সুতরাং এই অধম সংযোজনী হিসাবে ওটিকে আলাদা করে ধারাবাহিকভাবে উক্ত সূচী লিপিবদ্ধ করেছি-

تذ ييل جميل

اَللّٰهُمَّ اَنَا حَامِدٌ وَاَنْتَ مَحْمُوْدٌ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰي حُبِّكَ اَحْمَدَ مَحْمُوْدٍ وَعَلٰي اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اِلٰي يَوْمِ الْخُلُوْدِ-

এই মোবারক গ্রন্থে ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) উক্তি সমূহের সনদ ছিল এবং পরিসমাপ্তিতে ৪০জন আলেমের ৮০টি বাণী উল্লেখ রয়েছে। ওলীদের তালিকায় তাঁদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অতপর সাধারণ্যের সন্দেহ দূর করার নিমিত্তে বলেছেন -

মুজতাহেদ ইমামগণ এখানে সারা জগতে নবীর ওয়ারিশ আলেমগণ থেকে বেশী মর্যাদাশালী। জনসাধারণ তাঁদেরকে জাহেরী আলেম মনে করুক বা ফকীহ্গণের

অন্তর্ভূক্ত মনে করুক।
কোন অজানা সুফীর কোন অযৌক্তিক উক্তি পেতেন, যাহা প্রতারণা মাত্র আর অন্যকেও প্রতারনায় নিক্ষেপ করে ঐ সকল উক্তিকে আমাদের পবিত্র আত্মার অধিকারী সুফীগণ বার বার প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রত্যাখ্যাত উক্তি উপস্থাপন হলেই উহা বিলুপ্ত করতেন। আর বাতেল পন্থীদের ন্যায় - لَاتَقْرَبُوا الصَّلَوٰة (নামাজের কাছে যাবেনা) উক্তি কারকদেরকে নিজ অভ্যাস মোতাবেক বাতিল সাব্যস্ত করেছেন।
যেমন হযরত ছাইয়েদী আলী মুরচাফী (রঃ) উক্ত বাতেল উক্তি নকল করে উহা প্রত্যাখ্যান করেছেন মীজানুশশরীয়া ৪৯ পৃষ্ঠায় ইমাম আবদুল ওয়াহাব শায়ারানী(রঃ) বলেছেন-

سَمِعْتُ سَيِّدِي عَلِيًّا الْمُرْصَفِي رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَي يَقُوْلُ مِرَارًا كَانَ اَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ وَارِثِي رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ تَعَالَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلْمِ الْاَحْوَالِ وَعِلْمِ الْاَقْوَالِ مِمَّا خِلَافُ مَايَتَوَهَّمُ بَعْضُ الْمُتَصَوِّفَةِ حَيْثُ قَالَ اِنَّ الْمُجْتَهِدِيْنَ لَمْ يُرِثُوْا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا عِلْمَ الْقَالِ فَقَطْ حَتَّي اَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ جَمِيْعُ مَاعَلِمَهُ الْمُجْتَهِدُوْنَ كُلُّهُ رُبْعُ عِلْمِ رَجُلٍ كَامِلٍ عِنْدَنَا فِي الطَّرِيْقِ اِذَالرَّجُلُ لَايَكْمُلُ عِنْدَنَا حَتَّي يَلْتَحِقَ فِي مَقَامِ وَلَايَةِ بِعُلُوْمِ الْحَضَرَاتِ الْاَرْبَعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَي هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهٰؤُلَاءِ الْمُجْتَهِدُوْنَ لَمْ تَحَقَّقُوْا بِسَوٰي عِلْمِ حَضْرَةِ اِسْمِهِ الظَّاهِرِ فَقَطْ لَاعِلْمَ لَهُمْ بِعُلُوْمِ حَضْرَةِ الْاَزَلِ وَلَاالْاَبَدِ وَلَابِعِلْمِ الْحَقِيْقَةِ اِنْتَهٰي قُلْتُ هٰذَا كَلَامٌ جَاهِلٌ بِاَحْوَالِ الْاَئِمَّةِ الَّذِيْنَ هُمْ اَوْتَادُ الْاَرْضِ وَقَوَاعِدُ الدِّيْنِ(اه)

অর্থাৎ ইমাম আবদুল ওয়াহাব শায়ারানী বলেছেন যে, আমি হযরত আলী মুরচাকীকে বার বার বলতে শুনেছি যে, মুজতাহেদ ইমামগণ ইলমে হাকীকত ও ইলমে শরীয়তের মধ্যে রাসুলের (দ.) উত্তরাধীকারী ছিলেন। কোন কোন সুফী সন্দেহ পোষন করে বলেছেন। মুজতাহেদ ইমামগণ শুধুমাত্র শরীয়তের মধ্যে রাসুলের (দ.) উত্তরাধিকারী। এমনকি কোন কোন সুফীলোক বলেছেন, মুজতাহেদগণ যে ইলেম জানেন সবগুলো মিলে একজন কামিল তরীকত পন্থির ইলেমের মাত্র এক চতুর্থাংশ হবে। কেননা আমাদের মতে মানুষ পর্যন্ত কামেল হতে পারবেনা, যতক্ষণ না বেলায়তের মকামে আল্লাহর মহান চারটি নাম-

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

এর সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞান লাভ না হয় এবং তাদের নিকট আল্লাহর মহান নাম (الظاهر) যাহেরের সঠিক জ্ঞান ব্যতীত অন্য জ্ঞান নেই। তাদের নিকট (ইলমুল আমল ও ইলমুল আবদ) আদী ও অন্ত সম্পর্কিত কোন জ্ঞান নেই এবং ইলমে হাকীকত সম্পর্কেও তাদের

কোন জ্ঞান নেই। ইমাম ছাইয়েদী আলী মুরচেকী (রঃ) বলেছেন আমার উক্তি হল, যারা মুজতাহেদ ইমামগণের ব্যাপারে উল্লেখ্য (খারাপ) ধারণা পোষণ করে, তারা মূর্খ ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা (মুজতাহেদগণ) হলেন আউতাদ (জামিনের খুটি) এবং দ্বীনের ভিত্তি। বাস্তবে তারা হলেন ওলীকুল শ্রেষ্ঠ ও কাশফের অধিকারী লোকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁরা যেভাবে ইলমে জাহেরের ইমাম, তদ্রুপভাবে ইলমে বাতেনেরও সঠিক ও নির্ভুল ইমাম।

ইমাম আরেফ বিল্লাহ আবদুল ওহাব শায়ারানী (রঃ) মীজানুশ শরীয়াতুল কুবরার ৪৭ পৃষ্ঠায় স্ববিস্তারে বর্ণনা দিয়েছেন এবং বলেছেন-

وَذلِكَ لاَنَّهُمْ بَنَوْا قَوَاعِدَ مَذْهَبِهِمْ عَلَي الْحَقِيْقَةِ الَّتِيْ هِيَ اَعْلَي مَرْتَبَتَيِ الشَّرِيْعَةِ كَمَا بَنَوْهَا عَلَي ظَاهِرِ الشَّرِيْعَةِ عَلَيْحِدَةٍ سَوَاءٌ وَاِنَّهُمْ كَانُوْا عَالِمِيْنَ بِالْحَقِيْقَةِ اَيْضًا خِلاَفَ مَايَظُنُّهُ بَعْضُ الْمُقَلِّدِيْنَ فِيْهِمْ –

অর্থাৎ উহা এই জন্য যে, তাঁরা (মুজতাহেদগণ) বাস্তবে স্বীয় মাজহাবের ভিত্তি ইলমুল হাকীকতের উপরই রেখেছেন। যা, শরীয়তের দুই স্তরের সর্বোত্তম স্তর, যেমন তাঁরা স্বীয় মাজহাবের ভিত্তি বাহ্যিক শরীয়তের সরল সঠিক সীমান্তে দাঁড় করিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তারা শরীয়ত ও হাকীকত উভয় প্রকার ইলেমের আলেম ছিলেন। কিছু সংখ্য মুকাল্লিদ (অনুসারী) অবশ্য বিপরীত ধারণা করেছেন।

অতঃপর তিনি (ইমাম শায়ারানী) শপথ সহকারে শরীয়ত মোতাবেক সাক্ষ্য প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন-

وَمَنْ نَازَعَنَا فِي ذَلِكَ فَهُوَ جَاهِلٌ بِمَقَامِ الْاَئِمَّةِ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ كَانُوْا عُلَمَاءَ الْحَقِيْقَةِ وَالشَّرِيْعَةِ –

অর্থাৎ এতদসত্ত্বেও যে ব্যক্তি ঐ ব্যাপারে আমার সাথে বিবাদ করবে, সে অলীগণের মর্যাদা সম্পর্কে মুর্খ বলে সাব্যস্ত হবে। আল্লাহর কসম সে সমস্ত আলেমগণ (মুজাতাহেদগণ) শরীয়ত ও হাকীকতে পরিপূর্ণ ছিলেন। অতঃপর তিনি (ইমাম শায়ারানী) হযরত আলী খাওয়াছ থেকে নিজ কানে শোনা বক্তব্য বর্ণনা করেছেন, যদ্বারা মুজতাহেদগণ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার এবং তারা হাকীকত ও শরীয়তের ইমাম হওয়ার ব্যাপারটি মধ্য দিবসের সূর্য ও মধ্য মাসের চন্দ্রালোকের ন্যায় স্পষ্ট ও আলোকিত হয়ে গেছে। তিনি বলছেন-

سَمِعْتُ سَيِّدِي عَلِيًّا الْخَوَاصَّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَي يَقُوْلُ اِنَّمَا اَيَّدَ اَئِمَّةَ الْمَذَاهِبِ مَذَاهِبَهُمْ بِالْمَشْيِ عَلَي قَوَاعِدِ الْحَقِيْقَةِ مَعَ الشَّرِيْعَةِ اِعْلاَمًا لاَتْبَاعِهِمْ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا عُلَمَاءَ بِالطَّرِيْقَيْنِ وَكَانَ يَقُوْلُ لاَيَصِحُّ خُرُوْجُ قَوْلٍ مِنْ اَقْوَالِ الْاَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ عَنِ الشَّرِيْعَةِ اَبَدًا عِنْدَ اَهْلِ الْكَشْفِ قَاطِبَةً وَكَيْفَ يَصِحُّ خُرُوْجُهُمْ عَنِ الشَّرِيْعَةِ مَعَ اِطِّلاَعِهِمْ عَلَي مَوَادِّ اَقْوَالِهِمْ مِنَ الْكِتَابِ

وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَمَعَ الْكَشْفِ الصَّحِيْحِ وَمَعَ اِجْتِمَاعِ رُوْحِ اَحَدِهِمْ بِرُوْحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُؤَالِهِمْ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ تَوَقَّفُوْا فِيْهِ مِنَ الْاَدِلَّةِ بَلْ هٰذَا مِنْ قَوْلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ لَا يَقْظَةً وَمُشَافَهَةً بِالشُّرُوْطِ الْمَعْرُوْفَةِ بَيْنَ اَهْلِ الْكَشْفِ وَكَذَالِكَ كَانُوْا يَسْئَلُوْنَهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَهِمُوْهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَبْلَ اَنْ يُدَوِّنُوْهُ فِي كُتُبِهِمْ وَيَدِيْنُوْا اللّٰهَ تَعَالٰى بِهِ يَقُوْلُوْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ فَهِمْنَا كَذَا مِنْ اٰيَةِ كَذَا وَفَهِمْنَا كَذَا مِنْ قَوْلِكَ فِي الْحَدِيْثِ الْفُلَانِيِّ كَذَا فَهَلْ تَرْضَيْهِ اَمْ لَا

অর্থাৎ আমি হযরত ছাইয়েদী আলী খাওয়াছকে (রাঃ) বলতে শুনেছি, সম্মানিত ইমামগণ শরীয়তের সাথে হাকীকতের ভিত্তির উপর চলার মাধ্যমে স্বীয় মাজহাবকে শক্তিশালী করেছেন, যেন স্বীয় অনুসারীদের নিকট এই কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা শরীয়ত ও হাকিকত উভয় প্রকার ইলেমের আলিম।

তিনি (আলী খাওয়াছ) বলতেন যে ইমামগণের একটি কথাও শরীয়তের গন্ডির বাইরে যাওয়া কাশ্‌ফ ওয়ালাদের মতে কখনও সম্ভব নহে।

শরীয়ত থেকে বের হওয়া তাঁদের জন্য কি করে বৈধ হবে? প্রকৃত পক্ষে তারা তাঁদের উক্তির মূল্যবান সম্বল কিতাবুল্লাহ সুন্নাতে রাসুল (দ.) ও সাহাবাদের (রাঃ) বাণীর উপর জ্ঞাত আছেন এবং তাঁরা কাশফে সহীহর অধিকারী ও তাদের রূহ রাসুল (দ.) এর রূহ মোবারকের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাছাড়াও তাঁরা তাঁদের এটা মুলতবীকৃত মাসয়ালার ব্যাপারে রাসুল (দ.) এর বাণী সঠিক কিনা সামনা-সামনি জাগ্রত অবস্থায় উহার যাবতীয় শরত্ সহকারে জিজ্ঞাসা করতেন যাহা কালমওয়ালাগণের নিকট মশহুর। হে রাসুল (দ.), ইহা কি আপনার বাণী এইভাবে প্রশ্ন করতেন এবং গ্রন্থরচনার পুর্বে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আক্বিদা রেখে রাসুলের (দ.) খেদমতে আরজু করতেন ইয়া রাসুল্লাল্লাহ (দ.) আমরা এই আয়াতের মর্ম এরূপ বুঝেছি এবং আপনার হাদিস দ্বারা এই রূপ বুঝতে পেরেছি হাদিসের ঐ হুকুমকে আপনি পছন্দ করেন না?

হযরত আলী খাওয়াছ (রঃ) এরশাদ করেছেন-

وَمَنْ تَوَقَّفَ فِيْمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَشْفِ الْاَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ وَمِنْ اِجْتِمَاعِهِمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ الْاَرْوَاحِ قُلْنَا لَهُ هٰذَا مِنْ جُمْلَةِ كَرَامَاتِ الْاَوْلِيَاءِ بِيَقِيْنٍ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ الْاَئِمَّةُ الْمُجْتَهِدُوْنَ اَوْلِيَاءَ فَمَا عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ وَلِيٌّ اَبَدًا وَقَدْ اِشْتَهَرَ عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الْاَوْلِيَاءِ الَّذِيْنَ هُمْ دُوْنَ الْاَئِمَّةِ

الْمُجْتَهِدِيْنَ فِي الْمَقَامِ بِيَقِيْنٍ اِنَّهُمْ كَانُوا يَجْتَمِعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرًا وَيُصَدِّقُهُمْ اَهْلُ عَصْرِهِمْ عَلٰى ذٰلِكَ-

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমদের ইমামগণের উল্লেখ্য কাশফ এবং রাসুলের (দ.) সাথে তাঁদের যে আত্মীক সংশ্রব রয়েছে এই ব্যাপারে নিরবতা পালন করেন তাকে আমরা বলব নিঃসন্দেহে ইহা ওলীগণের কারামতের অন্তর্ভূক্ত।

আর যদি মুজতাহেদ ইমামগণ ওলী না হন তাহলে আল্লাহর জমিনে কোন ওলীই নাই বলতে হবে। অনেক ওলি আছেন যাদের মর্যাদা নিঃসন্দেহে মুজতাহেদ ইমামগণের থেকে নিম্নমানের। আর প্রসিদ্ধি রয়েছে যে নিঃসন্দেহে অনেক অলি যাদের মর্যাদা মুজতাহেদ ইমামগণ থেকে নিম্নমানের তাঁরা অধিকাংশ সময়ে রাসুল (দ.) এর খিদমতে হাজির হয়ে সুভাগ্যশালী হন এ ব্যাপারে তাঁর যুগের লোকজন এটাকে সত্য বলে মনে করে।

এ ধরনের অলি যাদের ভাগ্যে রাসুলের (দ.) জিয়ারত ও দীদার নছীব হয়েছে তাদের সংখ্যা অনেক যার স্ববিস্তারে ব্যাখ্যা তাবাকাতুল আউলিয়ার মধ্যে দেয়া হয়েছে। তাঁদের কয়েকজন অলির নাম প্রদত্ত হল। হযরত ছাইয়েদী শেখ আবদুর রহীম কানাবী, হযরত ছাইয়েদ শেখ আবু মাদইয়ান মগরেবী হযরত ছাইয়েদী আবুচ ছাউদ বিন আবুল আশায়ের হযরত ছাইয়েদী শেখ ইব্রাহীম ছাবুকী, হযরত ছাইয়েদী শেখ আবুল হাছান শাজেলী, হযরত ছাইয়েদী আবুল আব্বাস মুবাইছী চরেরত ছাইয়েদী ইব্রাহীম বতুলা হযরত ছাইয়েদী আল্লামা শেখ জালাল উদ্দীন সুয়ুতী হযরত শেখ আহমদ জাওয়াদী (রাঃ) ও আরো অনেক । আল্লাহ আমাদেরকে ঐ সকল অলীগণের পদাঙ্ক অনুসারী করুন।

হযরত আল্লামা জালাুদ্দীন সুয়ুতীর (রঃ) লিখা একটি চিঠি তাঁর বন্ধু হযরত শেখ আবদুল কাদের খাজেলীর নিকট হযরত শেখ আলী খাওয়াছ (রঃ) দেখলেন চিঠিটি এমন একজন লোকের পত্রের উত্তর ছিল যিনি কোন ব্যাপারে পত্রের মাধ্যমে সেকালের বাদশার নিকট সুপারিশ করার জন্য আল্লামা সুয়ুতীকে আবেদন করেছিলেন। চিঠিতে আল্লামা সুয়ুতী লিখেছেন আমার ভ্রাতা এযাবত আমি জাগ্রত অবস্থায় সরাসরি ৭৫ বার রাসুল (দ.) এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার সুভাগ্যতা লাভ করেছি। আমার যদি এই ভয় না হত যে, বাদশার দরবারে যাওয়ার দ্বারা আমার ও রাসুল (দ.) এর মধ্যে পর্দা পড়ে যাবে। তাহলে নিঃসন্দেহে বাদশার রাজ প্রাসাদে গিয়ে তোমার জন্য সুপারিশ করতাম। আমি হাদিসের একজন, যার খাদেম, মুহাদ্দিসগণ বেলায়তের কষ্টি পাথরের মাধ্যমে যে সমস্ত হাদিসকে দূর্বল বলেছেন আমি সে সমস্ত হাদিসকে শুক্রবার জন্য রাসুল (দ.) এর প্রতি মোহতাজ রয়েছি। সে উপকার তোমার উপর করার চেয়ে নিঃসন্দেহে শ্রেয়।

উল্লেখিত ঘটনার দৃঢ় সমর্থন সামনে বর্ণিত ঘটনার দ্বারা হচ্ছে যে, হযরত মুহাম্মদ বিন যাইন মাদ্দাহে রাসুল (দ.) থেকে প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সরাসরি রাসুল (সঃ) এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হত।

যখন তিনি প্রত্যুষে হুজুরের (দ.) রওজা মোবারকের সামনে উপস্থিত হলেন হুজুর (দ.) কবর শরীফ থেকে তাঁর সাথে কথা বলেছেন তিনি স্বস্থানে সফলতার সহিত অবস্থান করছেন এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে তাঁর জন্য শহরের হাকেমের নিকট সুপারিশ করার আবেদন জানালেন।

তদানুযায়ী তিনি সুপারিশ করতে গেলেন শহরের হাকিম তাঁকে স্বীয় মসনদে বসালেন তখন থেকেই রাসুলেল (দ.) জিয়ারত বন্ধ হয়ে গেল। তারপর থেকে পুনঃ জেয়ারতের জন্য রাসুলের (দ.) দরবারে আরজ করতে লাগলেন কিন্তু জিয়ারত নছীব হচ্ছেনা। তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন তখন দুর থেকে হুজুরে (দ.) সধারণ নছিব হল। তিনি (হুজুরসহ) বললেন আমার দীদার ও জালেমদের মসনদে বসার মাধ্যমে কামনা করছ। ইহার জন্য তোমার আর কোন পথ নেই।

হযরত আলী খাওয়াস বলতেছেন তাঁর সাথে হুজুরের (দ.) পুনঃ জিয়ারতের সংবাদ আমাদের নিকট পৌছেনি। অবশেষে তিনি ইহধাম ত্যাগ করলেন।

ইমাম শায়রীনি স্বীয় গ্রন্থের ৪৮ পৃষ্ঠা বলেছেন যে,

وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ الشَّيْخِ اَبِي الْحَسَنِ الشَّاذِلِيْ وَتِلْمِيْذِهِ الشَّيْخِ اَبِي الْعَبَّاسِ الْمُرْسِيْ وَغَيْرِهِمَا اَنَّهُمْ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ لَوْ اَحْتَجَبَتْ عَنَّا رُؤْيَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ مَا عَدَدْنَا اَنْفُسَنَا مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاِذَا كَانَ هٰذَا قَوْلَ اَحَادِ الْاَوْلِيَاءِ فَالْاَئِمَّةُ الْمُجْتَهِدُوْنَ اَوْلٰى بِهٰذَا الْمَقَامِ –

অর্থাৎ হযরত ছাইয়েদোনা ইমাম আবুল হাছান শাজেলী (রঃ) ও তাঁর শীর্ষ শেখ আবুল আব্বাস মুরাহছী ও অন্যান্য ওলীগণের সংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছেছে যে,তারা বলতেন এক মুহূর্তেও আমরা যদি রাসুলের (দ.) দীদার থেকে রক্ষিত হই আমরা তখন আমাদের নিজেদেরকে মুসলমান মনে করতাম না। এরূপ এরশাদ করার পর পুনঃ এরশাদ করেছেন যে, যখন প্রত্যেক ওলীর জন্য এরূপ মর্যাদা হতে পারে তাহলে মুজতাহিদ ইমামগণের মর্যাদা ওদের মর্যাদা থেকে অনেক উর্ধ্বে।

ইমাম শায়ারানী (রঃ) স্বীয় গ্রন্থের ৫৮ পৃষ্ঠায় এরশাদ করেছেন যে,

اِنَّ اَئِمَّةَ الْفِقْهَاءِ وَالصُّوْفِيَّةِ كُلَّهُمْ يَشْفَعُوْنَ فِيْ مُقَلِّدِيْهِمْ وَيُلَاحِظُوْنَ اَحَدَهُمْ عِنْدَ طُلُوْعِ رُوْحِهٖ وَعِنْدَ سُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ وَعِنْدَ النَّشْرِ وَالْحَشْرِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيْزَانِ وَالصِّرَاطِ وَلَا يَغْفُلُوْنَ عَنْهُمْ فِيْ مَوْقِفٍ مِنَ الْمَوَاقِفِ –

অর্থাৎ ফকীহ ইমামগণ ও সুফীগণ সবাই তাঁদের অনুসারীগণের জন্য মৃত্যুকালে কবরে মুনকার ও নকীরের প্রশ্নের মীজানের নিকট ও পোল ছেরাতে সুপারিশ করবেন এবং তাঁদের প্রতি লক্ষ রাখেন।

এবং হাশরের ময়দানে কোন অবস্থানস্থলেই স্বীয় অনুসারীগণকে ভুলে থাকলে না অতঃপর তিনি (ইমাম শায়ারানী) এরশাদ করেছেন,

وَاِذَاكَانَ مَشَائِخُ الصُّوفِيَّةِ يَلَاحَظُوْنَاتْبَاعَهُمْ وَمُرِيْدِيْهِمْ فِي جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ وَبِالشَّدَائِدِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَكَيْفَ بِائِمَّةِ الْمَذَاهِبِ الَّذِيْنَ هُمْ اَوْتَادُ الْاَرْضِ وَاَرْكَانُ الدِّيْنِ وَاَمْنَاءِ الشَّارِعِ عَلَي اُمَّةٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰي عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

অর্থাৎ সুফী মাশায়েখগণ যখন উভয় জগতে ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক মুহূর্তে স্বীয় অনুসারী ও মুরীদগণের প্রতি লক্ষ রাখবেন তাহলে মুজতাহিদ ধর্মীয় ইমামগণ কোন অনুসারীদের প্রতি লক্ষ রাখতে পারবেননা প্রকৃত পক্ষে তাঁরা হলেন জমীনের খুঁটি দ্বীনের রুকন ও শরীয়ত প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদের যে উম্মতের আমানতদার (আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোক) নিঃসন্দেহে তাঁরা সাহায্য করেই থাকেন।

হযরত শেখ নাছরুদ্দীন লোকানীকে (রঃ) তাঁর ইন্তেকালের পর যে কোন একজন ওলী স্বপ্নে দেখে তাঁকে প্রশ্ন করেন (হুজুর) আপনার সহীরা আপনার প্রভু কিরূপ মোয়ামালা করেছেন। তদুত্তরে তিনি বললেন মুনকার নকীর যখন কবরে এসে আমাকে ছুয়াল জবাব করাতে বসালেন তখন ইমাম মালেকের (রঃ) শুভাগমন হল।

তিনি (ইমাম মালেক) বললেন, এমন ব্যক্তিকেও কি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলেল প্রতি ঈমান রাখার ব্যাপারে প্রশ্ন করার প্রয়োজন আছে? এর নিকট থেকে চলে যাও তখন উভয় ফেরেশতা চলে গেল। ইমাম শায়ারানী (রঃ) স্বীয় গ্রন্থের ১৭২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-

اِعْتِقَادُنَا اَنَّ اَكَابِرَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَالْاَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ كَانَ مَقَامُهُمْ اَكْبَرُ مِنْ مَقَامِ بَاقِي الْاَوْلِيَاءِ بِيَقِيْنٍ

অর্থাৎ আমাদের দৃঢ় আকীদা হল রাসুলের (সঃ) সাহাবীগণ,তাবেয়ীনগণ ও মুজতাহেদ ইমামগণের মর্যাদা নিঃসন্দেহে অন্যান্য ওলীগণের মর্যাদা হতে অনেক উর্ধে।

এখন তাঁদের উচ্ছাঙ্গের ঝর্ণার ঢেউ খেলতেছে এবং তাঁদের ফয়েজ ও বারাকাতের সমুদ্রে তরঙ্গ তরঙ্গিত হইতেছে। কিন্তু ন্যায়বানের এতটুকু যথেষ্ঠ আর সীমালঙ্গন কারী বিদ্বেষীদের জন্য অজানা কাগজের দপ্তর।

ع درخانه اگر کس ست یك حرف بس ست—

অর্থাৎ ঘরে যদি কেউ থেকে থাকেন তার জন্য এক অক্ষরই যথেষ্ঠ।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَي حَبِيْبِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَابْنِهِ وَحِزْبِهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ وَبِهِمْ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ اٰمِيْنَ —

========

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, অনুবাদক, গবেষক ও কলামিষ্ট

মাওলানা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর

সাহেব লিখিত ও অনুদিত, প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহ